উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৭,০১৭.৭৯ (-২৫১.৬১)
নিফটি : ২৪,০৩২.৮০ (-৮৬.৫০)

চার নম্বর ইডিয়ট হচ্ছেন ভিকি কৌশল
চমক হিরানির ৮

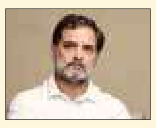

হারের পর মমতার পাশে রাহুল ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩২°	২০°	৩২°	২০°	৩২°	২১°	৩২°	২০°

বাংলায় ভোট পরবর্তী হিংসার বলি ৩ ৫

শিলিগুড়ি ২২ বৈশাখ ১৪৩৩ বুধবার ৫.০০ টাকা 6 May 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 345

...নাহি লাজ

২০৭ আসনে জয় পেয়ে বাংলায় সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি। রাজনৈতিক রীতি মেনে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কিন্তু সেই শিষ্টাচার মানতে রাজি নন মমতা। এমন পরিস্থিতিতে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী বাছাইয়ে রাজ্যে আসছেন অমিত শা। উপমুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবি উঠছে উত্তরবঙ্গেও।

মেয়রের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের চিহ্ন। মঙ্গলবার।

পার্টি অফিস, পঞ্চায়েতে তাণ্ডব

‘অন্য দলের লোক’, সাফাই পদ্ম সভাপতির

সাগর বাগচী ও সৌরভ রায়

শিলিগুড়ি ও ফাঁসিদেওয়া, ৫ মে : বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের বারণ সত্ত্বেও নীচুতলার নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ভোট পরবর্তী হিংসায় জড়িয়ে পড়ার লাগাতার অভিযোগ উঠছে। তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় কেবল নয়, তৃণমূলের দখলে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকে জিনিসপত্র ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে উঠেছে। সোমবার ফল ঘোষণার পর তৃণমূলের বিভিন্ন দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে বিজেপি কর্মীরা ভাঙচুর চালিয়েছিল।

মঙ্গলবারও সেই রেশ অব্যাহত ছিল। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব যে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জয়লাভ করেছিলেন, সেই ওয়ার্ডে তৃণমূল কার্যালয়ে ঢুকে বিজেপি কর্মীরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি, টিভি, ফ্যান, চেয়ার, টেবিল ভেঙে ফেলে। ঘাসফুলের পার্টি অফিসে বিজেপির দলীয় পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয়।

এদিন গৌতম বলেন, ‘বাড়িতে এসে মিষ্টি দিয়ে যাচ্ছে। কর্পোরেশন, মহকুমা পরিষদ ও দলীয় কার্যালয়গুলিতে ফ্ল্যাগ লাগিয়ে দিচ্ছে। ভাঙচুর করা হচ্ছে। একদিনও হয়নি জয়ের। এরমধ্যেই কলেজ, ট্রেড ইউনিয়নে ফ্ল্যাগ ধরার হুইপ জারি করা হচ্ছে। সবটাই মানুষের সামনে থাকছে। সময় আসল বিচারক।’

মঙ্গলবার ফুলবাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকে কম্পিউটার, প্রিন্টার, চেয়ার, টেবিল ভেঙে দেওয়া হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুনীতা রায়ের বাড়ির সামনে রাখা চার চাকার গাড়ির কাচ ভেঙে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, শিলিগুড়ি, ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকেও একই ঘটনার ছবি সামনে এসেছে। এদিনই পতাকা নিয়ে কয়েকজন ঢুকে পড়ে। তৃণমূলের পার্টি অফিসের পাশেই অবশ্য বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডল অফিস রয়েছে। বন্ধ থাকা তৃণমূল পার্টি অফিসের গেটের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে সমস্ত সামগ্রী ভেঙে দেওয়া হয়। পাশাপাশি তৃণমূলের পতাকা সরিয়ে দিয়ে সেখানে বিজেপির পতাকা তোলা হয়। ভাঙচুরের খবর পেয়ে সেখানে

আছড়ে ভাঙা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। শিলিগুড়িতে।

৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মার ঘনিষ্ঠদের শারিরীকভাবে হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে। যদিও এ নিয়ে তৃণমূলের তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়নি। শিলিগুড়ির ৪ নম্বর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রেও দলীয় পতাকা লাগিয়ে দেন পদ্মের নেতা-কর্মীরা।

এদিন দুপুরে হঠাৎ করে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত গেটবাজারে থাকা তৃণমূল কার্যালয়ে বিজেপির এনজেপি থানার আইসি রঞ্জন দাসের নেতৃত্ব বিরাট পুলিশবাহিনী পৌঁছে যায়। এদিকে, তাঁর ওয়ার্ডের দলীয় কার্যালয় ভাঙা নিয়ে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তিনি বলেন, ‘যেখানে আমি বসতাম, সেই কার্যালয়টি পরিকল্পিতভাবে বিজেপি ভেঙেছে। টিভি, চেয়ার, টেবিল নষ্ট করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি

এরপর দশের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী বেছে নিতে বাংলায় আসছেন শা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৫ মে : পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নজিরবিহীন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। রাজ্যে এই প্রথমবার কোনও জয়ী দলের পরিষদীয় নেতা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সরাসরি উপস্থিত থাকছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিজেপি এখন রাজ্যে সরকার গড়ার দাবিদার। আর বিধানসভার এই পরিষদীয় দলের নেতাই যে বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন, তা বলাই বাহুল্য। এই গুরুদায়িত্ব দলীয় হাইকমান্ড অমিত শা’র কাঁধে ন্যস্ত করায় শুভেন্দু অধিকারীই কি হতে চলেছেন বাংলার নতুন কান্ডারি বলে রাজনৈতিক মহলে প্রবল চর্চা শুরু হয়েছে।

শুভেন্দুর দিকেই পাল্লা ভারী

দিল্লির অলিন্দ থেকে পাওয়া ইঙ্গিত অনুযায়ী, ৯ মে অর্থাৎ ২৫শে বৈশাখ ঐতিহাসিক এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও তেমনটাই আভাস দিয়েছেন। এই লক্ষ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্ভবত বুধবার রাতে কলকাতায় পা রাখছেন। ওই রাতেই অথবা পরের দিন তিনি দলের নবনির্বাচিত বিধায়কদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসবেন। যদিও মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত হবু বিধায়কদের কাছে এই বৈঠকের আনুষ্ঠানিক কোনও বার্তা পৌঁছায়নি। তবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই পর্যবেক্ষক হিসেবে অমিতের পাশাপাশি ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝিকে পশ্চিমবঙ্গের সহকারী পর্যবেক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছে। সাধারণত বিজেপি কোনও রাজ্যে নেতা নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় স্তরের একজন পর্যবেক্ষক পাঠায়, কিন্তু এবার অমিত ও ওডিশার মুখ্যমন্ত্রীর মতো দুই হেভিওয়েটকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, মোদি-শা জুটি এই নতুন সরকারকে ঠিক কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে।

বিজেপি জিতলে রাজ্য চলবে দিল্লি থেকে বলে নির্বাচনি প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার অভিযোগ তুলেছিলেন। এই ‘বাঙালি অস্মিতা’র তাস মোকাবিলায় অমিত শা আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, বিজেপি জিতলে বাংলার ভূমিপুত্র কোনও এক ‘বাঙালি’ই মুখ্যমন্ত্রী হবেন। ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারীকে যখন প্রার্থী করা হয়,

এরপর দশের পাতায়

হারিনি তো... কেন ইস্তফা দেব?

এতদিন চেয়ারে ছিলাম। অনেক কিছু সহ্য করেছি। এখন আমি মুক্ত বিহঙ্গ, সাধারণ মানুষ। আর সহ্য করব না। সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়ব। -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৫ মে : প্রশ্নটা সাংবিধানিক নয়, রীতি ও সৌজন্যের। নির্বাচনি ফলাফলে তৃণমূল হেরে গিয়েছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রিত্বের পদ ছাড়বেন না বলে গোঁ ধরে আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিক বৈঠক ডেকে নিজের সেই অবস্থান মঙ্গলবার তিনি জোর গলায় স্পষ্ট করে দিলেন। কেন এই সিদ্ধান্ত? নিজের ও দলের হার স্বীকার করতে চাইছেন না বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ভাষায়, ‘কেন পদত্যাগ করব? আমরা তো হারিনি। জোর করে ভোট লুট করা হয়েছে। তাহলে ইস্তফা দেওয়ার প্রশ্ন আসে কেন?’

পদত্যাগ না করার সিদ্ধান্তের পাশাপাশি মমতা এখন ‘ইন্ডিয়া’ জোটকে আঁকড়ে ধরে থাকবেন বলে মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে বার্তা দিলেন। তাঁর কথায়, ‘জোট আগামীদিনে আরও শক্তিশালী হবে। আমার সঙ্গে রাহুল গান্ধি, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, অখিলেশ যাদব, হেমন্ত সোরেনের কথা হয়েছে। অখিলেশ আজই আসতে চেয়েছিলেন। আমি কাল আসতে বলেছি। অন্যরাও একে একে আসবেন।’

বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট কথা, ‘এতদিন চেয়ারে ছিলাম। অনেক কিছু সহ্য করেছি। এখন আমি মুক্ত বিহঙ্গ, সাধারণ মানুষ। আর সহ্য করব না। সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়ব। আমি রাস্তার লোক, রাস্তায় ছিলাম। রাস্তায়

হারের যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত অভিষেক। পাশে মমতা। মঙ্গলবার কালীঘাটে।

থাকব।’ তাঁর এই মন্তব্যে স্পষ্ট, জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার ইচ্ছে আছে তাঁর। ইতিমধ্যে রাহুল গান্ধিও তৃণমূলের হার উদযাপন না করার জন্য কংগ্রেসকে নির্দেশ দিয়েছেন।

রীতি অনুযায়ী বিধানসভা নির্বাচনে শাসকদল পরাজিত হলে মুখ্যমন্ত্রী লোকভবনে গিয়ে রাজ্যপালের হাতে পদত্যাগপত্র তুলে দিয়ে আসেন। সেই পদত্যাগ হয় গোটা মন্ত্রীসভার। ২০১১ সালে গণনার দিন দুপুরের মধ্যে বামফ্রন্টের বিপর্যয় স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধির কাছে গিয়ে পদত্যাগপত্র পেশ করেছিলেন বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এমনকি, রাজভবনেই সরকারি গাড়ি ছেড়ে দিয়ে দলের গাড়িতে ফিরে গিয়েছিলেন তিনি।

সেই সৌজন্য ও রীতির প্রথা ভাঙলেন মমতা। সোমবার গণনা চলাকালীন তিনি যখন তাঁর নির্বাচনি কেন্দ্রের গণনাকেন্দ্রের দিকে যান বা সেখান থেকে বেরোন, তখনই জল্পনা শুরু হয়েছিল যে, তিনি লোকভবনে যাচ্ছেন ইস্তফা দিতে। বাস্তবে হেরে যাওয়ার ২৪ ঘণ্টা পরেও তিনি লোকভবনমুখী হননি। উলটে মঙ্গল-বিকেলে কালীঘাটে নিজের দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি ইস্তফা না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় থাকার কথা জানান।

মমতা বলেন, ‘ভোটে হারজিত থাকেই। ওরা এমনি জিতলে আমার কোনও অভিযোগ থাকত না।

এরপর দশের পাতায়

বঞ্চনা ঘোচাতে উত্তরবঙ্গ থেকে হোক উপমুখ্যমন্ত্রী

দীপ সাহা

‘বঞ্চিত উত্তরবঙ্গ’।

গত কয়েক বছরে উত্তরের রাজনৈতিক আলোচনায় সবথেকে বেশি বোধহয় চর্চা হয়েছে এই শব্দবন্ধ নিয়ে।

একটু পিছনের দিকে ফিরে তাকালে স্পষ্ট দেখা যায়, বামফ্রন্টের সুদীর্ঘ শাসনকাল তো বটেই, এমনকি তৃণমূল কংগ্রেসের জমানাতেও উত্তরবঙ্গ অনেকটা সেই ‘ব্রাত্য আত্মীয়’র মতো থেকে গিয়েছে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন অভাব, বেঁচে থাকার লড়াইয়ের অভিযোগ আর হাহাকার বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে দার্জিলিংয়ের মেঘে ঢাকা পাহাড়ে, ডুয়ার্সের গহিন জঙ্গলে কিংবা কোচবিহারের একেবারে প্রান্তিক গ্রামগুলোতে। কিন্তু সেই কান্নার শব্দ কলকাতার তৎকালীন রাইটার্স বিল্ডিং বা হালের নবান্নের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরের দেওয়াল পর্যন্ত পৌঁছোতে পারেনি। আর তাই একবুক অভিমান জমেছিল তিস্তা, মহানন্দা কিংবা তোর্ষার বুকে। সেই অভিমানেই ছাব্বিশে নির্মূল করে

টক অফ দ্য টাইম

ফেলেছে তৃণমূলকে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে ঘাসফুল।

উত্তরবঙ্গ আগে থেকেই ছিল বিজেপির শক্ত ঘাঁটি, এক বিস্তীর্ণ পদ্মবন। আর এবারের ভোটে সেই বন আরও নিবিড়, আরও দুর্ভেদ্য হয়েছে। মোট ৫৪টি আসনের মধ্যে ৪০টিতেই সগর্বে ফুটেছে পদ্মফুল। আর তারপরই বঞ্চনার তকমা ঘোচাতে উত্তরের মাটিতে জোরালো হচ্ছে উপমুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবি।

মানচিত্রের দিকে তাকালে উত্তরবঙ্গ বরাবরই যেন এক অবহেলিত অংশ, যাকে দরকার হয় শুধু নির্বাচনের বৈতরণি পার হওয়ার সময় আর বাবুদের ছুটির দিনের অবকাশযাপনে। একটা খুব সাধারণ অথচ তীক্ষ্ণ উদাহরণ দিই। যখন দক্ষিণবঙ্গে, বিশেষ করে কংক্রিটের জঙ্গল কলকাতায় প্রবল তাপপ্রবাহের কারণে স্কুলগুলোতে দীর্ঘস্থায়ী গরমের ছুটি ঘোষণা করা হত,

এরপর দশের পাতায়

৫০০ টাকা মজুরির স্বপ্ন সফলের আশা

শুভজিৎ দত্ত ও মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

নাগরাকাটা ও বীরপাড়া, ৫ মে : প্রত্যাশার পাহাড়! ৫০০ টাকার বেশি মজুরি। খোদ প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস। যাতে বিশ্বাস করেছিলেন চা শ্রমিকরা। ঢেলে ভোট দিয়েছেন পদ্ম প্রতীকে। ডুয়ার্স-তরাইয়ে চা বাগান আছে ১৬টি বিধানসভা আসনে। ১৬টিতেই বিরাট জয় এসেছে বিজেপির। কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ কেন্দ্রেও কিছু বাগান আছে। সেখানেও ধরাশায়ী তৃণমূল। দ্বিতীয় ফ্ল্যাশের উৎপাদন চলাকালীন সবুজ চা বলয়ে পতপত করে উড়ছে গেরুয়া পতাকা।

পাল্লা দিয়ে উড়ছে প্রায় তিন লক্ষ চা শ্রমিকের আশার নিশান। ৫০০ টাকা মজুরি নিশ্চয়ই সময়ের অপেক্ষা! খোদ প্রধানমন্ত্রী যখন বলেছেন! নিশ্চয়ই একলাফে ২৫০ টাকা থেকে বেড়ে দ্বিগুণ হবে মজুরি। ডুয়ার্সে গ্যারগান্ডা বাগানের শ্রমিক প্রতাপ ওরাওঁ বলেন, ‘চা শিল্পে বছরের পর বছর মজুরি নিয়ে সমস্যা চলছে। এজন্যই আমরা পরিবর্তন চেয়েছিলাম। শেষপর্যন্ত পরিবর্তন হল।’

প্রতাপের এখন বিশ্বাস, ‘আশা করছি, নতুন সরকার আমাদের দুর্দশা ঘোচাবে।’ সন্দেহ নেই, দেড় দশকের তৃণমূল শাসনে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে চা শ্রমিকের। এই সময়কালে একটি বেতন চুক্তিও হয়নি। অথচ তিন বছর অন্তর বেতন চুক্তি হওয়া ছিল চা শিল্পের দস্তুর। ন্যূনতম মজুরি চুক্তি নির্ধারণের জন্য কমিটি গড়ে

বিজেপির ওপর আস্থা চা বলয়ে

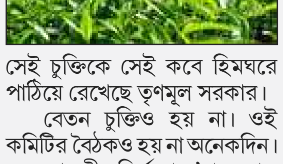

সেই চুক্তিকে সেই কবে হিমঘরে পাঠিয়ে রেখেছে তৃণমূল সরকার।

বেতন চুক্তিও হয় না। ওই কমিটির বৈঠকও হয় না অনেকদিন। শুধু মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দু’বার অ্যাড হক মজুরি বৃদ্ধি হয়েছে। তাতে শ্রমিকের জীবনযাপন কঠিন। চা বাগানের স্থায়ী চাকরি ছেড়ে ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতে

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

উদয়নের হারে পুজো, পালালেন কমল-পুত্র

জিত যার যার, কিন্তু উদয়ন হারলে উৎসব সবার। মঙ্গলবার দিনহাটার ছবিটা অন্তত সেটাই বলেছে। উদয়ন গুহ হেরে যাওয়ায় মন্দিরে মন্দিরে পুজো দিয়েছে জনতা। এদিকে, জনরোষের ভয়ে মাঝরাতেই পালিয়ে গিয়েছেন দিনহাটার বেতাজ বাদশা।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

সময়ের চাকা বোধহয় একেই বলে! ভোটগণনা শুরুর আগেও মন্ত্রিত্বের দম্ভে যে মানুষটির মাটিতে পা পড়ত না, ক্ষমতার অপব্যবহার করে যিনি দিনহাটাতে কার্যত একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই বাহুবলী নেতা উদয়ন গুহ ভোটে হারার পর জনরোষের ভয়ে মাঝরাতে চুপিসারে দিনহাটা ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। পুলিশ সূত্রের খবর, চারটি গাড়িতে বাক্স-প্যাটরা গুছিয়ে স্ত্রী, ছেলে, বৌমা ও নাতিকে নিয়ে সোমবার রাত ৩টে নাগাদ দিনহাটা ছাড়েন উদয়ন। তার আগে ভয়ে বাড়ি ছেড়ে কয়েকঘণ্টা দিনহাটা থানায় বসে ছিলেন বিদায়ি মন্ত্রী। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বিপদ বুঝে সন্ধ্যা হতেই গা-ঢাকা দেন উদয়নের ছেলে সায়ন্তন। রাত দশটা নাগাদ দিনহাটা থানায় ঢুকে পড়েন উদয়ন। শহর ছাড়তে চেয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা চান তিনি। সেসময় নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয় জানানোয় ভয়ে রাত আড়াইটে পর্যন্ত থানাতেই বসে থাকেন মন্ত্রী। তারপর কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তাবেষ্টনীতে বাড়ি ফেরেন তিনি। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে বেরিয়ে যান। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের তিনটি গাড়ি উদয়নের গাড়িগুলোকে নিরাপত্তা দেয়।

দিনহাটা থেকে কোচবিহার হয়ে যাওয়ায় সমস্যা হতে পারে, সেই ভয়ে ঘুরপথে বাড়ি ছাড়েন উদয়ন। দিনহাটা থেকে গোসানিমারি, সিতাই, শীতলকুচি হয়ে মাথাভাঙ্গায় গিয়ে ওঠে মন্ত্রীর কনভয়। সেখান থেকে চ্যাংরাবান্ধা হয়ে পরিবার সহ শিলিগুড়ি পৌঁছান মন্ত্রী। পুলিশ সূত্রের খবর, শিলিগুড়ি থেকে মহারাষ্ট্রে

দিনহাটায় উদয়ন গুহর বাড়িতে তালা। মঙ্গলবার।

যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। শেষপর্যন্ত তিনি কলকাতা না মহারাষ্ট্র কোথায় গিয়েছেন তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। একাধিকবার ফোন করলেও সাড়া দেননি উদয়ন বা তাঁর ছেলে। এর আগে বিভিন্ন নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের অনেক দাপুটে নেতা, মন্ত্রী পরাজিত হয়েছেন, তবে উদয়নের মতো ভয়ে রাতের অন্ধকারে বাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়নি কাউকেই। স্থানীয়রা বলছেন, তাঁর বিরুদ্ধে যে প্রবল জনরোষ তৈরি হয়েছিল ভালোভাবেই তার আঁচ পেয়েছিলেন মন্ত্রী। তাই তিনি পালিয়ে গিয়েছেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর এমন করুণ পরিণতি দেখে দিনহাটার আমজনতা এখন মুচকি হাসছে। যে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিনরাত গালমন্দ করতেন উদয়ন, পালানোর সময় সেই কেন্দ্রীয় বাহিনীই ছিলেন তাঁর রক্ষাকর্তা।

কুকথার জন্য কটাক্ষ করে অনেকেই উদয়নকে ‘উত্তরবঙ্গের অনুব্রত’ বলতেন। ক’দিন আগে পর্যন্ত কথায় কথায় হুমকি দেওয়াটা দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল কমল-তনয়ের। দিনহাটার মাটিতে দাঁড়িয়ে কেউ তাঁর বা তাঁর দলের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটুকু করার সাহস পেতেন না। যদি কেউ সেই দুঃসাহস দেখাতেন, তবে তাঁর আর রক্ষে ছিল না। প্রকাশ্য জনসভায় দাঁড়িয়ে বিরোধীদের হাঁটু ভেঙে দেওয়ার নিদান দেওয়া থেকে শুরু করে, প্রতিবাদীদের এলাকাছাড়া করার হুমকি- সবই ছিল তাঁর চেনা বুলি।

এরপর দশের পাতায়

বিজেপির বাংলা দখলে ১০ বছর পর প্রতিজ্ঞাভঙ্গ

অনুষ্ঠান করে 'মুখেভাত' সুভাষের

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ৫ মে : বাঙালির একবেলা ভাত না খেলে নাকি তৃপ্তি আসে না শরীরে। কিন্তু এ এক-দু'বেলার ব্যাপার নয়। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে ভাত ছাড়াই চলছে শীতলকুচির ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা সুভাষ বর্মনের জীবন। ১০ বছর আগে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন অন্ন ত্যাগের। মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ায় সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের সময় এসেছে। এবার বাড়িতে অনুষ্ঠান করে ভাত খাবেন তিনি।

মাশানকুড়া বাজার থেকে দু'কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে আওয়ালিকুড়া বুথ এলাকায় সুভাষের বাড়ি। ১০ বছর পর এখনও সেই বাড়িতে ভোট পরবর্তী হিংসার ছাপ স্পষ্ট। ভাঙা ঘর এখনও সারাই করতে পারেননি তিনি।

অন্ন ত্যাগের কারণ কী? সুভাষের প্রতিবেশী শান্ত বর্মন জানালেন, ২০১৬ সালে কোচবিহার লোকসভা ভোটের উপনির্বাচনে বুথে বিজেপির পোলিং এজেন্ট ছিলেন সুভাষ। এই 'অপরাধে' ভোটের ফলাফল ঘোষণার পরের দিন দুপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা হামলা চালান। ভাঙচুর ও লুট করা হয় সুভাষের বাড়ি। ওইদিন বাড়িতে রান্না করা খাবার খেতে পারেনি সুভাষের পরিবার। রান্নাঘর থেকে ভাতের হাঁড়ি ছুড়ে ফেলা হয়েছিল আঙিনায়। গোটা বাড়িজুড়ে ভাত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিল। ক্ষুব্ধ সুভাষ প্রতিজ্ঞা করেন- বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় না আসা পর্যন্ত তিনি ভাত খাবেন না। এমনকি সেদিনের ঘটনায় ভেঙে যাওয়া হাঁড়ি-কড়াই এখনও সযত্নে রেখেছেন তিনি। ওইদিন সুভাষের বাড়ি ছাড়াও গ্রামের সাতজন বিজেপি কর্মীর বাড়িতে ভাঙচুর করা হয়েছিল।

সুভাষের স্ত্রী অঞ্জনা বর্মন বলেন, 'সেদিনের ঘটনার পর কয়েকদিন কিছুই খাননি স্বামী। তারপর থেকে দুধ, রুটি, ফলমূল খেয়ে কোনওভাবে চালাচ্ছেন। কৃষিকাজ করায় খুব পরিশ্রম হয় ওঁর। আমরা ভাত খেতে বলি, কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়।' সুভাষের মন্তব্য, 'ভোট এলেই আমাদের বাড়ি ভাঙচুর করে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী। ২০১৬ সালে তৃণমূলের এক নেতার নেতৃত্বে আমাদের বাড়ি ভাঙচুর ও লুট হয়েছিল। দুপুরের রান্না করা ভাত খেতে পারিনি। হাঁড়ি ভেঙে গোটা বাড়িতে ভাত ছড়িয়ে দিয়েছিল ওরা। আর তা দেখে সেদিন চোখের জল ফেলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যতদিন বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় আসবে না, ততদিন ভাত খাব না। এবার আমার স্বপ্ন পূরণ হল। ৯ মে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীর শপথের দিন গ্রামের লোকজনকে ডেকে অনুষ্ঠান করেই ভাত খাব।'

বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের এক নেতার মন্তব্য, 'কারও খাদ্যাভ্যাস নিয়ে কিছু বলব না। ভারতের অন্য রাজ্যের বাসিন্দারা ভাত না খেয়েও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। তবে কেউ যদি বলে রাজ্যে বিজেপি সরকার এলে তবেই ভাত খাবেন, তাহলে তা পাগলামি ছাড়া কিছু না।'

> ২০১৬ সালে তৃণমূলের এক নেতার নেতৃত্বে আমাদের বাড়ি ভাঙচুর ও লুট হয়েছিল। হাঁড়ি ভেঙে গোটা বাড়িতে ভাত ছড়িয়ে দিয়েছিল ওরা। সেদিন চোখের জল ফেলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যতদিন বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় আসবে না, ততদিন ভাত খাব না। এবার স্বপ্ন পূরণ হল।
>
> সুভাষ বর্মন

দুই বিজেপি কর্মীর সঙ্গে নিজের বাড়িতে সুভাষ বর্মন (মাঝে)।

ভুটানের লিগে চম্পা

পতিরাম, ৫ মে : দারিদ্র্য কখনও স্বপ্নকে থামাতে পারে না— এই কথাটাই সত্যি প্রমাণ করেছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনের রামপুর এলাকার মেয়ে চম্পা সোরেন। বছর একুশের এই তরুণী এখন ভুটানের ন্যাশনাল ক্লাব ফুটবল লিগে 'ইউনাইটেড উইমেন এফসি' দলের হয়ে মাঠ কাঁপাচ্ছেন। মাত্র দু'দিন আগে তিনি তাঁর অভিষেক ম্যাচ খেলেছেন। যা শুধু তাঁর নয়, গোটা এলাকার কাছে গর্বের মুহূর্ত।

চম্পার বাবা জার্মান সোরেন খেতমজুর। মা ঘর সামলান। আর্থিক অনটনের কারণে পড়াশোনার পাশাপাশি স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখা ছিল এক বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রায় সাড়ে চার বছর আগে, মাত্র ষোলো বছর বয়সে বন্ধুদের সঙ্গে পতিরাম হাইস্কুল মাঠে ফুটবল খেলতে আসেন চম্পা। তখনই তাঁর পরিচয় হয় পিএইচএস ৯২ ফুটবল অ্যাকাডেমির সঙ্গে। অধ্যবসায় তাঁকে দ্রুত এগিয়ে দেয়। কয়েক মাস আগে ভুটানের একটি ক্লাবের প্রতিনিধি এসে অ্যাকাডেমি থেকে পাঁচজন খেলোয়াড়কে বেছে নেন। তবে বয়স ও নথিপত্রের জটিলতার কারণে চারজনের মধ্যে একমাত্র চম্পাই সুযোগ পান বিদেশে যাওয়ার।

বর্তমানে ভুটানে রাইট উইং পজিশনে খেলছেন চম্পা। চম্পা বলেন, 'ছোট থেকেই স্বপ্ন ছিল ফুটবল খেলব। গ্রামের ছেলেদের দেখে শুরু করি। এখন ভুটানে এসে খেলতে পারছি, খুব ভালো লাগছে।'

কিডনি চাই

মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে O+ কিডনিদাতা চাই। 25-40 বছরের মধ্যে বয়স হলে সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 8597584843. (C/121833)

কর্মখালি

প্রচুর সিকিউরিটি গার্ড (Security guard) চাই। জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, বিধাননগর। বেতন - 11000 থেকে 13500 সাথে PF/ESI. Ph - 9679251655. (K/D/R)

•

ময়নাগুড়ি ও বিধাননগরে ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড, সুপারভাইজার চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। বেতন 14,000/-, মাসে ছুটি। M:- 8653609553. (C/121733)

হারানো - প্রাপ্তি

D.S.L HDFC Credit কার্ড Dpt. ID কার্ড No. 251166320708413 গত 3/5/26 তারিখে একটিয়াশাল থেকে হারিয়ে গেছে, যদি কেউ পেয়ে থাকেন তাহলে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। 8918789466. (C/121831)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৮০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৮৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪১৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৪২৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৪২৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ২২,২৬,৩৩-এমএলডিটি-২৬-২৭ [সিভিল ও ব্রিজের কাজ], তারিখ ৩০.০৪.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। (১) টেন্ডার নং. ঃ ২২-এমএলডিটি-২৬-২৭; কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-এর অধীনস্থ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/সাহিবগঞ্জ-এর এখতিয়ারভুক্ত সাহিবগঞ্জের ডিইএমইউ রক্ষণাবেক্ষণ শেডে পরিকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সিভিল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডারের মূল্য ঃ ₹ ৪,৮৭,১৪,৪৩০.৫৫; (২) টেন্ডার নং. ঃ ২৬-এমএলডিটি-২৬-২৭; কাজের নাম ঃ পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিশনের অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার / ব্রিজ লাইন / মালদা-এর অধীনস্থ, মালদা টাউন ও নিউ ফারাক্কা শাখার মধ্যবর্তী ২৫৮/২-২৬০/৫ কি.মি. অবস্থানে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ নং. ৪৬ডি (১০১ X ১৮.৩ মি.)-এর গিয়ারিং প্রতিস্থাপন কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডারের মূল্যঃ ₹ ৪,৬১,৫৪,৯৯১.০০; (৩) টেন্ডার নং. ঃ ৩৩-এমএলডিটি-২৬-২৭; কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-এর অধীনস্থ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুর-এর এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় জামালপুরের ক্রু বুকিং লবি ও রানিং রুমের সম্প্রসারণ এবং বর্তমান ক্রু বুকিং লবি ও রানিং রুমের সংস্কার/বৃদ্ধির কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডারের মূল্যঃ ₹ ২,২৭,০০,৭৬৪.১৩; টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ঃ টেন্ডার নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য ২১.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিট; ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ড ঃ ওয়েবসাইটঃ www.ireps.gov.in / ডিআরএম অফিস/মালদা।

MLD-33/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

বুলডোজার নিয়ে বিজেপির হর্ষোল্লাস। মঙ্গলবার নাগরাকাটায়।

বুলডোজার নিয়ে উল্লাস

নাগরাকাটা, ৫ মে : বুলডোজার এনে বিজয় উদযাপনে মাতল বিজেপি। মঙ্গলবার নাগরাকাটা ও চামুর্চিতে দলের তরফে পৃথক দুটি আয়োজনে বুলডোজার নিয়ে রাস্তা পরিক্রমা করেন দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকরা।

এদিন নাগরাকাটায় বিজেপির এক ও দুই নম্বর মণ্ডল কমিটির তরফে দুটি বুলডোজার নিয়ে ওই গেরুয়াময় কর্মসূচিটির আয়োজন করা হয়। নাগরাকাটা স্টেশন থেকে শুরু হয়ে বুলডোজার যাত্রা স্থানীয় বাজার, মণ্ডল গ্যারাজ মোড়, মহাদেব মোড়, ছওছরিয়া মোড়, থানা মোড় ও সুলকা মোড় থেকে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক হয়ে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। উপস্থিত ছিলেন নব নির্বাচিত বিধায়ক পুনা ভেংরা সহ দলের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভুজেল, পুনার নির্বাচনি এজেন্ট অরুণ ওয়াইবা, জেলা কমিটির সদস্য বরুণ মিত্র, যুব মোর্চার রাজীব তিরকি, ওমপ্রকাশ রায়, শংকর ছেত্রীর মতো নেতারা। অন্যদিকে, নাগরাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রেরই অন্তর্গত চামুর্চিতেও বুলডোজার নিয়ে আরেকটি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

নাগরাকাটা থেকে এবার বিজেপি প্রার্থী পুনা টানা দ্বিতীয়বার জয়ী হয়েছেন। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সঞ্জয় কুজুরকে প্রায় ২৬ হাজার ভোটে পরাস্ত করেন। এর আগে ২০২১ সালে তিনি ২৫ হাজারের বেশি ভোটে জিতেছিলেন। পুনা বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতি ও কুশাসনের বিরুদ্ধে মানুষ খোলাখুলি ভোট দিয়েছে।'

বিপর্যয়ের দায় অভিষেকের ঘাড়ে চাপালেন কৃষ্ণেন্দু

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ৫ মে : ভোটে তৃণমূলের ভরাডুবির পর একে একে সরব হচ্ছেন দলের বর্ষীয়ান নেতারা। সোমবারই কোচবিহারের বরিষ্ঠ নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ দলের সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন। আর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভরাডুবির দায় পুরোপুরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন মালদার কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। তাঁর মন্তব্য, 'তৃণমূলের বিপর্যয়ের মূল কারণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলকে কর্পোরেট মডেলে পরিণত করেছেন তিনি।'

এখনও কিন্তু কৃষ্ণেন্দু ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান। মাঝে অভিষেকের অঙ্গুলিহেলনে বিভিন্ন পুরসভায় যখন চেয়ারম্যান পদে রদবদল হচ্ছিল, তার মধ্যেও কিন্তু চেয়ার টিকে গিয়েছিল কৃষ্ণেন্দুর। তবে এদিন সেই অভিষেককে বিন্দুমাত্র রেয়াত করেননি তিনি। মালদা শহরের গোলাপট্টির বাড়িতে বসে সংবাদমাধ্যমের সামনে বলেন, 'প্রার্থী ঠিক করছে আইপ্যাক। আর দিদি ধৃতরাষ্ট্রের মতো সমর্থন করে গিয়েছেন।' তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দল আবার ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। এদিন সংবাদমাধ্যমের সামনে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলটাকে তিলে তিলে শেষ করেছে। দলকে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কর্পোরেট হাউসের মতো। বাংলাতে এই কর্পোরেট হাউস কালচার চলে না। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কোনও উপায় ছিল না। তিনি অভিষেকের বিরুদ্ধে কিছু শুনতেন না। আমি নিজেও বহুবার তাঁকে হোয়াটসঅ্যাপে অনেক কথা জানিয়েছি। অভিষেক যা খুশি তাই করেছেন। দলের ছেলে হোক বা না হোক, নিজের কায়েমি স্বার্থের জন্য তাঁদের গুরুত্ব দিয়েছেন।'

কৃষ্ণেন্দুর দাবি, এবারের ভোটে একেবারে গোড়ায় গলদ ছিল তৃণমূলের। প্রার্থী বাছাই ঠিকমতো হয়নি। তাঁর কথায়, 'আমি মালদায় দেখেছি, যে কোনওদিন তৃণমূল করেনি, দলের ঝান্ডা ধরেনি হঠাৎ করে এল আর টিকিট পেয়ে গেল। এই সমস্ত লোকেরা বিভিন্ন সুযোগসুবিধা পেয়ে যাচ্ছে। আর প্রকৃত যারা দল করল তাদের আমল দেওয়া হল না।' মনে রাখতে হবে, কৃষ্ণেন্দু নিজেই কিন্তু ইংরেজবাজার আসন থেকে টিকিটের দাবিদার ছিলেন। তাঁকে টিকিট না দিয়ে প্রার্থী করা হয় আশিস কুণ্ডুকে। তিনি রেকর্ড মার্জিনে হেরেছেন বিজেপি প্রার্থী অম্লান ভাদুড়ির কাছে।

অভিষেকের প্রতি বিষোদ্গারের পাশাপাশি বর্তমানে যে ভোট-পরবর্তী সন্ত্রাস চলছে, তা নিয়েও সরব হয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, 'শাসক-বিরোধীদের মধ্যে একটা সৌজন্যের সম্পর্ক থাকা উচিত। পুরসভার আবর্জনার গাড়ি ভাঙা হয়েছে। মালদা মেডিকেলে দিদি মাতৃমা তৈরি করেছিলেন। সেখানে লাগানো দিদির ছবি ভেঙে ফেলেছে বিজেপি।'

এদিনের বিস্ফোরক উক্তির পর দলের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দুর ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। তবে পুরসভার চেয়ারম্যানের দাবি, 'আমরা মমতার সঙ্গে রাজনীতি করেছি, গুলি খেয়েছি, জেল খেটেছি। দিদির আন্তরিকতা কী, আমি ছাড়া কেউ বুঝবে না।'

> অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলটাকে তিলে তিলে শেষ করেছে। দলকে চালাচ্ছিল কর্পোরেট হাউসের মতো। বাংলায় এই কর্পোরেট হাউস কালচার চলে না। অভিষেক যা খুশি তাই করেছেন। দলের ছেলে হোক বা না হোক, নিজের স্বার্থের জন্য তাঁদের গুরুত্ব দিয়েছেন।
>
> কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী
> পুর চেয়ারম্যান, ইংরেজবাজার

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৩৫-৩৯ [সিভিল ও পি.ওয়ে কাজ], তারিখ ০৪.০৫.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ (১) টেন্ডার নং. ঃ ৩৫-এমএলডিটি-২৬-২৭; কাজের নাম ঃ ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-I/মালদা-এর এখতিয়ারাধীন এবং অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/মালদা-এর তত্ত্বাবধানে, মালদা-নিউ ফারাক্কা শাখার এলএইচএস নং. ৪৩এ, ৪১এ, ৪০এ, ৩৯এ, ২১এ ও ৬এ-তে কভার শেড, সাম্প, পাম্পিং ব্যবস্থা, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, বিভিন্ন ধরণের গ্রাউটিং ইনজেকশন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদনের জন্যে ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডারের মূল্যঃ ₹ ৮,২৩,৩৪,২৭৮.২২; (২) টেন্ডার নংঃ ৩৭-এমএলডিটি-২৬-২৭; কাজের নাম ঃ ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-I/মালদা-এর এখতিয়ারাধীন মালদা ডিভিশনের নিউ ফারাক্কা-বারহারওয়া শাখায় অবস্থিত ব্রিজ নং. ৩৮৮ (৫*৩.৬৬ মি.) এবং ব্রিজ নং. ৩৯২ (৩*৩.৬৬ মি.)-এর আরসিসি জ্যাকেটিং কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডারের মূল্যঃ ₹ ২৬,০০৫,২৬৪.৪৯; (৩) টেন্ডার নংঃ ৩৬-এমএলডিটি-২৬-২৭; কাজের নাম ঃ ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-I/মালদা-এর এখতিয়ারাধীন এবং অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/নিউ ফারাক্কা-এর তত্ত্বাবধানে, আজিমগঞ্জ-নিউ ফারাক্কা শাখায় এলএইচএস নম্বর ২৯৪এ, ৩০৪এ, ৩৭২এ, ৩৭২বি, ৩৭৭বি, ৩০৭এ ও ৩৬৯এ-তে কভার শেড, সাম্প, পাম্পিং ব্যবস্থা, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, বিভিন্ন গ্রাউটিং ইনজেকশন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদনের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্য ঃ ₹ ৮,৬৯,২৫,২০১.৭৩; (৪) টেন্ডার নং. ঃ ৩৮-এমএলডিটি-২৬-২৭; কাজের নাম ঃ ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-I/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-এর এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় "বারহারওয়া, মনিগ্রাম ও তিলডাঙ্গা রানিং রুমসমূহের সংস্কার/পরিবর্তন এবং এনটিপিসি-ফারাক্কা ও গুনকর রানিং রুমসমূহের সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন" কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্য ঃ ₹ ৩৭,৩৬,৬৪০.২৯; (৫) টেন্ডার নংঃ ৩৯-এমএলডিটি-২৬-২৭; কাজের নাম ঃ ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-I/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-র অধীনে "বিন্দুবাসিনী হল্ট স্টেশনের বর্তমান প্ল্যাটফর্মসমূহের সম্প্রসারণ ও উচ্চতা বৃদ্ধি এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজ"-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্যঃ ₹ ১,৬৬,৬৮,২২৮.৩৪; টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়ঃ টেন্ডার নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য ২২.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে এবং ৪ থেকে ৫ প্রতিটির জন্য ২৫.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিট; ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ড ঃ ওয়েবসাইট ঃ www.ireps.gov.in ও ডিআরএম অফিস/মালদা টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি ভালোভাবে দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-34/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী

মে' ২০২৬ মাসের জন্য ডিওয়াই.সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি অফিসের অধীনে ইউনিট অনুসারে রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী নিম্নঅনুসারে নির্ধারিত করা হয়েছে।

জিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	মে'/২০২৬	১৯-০৫-২০২৬

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	মে'/২০২৬	১৯-০৫-২০২৬

কাটিহার মণ্ডলের জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	মে'/২০২৬	১৯-০৫-২০২৬

ইচ্ছুক ডাককর্তাগণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর যোগে ই-নিলাম কার্যসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক/নিউ জলপাইগুড়ি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ARMY PUBLIC SCHOOL BINNAGURI
SELECTION OF TEACHERS & STAFF
(LOCAL SCREENING BOARD)
(LSB-II)

Army Public School Binnaguri requires **PGT** (Political Science, English, History & Physics), **TGT** (Mathematics), **PRTs** (All Subjects), **PRT** (Art & Craft), **PPRT** (Pre-Primary Wing) (Females only), **Special Educator, Activity Teacher** (Art & Craft & Dance) (Females only) on an adhoc basis and **Activity Teachers** (Instrumentalist, Skill Development Teacher (Cert. in AI/Coding), Foreign Language Teacher (Spanish & German), Dance Teacher (Contemporary), Martial Arts (Taekwondo, Judo & Wushu), Band Master, Archery & Shooting, Volleyball & Basketball) on part-time basis. Candidates must send filled up Application Form alongwith a non-refundable DD (in favour of Army Public School Binnaguri, payable at SBI, Binnaguri Cantt) for Rs 250/- (DD from SBI only) is required to be submitted to the Principal, APS Binnaguri P.O. Binnaguri Cantt, Dist. Jalpaiguri -735232 by **20 May 2026**. Application Form available on the School Website. For Requisite Qualification & other details candidates are requested to visit our school website **www.apsbinnaguri.org**. Shortlisted candidates will be called for interview. No TA/DA is admissible.

Likely date of Interview. 25 & 26 May 2026.
For further details please Contact **03563-2594460/8967897616**
Email: **apsbng.vacancy@gmail.com.**

আজ টিভিতে

বিদ্যার সংকটে রক্ষাকর্তা পরশুরাম। **১ ঘণ্টার মহাযুদ্ধ পরশুরাম আজকের নায়ক - প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি।** রাত ৮টা থেকে **স্টার জলসা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ সেন্টিমেন্টাল, দুপুর ১২.৪৫ মিস কল, বিকেল ৩.৩০ রাখী পূর্ণিমা, সন্ধে ৬.৩০ রংবাজ, রাত ৯.৩০ কী করে তোকে বলব

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ ঘরের লক্ষ্মী, দুপুর ১২.৪৫ স্নেহের প্রতিদান, বিকেল ৪.০০ মস্তান, সন্ধে ৭.৩০ দাদাঠাকুর, রাত ১১.০০ নীল আকাশের চাঁদনি

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ মায়া মমতা, বেলা ১১.৩০ মাটির মানুষ, দুপুর ২.৩০ সুয়োরানি দুয়োরানি, বিকেল ৫.০০ বদনাম, রাত ৮.০০ মেমসাহেব, ১১.০০ বউমা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সুদ আসল

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ধর্ম অধর্ম

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ৯.৫৬ আতিশ, দুপুর ১২.৫৭ মিস্টার আজাদ, বিকেল ৪.৩০ দুশমন, সন্ধে ৭.৫৩ দিল হ্যায় বেতাব, রাত ১০.৫২ ক্রিমিনাল

রেস অফ লাইফ সন্ধে ৬.৫৫ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

রংবাজ সন্ধে ৬.৩০ জলসা মুভিজ

জি বাংলা রান্নাঘরের ৫০০তম পর্বে অতিথিদের আগমন। রান্নাঘর বিকেল ৪.০০ জি বাংলা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অফিসের কাজে কিছু ভুলভ্রান্তি হতে পারে। নতুন বন্ধু লাভ করে আনন্দ। বৃষ : নতুন বাড়ি-গাড়ি কেনার স্বপ্ন পূরণ হবে আজ। যে কোনও কাজেই সফল হবেন। মিথুন : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। কোনও কারণেই আজ ব্যবসায় অধিক বিনিয়োগ না করাই ভালো। কর্কট : পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। আপনার জেদি মনোভাবের জন্যে দ্রুত কাজের সমাধান হবে। সিংহ : খুব শান্ত থেকে আজ কাজ গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন। ব্যবসায় অর্থাগম। কন্যা : অংশীদারি ব্যবসায় সামান্য ক্ষতি হতে পারে। পাওনা আদায় নিয়ে জোরাজুরি করবেন না। তুলা : মায়ের শারীরিক সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। কর্মপ্রার্থীরা দুপুরের পর ভালো খবর পেতে পারেন। বৃশ্চিক : বন্ধুর ভুল পরামর্শে হওয়া কাজ বন্ধ হতে পারে। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তার অবসান। ধনু : বাড়তি উপার্জনের পথ খুঁজে পাবেন। অসুখ থেকে আরোগ্য লাভ। প্রেমে শুভ। মকর : যে কাজ বন্ধ রেখেছিলেন, তা আবার শুরু করুন। অহেতুক বিতর্কে জড়িয়ে সমস্যায়। কুম্ভ : সন্তানের পড়াশোনায় উন্নতি দেখে নিশ্চিন্ত হবেন। পরিবারের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। মীন : একাধিক পথে আয় হতে পারে। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২২ বৈশাখ ১৪৩৩, ভাঃ ১৬ বৈশাখ, ৬ মে ২০২৬, ২২ বহাগ, সংবৎ ৪ জ্যৈষ্ঠ বদি অধিক, ১৮ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।৬, অঃ ৬।২। বুধবার, চতুর্থী প্রাতঃ ৫।৮। মূলানক্ষত্র দিবা ১।৩২। সিদ্ধিযোগ রাত্রি ১১।৯। বালবকরণ প্রাতঃ ৫।৮ গতে কৌলবকরণ সন্ধ্যা ৬।৪ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ১।৩২ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, প্রাতঃ ৫।৮ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৮।৩০ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১১।৩৪ গতে ১।১১ মধ্যে। কালরাত্রি ২।২০ গতে ৩।৪৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই, প্রাতঃ ৫।৮ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১।৩২ গতে যাত্রা মধ্যম, রাত্রি ২।২০ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, রাত্রি ৩।৪৩ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম উত্তরে দক্ষিণে ও পূর্ব্বে নিষেধ। শুভকর্ম- প্রাতঃ ৫।৮ গতে ধান্যচ্ছেদন, প্রাতঃ ৫।৮ গতে দিবা ১।৩২ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ হলপ্রবাহ বীজবপণ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১।৩২ গতে বিক্রয়বাণিজ্য। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। আন্তর্জাতিক নো ডায়েট দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৫ গতে ১১।৮ মধ্যে ও ১।৪৭ গতে ৫।২০ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৪৭ মধ্যে ও ১১।৫৬ গতে ১।২২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কালিম্পং পুরসভার সামনে বিক্ষোভ। মঙ্গলবার।

মুখ্যসচিবকে চিঠি বিস্টের

পাহাড়ের ৪ পুরসভায় ভোট চায় বিজেপি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ মে : বিধানসভা নির্বাচনের ফল বেরোতেই পাহাড়ের চারটি পুরসভায় দ্রুত নির্বাচন চেয়ে রাস্তায় নামল বিজেপি। মঙ্গলবার দলের তরফে কালিম্পং পুরসভার সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচিও হয়েছে। এদিকে পাহাড়ের পুরসভাগুলি থেকে যাতে কোনও ফাইল লোপাট হতে না পারে, সেজন্য এদিনই রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়ে আবেদন করেছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। তাঁর বক্তব্য, 'বিভিন্ন পুরসভা থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নথিপত্র লোপাটের চেষ্টা শুরু হয়েছে। এটা রুখতেই মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছি।' পুরসভাগুলিতে নির্বাচন প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'নতুন সরকার শপথ নেওয়ার পরে নিশ্চয়ই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।' তবে পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'এসব ভিত্তিহীন অভিযোগ। কারণ এখন প্রায় সমস্ত কাজই অনলাইন ফাইলের মাধ্যমে হয়। তবে, পুরসভাগুলিতে নির্বাচন চেয়ে আমরাও বহুবার দাবি জানিয়েছি।'

কালিম্পং, দার্জিলিং এবং কার্সিয়াং বিধানসভাতেই বিজেপি বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে। তবে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) পাশাপাশি পাহাড়ের পঞ্চায়েতগুলিতেও একচ্ছত্র রয়েছে আধিপত্য বিজিপিএমের। এদিকে, দার্জিলিং পুরসভায় নির্বাচিত বোর্ড থাকলেও গত চার বছর ধরে এখানকার বাকি তিনটি পুরসভাতেই বিজিপিএম এবং তৃণমূলের নেতারা প্রশাসক বোর্ডের মাথায় বসে রয়েছেন। এর পরেও পাহাড়ের তিনটি পুরসভাতেই বিজেপির কাছে পরাজিত হয়েছেন বিজিপিএমের প্রার্থীরা।

২০২২ সালের প্রথম দিকে পাহাড়ের চারটি পুরসভার নির্বাচিত বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়। তবে দার্জিলিংয়ে ভোট করানো হলেও কালিম্পং, কার্সিয়াং এবং মিরিক-এই তিনটি পুরসভায় ভোট করায়নি রাজ্য। মিরিকে তৃণমূলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান লালবাহাদুর রাইকে প্রশাসক পদে বসিয়ে রাখা হয়েছে। একইভাবে অনীত থাপার দল বিজিপিএমের নেতা রবি প্রধানকে কালিম্পং এবং ব্রিগেন গুরুংকে কার্সিয়াং পুরসভায় প্রশাসক করে রাখা হয়েছে। চার বছর ধরে এভাবেই চলছে। অবশ্য জিটিএ এবং পঞ্চায়েতের ক্ষমতা দখলের পরে অনীতরাও পুরসভাগুলিতে নির্বাচন চেয়ে রাজ্যকে চিঠি দিয়েছিল। অনীত থাপা নিজে একাধিকবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে পুরভোটের দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্য নির্বাচন করায়নি।

- ২০২২ সালের প্রথম দিকে পাহাড়ের চারটি পুরসভার নির্বাচিত বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়
- দার্জিলিংয়ে ভোট করানো হলেও কালিম্পং, কার্সিয়াং এবং মিরিকে ভোট করায়নি রাজ্য
- মঙ্গলবার বিজেপি নেতারা কালিম্পং পুরসভার সামনে বিক্ষোভ দেখান

এরই মধ্যে পাহাড়ের তিনটি বিধানসভা দখলে আসার পরের দিনই মঙ্গলবার সকালে বিজেপির নেতা-কর্মীরা দলীয় ঝান্ডা নিয়ে কালিম্পং পুরসভার সামনে বিক্ষোভ দেখান। বিজেপির তরফে এদিন কালিম্পংয়ের জেলা শাসককে স্মারকলিপি দিয়ে পুর প্রশাসককে অপসারণের দাবি জানানো হয়েছে।

এরপরেই সাংসদ রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়ে দার্জিলিং সহ পাহাড়ের চারটি পুরসভাতেই কড়া নজরদারির দাবি জানিয়েছেন।

অপেক্ষা, অপেক্ষা... অবশেষে সেই কাঙ্ক্ষিত সকাল। হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ফল মিলেছে হাতেনাতে। শাসকের চোখে চোখ রেখে লড়াই চালাতে হয়েছে বছরের পর বছর। বিপুল ভোটে জিতে শান্তির ঘুম ঘুমিয়েছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমার তিন ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি প্রার্থীরা। পরের দিন তাঁরা ভাসলেন সংবর্ধনা, শুভেচ্ছা ও আবেগের স্রোতে।

নকশাল আন্দোলনের আঁতুড়ে শক্তিশালী পদ্ম

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৫ মে : ২০২১ সালেই পদ্ম ফুটেছিল মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভায়। সেই গেরুয়া ঝড় আরও শক্তি সঞ্চয় করল ২০২৬ সালে। গোটা রাজ্যে সর্বোচ্চ মার্জিনে জিতেছেন আনন্দময় বর্মন।

রোদের তেজ বেশ ভালোই অনুভব হচ্ছিল মঙ্গলবার। বেঙ্গাইজোতে নকশাল আন্দোলনের শহিদ বেদির পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি চলে গিয়েছে, সেখানে গেরুয়া আবির পড়ে। হয়তো খানিকক্ষণ আগেই বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা বিজয়োল্লাস করতে করতে বেরিয়ে গিয়েছেন।

নকশাল নেতা কানু সান্যালের বাড়ি পাশের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সেবদোল্লাজোতে। বিধানসভা ভোটের আগে এই গ্রাম পঞ্চায়েতকে ঢেলে সাজানোর আশ্বাস দিয়েছিলেন আনন্দময়। মানুষ তাঁর দেখানো স্বপ্নে ভরসা রেখেছেন। আনন্দময়ের বক্তব্য, 'মানুষ রুটিরুজির টানে ছুটছেন। সেখানে কেউ লাল পতাকা দেখিয়ে আন্দোলনের নামে গুলি, বন্দুক দেখাবে- তা কেউই মানবেন না। নকশালবাড়ি, হাতিঘিসার মানুষ গত ১৫ বছরের বঞ্চনা থেকে রেহাই চাইছেন। আমরা সেখানে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করব।'

হাতিঘিসায় গতবারের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি ভোটে লিড পেয়েছেন পদ্ম প্রার্থী। সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও বেশি আর আনন্দময়ের পক্ষে এই বিপুল জনমত বহু সমীকরণ ওলটপালট করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

বামফ্রন্ট বিকল্প হয়ে উঠতে পারেনি, স্বীকার করছেন দীপু হালদার। তাঁর মতে, 'মানুষ পরিবর্তন চাইছিলেন। সেই বিকল্প মুখ হতে পারেনি বামপন্থীরা। তাছাড়া, হাতিঘিসায় এখন যাঁরা বসবাস করছেন, তাঁদের অনেকেই নকশাল আন্দোলন কিংবা কানু সান্যাল সম্পর্কে জানেনেই না।'

অমিত শা সংসদে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'দেশে নকশালবাদ এখন বিলুপ্তির পথে। পুরো প্রক্রিয়াটি আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হলে দেশবাসীকে জানানো হবে। তবে আমি বলতে পারি যে, আমরা নকশালমুক্ত বাংলা পেয়েছি।' তিনি নকশালবাড়িতে রাজু মাহালির বাড়ির বারান্দায় বসে ভাত খেয়ে গিয়েছেন।

বিজেপির জেলা কার্যালয়ে আনন্দময় বর্মন। মঙ্গলবার।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্প্রতি এই কথা বললেও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বহু বছর আগে থেকেই হিন্দুত্ববাদের চাষ শুরু করেছিল নকশালবাড়িতে। লক্ষ্য একটাই, মানুষের মনে খুব সূক্ষ্মভাবে মেরুকরণের বীজবপণ করে দেওয়া। তাদের পালে হাওয়া দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের লাগামহীন দুর্নীতি। সংঘের আবাদ করা জমির ফসল সযত্নে ঘরে তুলেছেন সাদামাটা জীবনযাপনকারী হবু দ্বিতীয়বারের বিধায়ক।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই তাঁর বাড়িতে ভিড় ছিল। হাতিঘিসার মানুষ আনন্দময়ের বাড়িতে গিয়ে গেরুয়া আবির মাখিয়েছেন তাঁকে। হাতে তুলে দিয়েছেন পদ্ম ফুল। রাজবংশী, আদিবাসী, নেপালি থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের দেখা মিলেছে চারপাশে। বিধায়ক পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের পাশে তাঁর অফিস খুলেছিলেন। সেখানেই এদিন বসেছিলেন দীর্ঘক্ষণ। বিকেলের পর দলীয় সংবর্ধনা নিতে জেলা পার্টি অফিসে এসেছিলেন। পরে বলেন, 'শপথ নেওয়ার পর হাতিঘিসায় প্রথম গিয়ে মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনব।' এদিকে সংঘ চাইছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেবদোল্লাজোতে তাদের শাখা খুলতে।

সেবদোল্লাজোতের বাসিন্দা মুনি মুন্ডা বলছিলেন, 'আমাদের জমিগুলি দখল হয়ে গিয়েছে। কাজ নেই। সেই কবে আন্দোলন, লড়াই হয়েছিল। ওসব ধরে বসে থাকলে নতুন প্রজন্ম কীভাবে এগোবে? তাই আমরা সময়ের সঙ্গে চলতে চাই।' হাতিঘিসার মানব সিংহের কথায়, 'আমরা উন্নয়ন চাই। একটা আন্দোলন দিয়ে গোটা এলাকাকে বিচার করা সঠিক নয়।' একসময় গ্রাম পঞ্চায়েতটির দত্তক নিয়েছিলেন বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ সুরিন্দরসিং আলুওয়ালিয়া। পরে মডেল গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণা করেন পরিষদের সভাধিপতি তৃণমূল কংগ্রেসের অরুণ ঘোষ। কারও হাত ধরেই ভাগ্য ফেরেনি হাতিঘিসার। এখান থেকেই নকশাল আন্দোলনের ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়েছিল। বাম রাজনীতির গড় হয়ে ওঠে অঞ্চলটি। বর্তমানে অঞ্চলটি আদিবাসী, রাজবংশী জনজাতি অধ্যুষিত। নেপালি এবং মণিপুরীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই মাটিতে পাঁচ বছর আগেই পদ্মফুল ফুটিয়েছিল বিজেপি। বামেদের ভোট কীভাবে রাম অর্থাৎ বিজেপিকে শক্তিশালী করেছিল, নকশালবাড়ি তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

আরএসএস গত তিন দশক ধরে কাজ করে চলেছে মাটিগাড়া-নকশালবাড়িজুড়ে। তবে, গত পনেরো বছরে প্রায় প্রতিটি চা বাগানে সক্রিয়তা বেড়েছে কয়েকগুণ। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় একের পর এক শাখা খোলা হয়েছে। চা শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানে আদিবাসী কল্যাণ আশ্রম, একল বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। সেখানে সেবা কাজ করেছেন স্বয়ংসেবকরা। বিশেষ করে, হাতিঘিসার মানুষের মধ্যে হিন্দুত্ববাদ জাগিয়ে তুলতে কম কাঠখড় পোড়াননি তাঁরা। বিধানসভাজুড়ে হওয়া হিন্দু সম্মেলনে সাড়া মিলেছে বেশ ভালোই।

সংবর্ধনা, বৈঠকে দিন কাটল শংকর ও দুর্গার

শংকর ঘোষকে মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন সাংসদ রাজু বিস্ট। মঙ্গলবার।

শিলিগুড়ি, ৫ মে : একটা নতুন সকাল। সূর্যের আলোর মতোই অফুরন্ত অভিনন্দন, কাছে টেনে নেওয়ার আবদার আর ভালোবাসা। সেই ভালোবাসার জোয়ারে ভেসেই সোমবার তিনি বলেছিলেন, 'নেতা নয়, আমি শিলিগুড়ির বন্ধু।' সদ্য জয়ী শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষকে ঘিরে মঙ্গলবারও সেই উচ্ছ্বাস অব্যাহত। এদিন সকালেও তাঁর বাড়ির সামনে ভিড় ছিল আট থেকে আশির। পাড়ার যাঁরা শংকরের উন্নতিকে এতদিন আড়চোখে দেখেছেন তাঁদেরও কেউ কেউ অকুণ্ঠ প্রশংসা করছিলেন, 'শংকরদা লড়াকু, গৌতম দেবকে হারিয়ে সেই পরিচয় দিয়েছেন।'

যদিও শংকর তাঁর দর্শনে অবিচল। তিনি কাছের মানুষের মতোই সকলের ফুলের তোড়া, খাদা নিলেন সাদরে। ভিড় বাড়লেও কিন্তু তাঁর চোখেমুখে ক্লান্তি বা বিরক্তির ছাপ নেই। পুরোনো বিজেপি কর্মী মাখনলাল সরকার এদিন শংকরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তাঁকে জড়িয়ে ধরেন শংকর। তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাঁর পাড়া উত্তর ভারতনগরের বিধায়ক অফিসে বসেছিলেন। সেখানেও সংবর্ধনা জানিয়েছেন অনেকেই। মাঝে মাঝেই উঠছিল দলীয় স্লোগান। পরে গেলেন নিজের স্কুল শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ হাইস্কুলে। এখানেই শিক্ষকতা করেন তিনি। স্কুলের তরফ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সেখান থেকে সোজা মাল্লাগুড়িতে দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা অফিসে। সেখানে সংবর্ধনা নিয়ে তিনি বলেন, 'শিলিগুড়ির মানুষ তাঁদের বন্ধুকে সুযোগ দিলেন। শিলিগুড়িবাসীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণের চেষ্টা করে যাব। এখানকার মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে থাকার চেষ্টা থাকবে।'

দুর্গা মুর্মু।

এদিন ফাঁসিদেওয়ার সদ্য জয়ী বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মুর বাড়িতেও ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। গত পাঁচ বছরে এলাকায় দেখা পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ তুলেছিলেন যাঁরা, তাঁদের অনেকেই এদিন তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে গিয়েছিলেন। একদা চা বাগান শ্রমিক দুর্গা দলের মধ্যে ব্যাকফুটে ছিলেন। টিকিট পাওয়ার পরেও তাঁর হয়ে কাজ করাতে নানা জায়গা ছুটতে হয়েছিল তাঁকে। এদিন সবাই যেন দুর্গাকে আপন করে নিয়েছিলেন। তবে তিনি নিজে তাঁর বিধানসভা এলাকার প্রত্যেকটি চা বাগানে যাবেন বলে জানিয়েছেন। দুর্গার বক্তব্য, 'মানুষের আশীর্বাদ, ভালোবাসা পেয়েছি। তাঁদের সমস্ত কথা শোনার দায়িত্ব আমার। আপাতত সংবর্ধনা চলছে।' সংবর্ধনা পর্ব সেরে দলের জেলা অফিসে বৈঠকে গিয়েছিলেন। সেখানেও সংবর্ধনা জানানো হয়।

তবে শংকর ও দুর্গা দুজনেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের উত্তরবঙ্গের প্রধান অফিস মাধন ভবনে গিয়েছিলেন। সেখানে কিছুক্ষণ আলোচনা সেরে আবার বেরিয়ে পড়েন বিভিন্ন জায়গায় জনসংযোগে।

উন্নয়নে আর বাধা নেই, বলছেন শিখা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৫ মে : তৃণমূলের রঞ্জন শীলশর্মার সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে 'মা ও ছেলের লড়াই' হিসেবে দেখেছিল উত্তরের রাজনীতি। প্রতিপক্ষ যখন 'জায়েন্ট কিলার' রঞ্জন, তখন লড়াইটা কঠিন, মনে করেছিলেন অনেকেই। কিন্তু দলীয় সতীর্থ আনন্দময় বর্মনকে অল্পের জন্য টপকাতে না পারলেও, জয়ের ব্যবধানে রাজ্যে দ্বিতীয় বিজেপির শিখা চট্টোপাধ্যায়। রঞ্জনকে তিনি পরাস্ত করেছেন ৯৭,৭১৫ ভোটের ব্যবধানে। সোমবার তাই জয়ের শংসাপত্র হাতে নেওয়ার সময় শিখার চোখের কোণ ছিল ভেজা। মঙ্গলবার অবশ্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় ব্যস্ত ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা। নিজের উপর্যুপরি জয়ের পাশাপাশি রাজ্যে এবার বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পরিকল্পনা বাস্তবের মুখ দেখবে, আশায় শিখা।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই তাঁর ব্যস্ততা ছিল তুঙ্গে। ঘুম থেকে উঠেই পুজোটা সেরে নেন। দলীয় কর্মীরা তো বটেই, সাধারণ মানুষের ভিড়ে জমজমাট ছিল তাঁর শান্তিনগরের বাড়ি। সকলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেই চলে যান জলপাইগুড়িতে সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দিতে। জলপাইগুড়ি থেকে ফিরেই যোগ দেন সেবক রোডের ভক্তিনগর থানা এলাকায় দলের তরফে আয়োজিত বিজয় মিছিলে। পদ্মফুল দিয়ে সাজানো হুডখোলা গাড়ি থেকে নিজের জয়ের জন্য সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানান শিখা। এমন উৎসবের মেজাজে শামিল হতে দেখা যায় অনেক সাধারণ মানুষকে। দাদাভাই কলোনিতে ঝালমুড়ি বিক্রি করছিলেন সুজীব বিশ্বাস। বিজেপির মিছিল দেখতে পেয়ে তিনিও তাতে যোগ দেন। শুধু যোগ দেওয়া নয়, বিজেপির অনেক সমর্থকের হাতে বিনে পয়সায় তিনি ঝালমুড়ির প্যাকেট তুলে দেন।

সুজীবের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বিজেপি নেতা মানিক অরোরা বললেন, 'এই জয় নিশ্চিত ছিল। যাঁরা গতকালও তৃণমূলে ছিলেন, আজ তাঁদের অনেকে এই মিছিলে রয়েছেন। অর্থাৎ ভয় আউট, ভরসা ইন। এখন শুধু উন্নয়ন হবে।' উন্নয়নের কথা বলছেন শিখা। পানীয় জল থেকে চলাচলের মসৃণ রাস্তা, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ইচ্ছে থাকলেও অনেক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারেননি রাজ্যের ক্ষমতায় থাকা তৃণমূলের বাধায়। কিন্তু এবার সমস্ত বাধা দূর করে দিয়েছেন রাজ্যের মানুষ। তাই এবার আর উন্নয়নের গতি শ্লথ হবে না। দলের পরিষদীয় বৈঠকে যোগ দিতে বুধবার তাঁর কলকাতায় যাওয়ার কথা।

শিলিগুড়ির সেবক রোডে শিখা চট্টোপাধ্যায়ের র‍্যালি। মঙ্গলবার।- সূত্রধর

গ্রেপ্তার ১

নকশালবাড়ি, ৫ মে : বিজয় উল্লাসের সময় ধাক্কাধাক্কির ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার নকশালবাড়ি হাতিঘিসা মোড়ে ভোটের ফলাফল ঘোষণার সময় গেরুয়া আবির নিয়ে মেতে উঠেছিলেন বিজেপি সমর্থকরা। সেই সময় স্থানীয় বিজেপি নেতা সুন্দর রায়ের সঙ্গে এক তৃণমূল নেতার ছেলে দেবাশিস চক্রবর্তী এবং সুভাষ চক্রবর্তীর কথা কাটাকাটি হয়। কথা কাটাকাটি ধাক্কাধাক্কির পর্যায়ে পৌঁছে যায়। খবর পেয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী এলাকায় পৌঁছায়। এরপর স্থানীয় বিজেপি নেতা শম্ভু রায় থানায় দেবাশিস ও সুভাষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার পুলিশ সুভাষকে গ্রেপ্তার করে। তবে দেবাশিস পলাতক। মঙ্গলবার সুভাষকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে জামিন দেন।

দেহ উদ্ধার

চোপড়া, ৫ মে : রবিবার সকালে চোপড়া থানার মদনভিটা এলাকার তিস্তা খালে এখলাখ রহমান (২২) নামে এক তরুণ তলিয়ে যান। মঙ্গলবার ঘটনাস্থল থেকে প্রায় আড়াইশো মিটার দূর থেকে ওই তরুণের দেহ উদ্ধার হল। এবিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান মহম্মদ সলিমউদ্দিন বলেন, 'স্থানীয়দের পাশাপাশি ডুবুরি দিয়ে খোঁজ চালানোর পরও ওই তরুণের দেহ পাওয়া যায়নি। এদিন সকালে কিছুটা দূরে খালের জলে দেহটি ভেসে ওঠে।'

স্কুলে সন্তানরা। গাছের তলায় জিরিয়ে নিচ্ছেন মায়েরা। শিলিগুড়িতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

মোটরবাইকে শান্তিনগরে চক্কর রঞ্জনের

গৌতম ও রিনা ঘরেই, বাড়ির বাইরে শংকর

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৫ মে : গেরুয়া ঝড়ে রাজ্যে ধরাশায়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। পালাবদলের এই আবহে শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকার তৃণমূলের দুই প্রার্থী মঙ্গলবার বাড়ির ত্রিসীমানার বাইরে পা রাখলেন না। গৌতম দেব, রিনা টোপ্পো এক্কা বাড়িতে থাকলেও, ব্যতিক্রম শংকর মালাকার। এদিন বিকালে দলীয় কার্যালয়ে পৌঁছে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সময় কাটান তিনি। মনটাকে হালকা করার পাশাপাশি ভোটের ফলাফল নিয়ে দলীয় সতীর্থদের সঙ্গে পর্যালোচনাও করেন শংকর।

প্রথম দফার ভোট শেষ হতেই পুরনিগমে গিয়েছিলেন শিলিগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী গৌতম। রীতিমতো মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন কয়েকদিন। কিন্তু বিজেপির শংকর ঘোষের কাছে পর্যুদস্ত হওয়ার পর মঙ্গলবার আর পা বাড়াননি পুরনিগমের দিকে। কলেজপাড়ার বাড়িতে বসে শহরের চর্তুদিকে কী হচ্ছে, তার খোঁজখবর রাখেন। গৌতম জানান, কয়েকদিন পর তিনি পুরনিগমে যাবেন। ফাঁসিদেওয়ার তৃণমূল প্রার্থী রিনা টোপ্পো এক্কাকেও এদিন বাড়ির বাইরে পা রাখতে দেখা যায়নি। ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদে থাকলেও তিনি আপাতত কয়েকদিন সেদিকেও পা বাড়াতে চাইছেন না। এদিন সকাল থেকেই বাড়ির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আগামী আরও কয়েকদিনও এভাবে সময় কাটাবেন বলে জানান তিনি। রিনা বলেন, 'দলীয় নেতা-কর্মীদের অনেকেই বাড়িতে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। তবে এখনই অফিস যেতে চাইছি না। চতুর্দিকেই বিজেপির বিজয় উৎসব চলছে। তা মিটতেই ফের অফিসমুখী হব।' মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি আসনের প্রার্থী শংকর উলটো পথে হেঁটেছেন। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত বাড়িতে কাটাবার পর তিনি যান শিবমন্দির-আঠারোখাই এলাকায়। সেখানে দলীয় কার্যালয়ে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন। সেইসঙ্গে ইলেকশন এজেন্টের উপস্থিতিতে ভোটের ফলাফল নিয়ে পর্যালোচনাও করেন। তিনি বলেন, 'আমরা রাজনৈতিক কর্মী। জয়-পরাজয় থাকবেই। তবে কেন বিপর্যয় হয়েছে, খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আমরা মনে করছি এতে নির্বাচন কমিশনের ভয়ংকর কারচুপি রয়েছে।'

শিলিগুড়ি মহকুমার তিন প্রার্থীর দিনলিপি নজরে এলেও, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনের তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মা দিনভর কী করেছেন স্পষ্ট নয়। সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ মোটরবাইকে তাঁকে শান্তিনগরে চক্কর কাটতে দেখা যায়। শান্তিনগর বৌবাজার এলাকায় পরিচিতদের সঙ্গে সামান্য কথা বলতে দেখা যায় তাঁকে। তবে বাকি সময় তিনি বাড়িতে না বাড়ির বাইরে ছিলেন, কী করে দিনটা কাটালেন স্পষ্ট নয়। মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।

বাড়িতে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় গৌতম দেব। মঙ্গলবার।

রং বদলে মমতা মন্দির এখন গেরুয়া

সাগর বাগচী ও অরুণ ঝা

শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর, ৫ মে : বাংলার রাজনৈতিক আঙিনায় ক্ষমতার পালাবদল মানেই কি রংয়ের বদল? প্রশ্নটা অমূলক নয়। এ যেন এক অলিখিত দস্তুর। তৃণমূল কংগ্রেসের নীল-সাদা ঝড়ে বাম জমানার সেই আগাগোড়া 'লাল' দিনগুলি রীতিমতো ইতিহাস হয়ে গিয়েছিল। এবার কি তবে সেই নীল-সাদা মায়া কাটিয়ে গেরুয়া ঢেউ বঙ্গজুড়ে আছড়ে পড়তে চলেছে? রংয়ের এই নয়া সমীকরণ এখন কেবল জল্পনা নয়, বরং রাজপথ থেকে পাড়ার অলিগলিতে এক রূঢ় বাস্তব হয়ে ধরা দেওয়া শুরু করেছে।

শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডের বহু প্রতীক্ষিত উড়ালপুলটি এখন এই 'রং রাজনীতি'র অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। দেড় বছরের স্থবিরতা কাটিয়ে বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিদায়ি সরকার এর কাজ শেষ করেছিল। শহরবাসীর মন জয় করে ভোটের বৈতরণি পার হওয়াটাই ছিল স্পষ্ট উদ্দেশ্য। কিন্তু রেলের সবুজ সংকেত না পাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে সেই স্বপ্নের উড়ালপুল আর উদ্বোধন করা সম্ভব হয়নি। এদিকে গোটা সেতু নীল-সাদা রংয়ে মুড়ে সবুজ টুনি বালবের যে আলোকসজ্জা করা হয়েছিল, তা এখন পরিবর্তনের দোরগোড়ায়। মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্টের গলায় সেই পরিবর্তনেরই সুর শোনা গেল। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, 'তারা যে সরকারে ফিরছে না তা তৃণমূল সরকারের ভালো মতো জানা ছিল। তবুও তারা জেনেবুঝেই বর্ধমান রোডের উড়ালপুলে নীল-সাদা রং করেছিল। উদ্বোধনের আগেই উড়ালপুলের এই নীল-সাদা রং পরিবর্তন করা হবে। দরকার হলে আমি নিজে টাকা দিয়ে উড়ালপুলের রং বদলে ফেলব।'

শিলিগুড়ির মমতা মন্দিরের নীল-সাদা রং এখন অতীত।

রংয়ের এই লড়াই কেবল বড় পরিকাঠামোতেই থমকে নেই। শিলিগুড়ির ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে নীল-সাদা 'মমতা মন্দির' রাতারাতি তার চেনা রূপ হারিয়ে গেরুয়া রংয়ে নতুনভাবে সেজেছে। যে কেন্দ্র থেকে একদা তৃণমূলের সামাজিক কাজ চলত বলে দাবি করা হত, তা এখন স্থানীয়দের মতে 'রাম ভবন'। বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডল কমিটির যুব সভাপতি শ্যামল বিশ্বশর্মার সোজাসুজি বক্তব্য, 'সিপিএমের আমলে এক ব্যক্তি এখানে দোকান করতেন। তৃণমূলের আমলে এটি দখল করে মমতা মন্দির বানিয়ে অনৈতিক কাজ করা হত। সেটি এলাকাবাসীদের দাবি মেনে রাম ভবন বানিয়ে দিলাম।'

উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরেও একই ছবি ধরা পড়েছে। কলেজ মোড় সংলগ্ন এলাকায় 'আই লাভ নতুনপাড়া' ল্যান্ডমার্কটি তার নীল-সাদা রংয়ের বদলে এখন গেরুয়া সাজে জ্বলজ্বল করছে। ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অসীমা পালের আক্ষেপ, 'ওটা তো পঞ্চায়েতের সরকারি সম্পত্তি। ফলে এই ঘটনা কাম্য ছিল না।' তাঁর স্বামী তথা তৃণমূল যুব সভাপতি অভিজিৎ পালের অভিযোগ আরও গুরুতর। তাঁর দাবি, বিজেপি জেতার পর থেকেই তাঁর বাড়ির সামনে হুমকির সংস্কৃতি শুরু হয়েছে। বিজেপির জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন বলেন, 'কেউ কাউকে ধমকাচ্ছে না। আর ল্যান্ডমার্ক তো ভাঙচুর হয়নি। রং বদলেছে মাত্র।' এই নিয়ে এত হইচই করার কী আছে বলে তাঁর পালটা প্রশ্ন।

ক্ষমতার ভরকেন্দ্র বদলাতেই চেনা দৃশ্যপট বদলে যাচ্ছে। একদা যে নীল-সাদা রংয়ে স্কুল থেকে শুরু করে সরকারি দপ্তর মুড়ে ফেলা হয়েছিল, এবার সেখানে পরিবর্তনের গেরুয়া ছোঁয়া পড়ার প্রহর গুনছে উত্তরবঙ্গ।

উদ্ধার হওয়া নথি দেখছেন স্থানীয়রা।

বিএলএলআরও অফিসের কাছেই উদ্ধার জমির নথি

খড়িবাড়ি, ৫ মে : সরকারি অফিসের অনতিদূরে ছড়িয়ে রয়েছে জমির একাধিক নথিপত্র! মঙ্গলবার সকালে খড়িবাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের (বিএলএলআরও) ৫০০ মিটার দূরে জমির দলিল, খতিয়ান, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড ও আধার কার্ডের ফোটোকপি পড়ে থাকতে দেখা যায়। এমনকি এর মধ্যে বেশ কিছু আসল জমির খতিয়ানও ছিল। পুলিশ পৌঁছে নথিগুলি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

বিষয়টি নিয়ে ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক প্রতিমা সুব্বা বলেন, 'কাগজপত্রগুলি আমাদের অফিসের নয়। জমির নথিপত্র, পরিচয়পত্রের ফোটোকপি ও সাইট প্ল্যান দেখে মনে হচ্ছে এটা কোনও চক্র কিংবা দালালের কাজ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।'

সোমবার বিকালেই রাজ্যের মুখ্যসচিবের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয় সমস্ত সরকারি দপ্তরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। কোনও ফাইল, নথি বা নথির ফোটোকপি যাতে দপ্তরের বাইরে আসতে না পারে এবং বাইরে থেকে কোনও ফাইল যাতে ভিতরে ঢুকতে না পারে সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে বলা হয়েছে। এরই মধ্যে ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কাছেই নথি উদ্ধারের ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও কৌতূহল দেখা গিয়েছে।

এদিন, জমির কাগজ পড়ে থাকার খবর ছড়িয়ে পড়তেই অফিস সংলগ্ন খড়িবাড়ি-বাগডোগরা ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে বাতাসি দুর্গামন্দির সংলগ্ন এলাকায় ভিড় জমান উৎসুক জনতা। তাঁদের মধ্যে সুদেব ঘোষ বলেন, 'বাতাসি বাজারের দিকে যাওয়ার সময় বিষয়টি নজরে আসে।' অনেকেই অনুমান করছেন, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে যারা অনৈতিকভাবে জমির মালিকানা বদলের কাজ করে তারা তদন্তের ভয়ে রাতারাতি এসব নথি রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। অফিসের দালালচক্র একাজ করতে পারে বলেও জানান অনেকে। রতিকান্ত মণ্ডল নামে এক বাসিন্দার বক্তব্য, 'উদ্ধার হওয়া নথিপত্রের মধ্যে বহু নকল জমির কাগজ পাওয়া গেছে। সরকারি দপ্তরের নজরদারি আরও বাড়ানো উচিত।'

এদিকে, নবান্ন থেকে নির্দেশ আসার পরপরই এমন ঘটনা সামনে আসায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, নথিগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। এটি কোনও দুর্নীতির প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা, নাকি অসাবধানবশত কোনওভাবে কারও ব্যাগ থেকে রাস্তায় পড়ে গিয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সংশোধনী

মঙ্গলবার ছয়ের পাতায় 'শংকরের বন্ধুত্ব স্বীকার শিলিগুড়ির' শীর্ষক খবরে এসআইআর বিরোধী যে অরাজনৈতিক পোস্টারের কথা বলা হয়েছিল, তা বিজেপির বিরুদ্ধে হলেও সরাসরি গৌতম দেবের পক্ষে ছিল না। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুঃখিত।

চোপড়াতে বিধায়ক বিরোধী স্লোগান

জিতেও 'চাপে' হামিদুল

অরুণ ঝা ও মনজুর আলম

চোপড়া, ৫ মে : রাজ্যজুড়ে গেরুয়া ঝড়ে তৃণমূল কার্যত সাফ। এইরকম সময়েও ৬৯ হাজারের বেশি লিড নিয়ে চতুর্থবারের জন্য জয়ী হয়েছেন হামিদুল রহমান। চোপড়ায় তাঁর দোর্দণ্ডপ্রতাপের কথা কারও অজানা নয়। অন্যান্যবার নির্বাচনের পর হামিদুলের বিরোধী দলের ওপর সন্ত্রাস করার অভিযোগও নেহাত কম নয়। কিন্তু এবার যেন সবই উলটপুরাণ। চোপড়ায় হামিদুল জেতার পরও তাঁর বিরুদ্ধে স্লোগান উঠেছে। মানুষ হামিদুলের ভয়মুক্ত চোপড়ার দাবিতে স্লোগান তুলেছেন।

ভোটগণনার পরেই তৃণমূলের বহু পার্টি অফিসে বিজেপি ভাঙচুর চালিয়েছে বলে অভিযোগ। তৃণমূলের কিছু পার্টি অফিস বিজেপি এবং অন্যান্য বিরোধী দল দখল করে নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ভয়ের চোটে বেশকিছু তৃণমূল নেতা বাড়ি ফিরতে পারছেন না বলে জানা গিয়েছে।

নাম প্রকাশ করা যাবে না এই শর্তে লক্ষ্মীপুর এলাকার এক ব্যবসায়ী বলেন, 'হামিদুল জিতবেন আর চোপড়ায় বিরোধীরা মাথা তুলে দাঁড়াবে এটা স্বপ্নেও ভাবিনি।'

হামিদুল বলেন, 'বিভিন্ন জায়গায় আমাদের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। বেশকিছু কার্যালয় দখল করে নেওয়া হয়েছে। দলের অনেকের চা বাগানও দখল করা হচ্ছে। দলের অনেক নেতা-কর্মীর বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে। অনেকেই বাড়ি ফিরতে ভয় পাচ্ছেন। পুলিশ প্রশাসন ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছে না। সাধারণ মানুষ এর প্রতিবাদে রাস্তায় নামলে কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।'

উত্তরে চোপড়ার বিজেপি প্রার্থী শংকর অধিকারী বলেন, 'বিভিন্ন এলাকার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য এবং দলের অন্য সদস্যরা নিজেরাই আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন।

হামিদুলের খাসতালুকে তৃণমূলের চুটিয়াখোর অঞ্চল কার্যালয়। মঙ্গলবার।

> বিভিন্ন জায়গায় আমাদের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। বেশকিছু কার্যালয় দখল করে নেওয়া হয়েছে। দলের অনেকের চা বাগানও দখল করা হচ্ছে।
>
> **হামিদুল রহমান**

কাউকে জোর করা হচ্ছে না।'

মঙ্গলবার বিজেপির পতাকা হাতে নিয়ে কিছু ব্যক্তি চোপড়া, চুটিয়াখোর, মাঝিয়ালি ও সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন বলে অভিযোগ। পরে পুলিশ গিয়ে চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তালা খুলে দিলেও অন্যান্য জায়গায় দিনভর কার্যালয় বন্ধই ছিল। চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীগঞ্জ বাজার এলাকায় তৃণমূলের অঞ্চল কার্যালয় কংগ্রেস ও বিজেপি যৌথভাবে দখল নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা ভৌমিকের বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। এই প্রসঙ্গে কণিকার স্বামী তৃণমূল নেতা গোপাল ভৌমিক বলেন, 'বাড়ির গেটে বিজেপির পতাকা লাগানো হয়েছে। আমার বাড়ির কাচ এবং গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে।' কাঁচাকালী এলাকায় তৃণমূল নেতা একরামুল হকের বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ।

এইসব ঘটনার পিছনে বিজেপির পাশাপাশি কংগ্রেস এবং সিপিএমের মদত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের উত্তরে এই কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী জাকির আবেদিন বলেন, 'কংগ্রেসের যে অফিস হামিদুল দখল করেছিলেন, আমরা সেই পার্টি অফিসের দখল নিয়েছি। বাকি অভিযোগ ভিত্তিহীন।' একই সুরে সিপিএমের জেলা সম্পাদক আনওয়ারুল হক বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা দুটি দলীয় কার্যালয় এদিন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে খুলেছে।'

এই বিষয়ে চোপড়ার বিডিও সৌরভ মাজি বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়গুলির ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে।'

ফাইল সরানো যেন না হয়, সতর্ক প্রশাসন

শিলিগুড়ি, ৫ মে : রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের আবহে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি রক্ষায় প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ করেছে। গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বা নথি যাতে সরিয়ে ফেলা বা নষ্ট না করা হয় সেজন্য রাজ্যের মুখ্যসচিব কড়া নির্দেশিকা জারি করেছেন। সোমবার ভোটের ফল ঘোষণার পরপরই সেই সংক্রান্ত নির্দেশিকা রাজ্যের প্রত্যেক জেলায় পৌঁছে গিয়েছে। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকের দপ্তরেও সেই নির্দেশিকা এসে পৌঁছেছে।

এরপরই তড়িঘড়ি জেলা প্রশাসনের তরফে প্রতিটি দপ্তরের কর্তাদের এব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর বলেছেন, 'সরকারিভাবে একটি নির্দেশিকা এসেছে। সেই মোতাবেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে।'

বিতর্ক এড়াতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবকে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করতে দেখা গেল। ফল ঘোষণার পরদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার তিনি পুরনিগম চত্বরে পা রাখেননি। আগামী কয়েকদিন তিনি পুরনিগমে যাবেন না বলেই স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেন, 'গেলে হয়তো বলতে পারে ফাইল সরাতে এসেছি।'

প্রশাসনিক নির্দেশিকাকে স্বাগত জানিয়েছেন দার্জিলিং জেলার যৌথ মঞ্চের সদস্যরা। সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য সঞ্জয় আচার্য বলেন, 'এই নির্দেশিকাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। এটা যথেষ্টই যুক্তিযুক্ত। আমরা আশাবাদী গুরুত্বপূর্ণ নথি রক্ষায় বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকেরা তৎপর রয়েছেন।'

শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহ সভাপতি রাজু সাহা বলেন, 'আমরা খবর পেয়েছি সরকারি ফাইল সরানোর চক্রান্ত করা হয়েছে। মূলত দুর্নীতিতে জড়িত তৃণমূলের উঁচুতলার নেতারা এই চক্রান্তের নেপথ্যে রয়েছেন। সেক্ষেত্রে প্রশাসনের এই পদক্ষেপ যথেষ্টই ইতিবাচক।'

দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল অবশ্য বলেন, 'এটা পুরোপুরি প্রশাসনের বিষয়। এনিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। তবে সরকারি দপ্তর থেকে কেউ কোনও ফাইল কিংবা কোনও নথি সরাবেন এটা অবিশ্বাস্য।'

বোর্ড ভেঙে ক্ষমতা দখলে নারাজ

শিলিগুড়ি, ৫ মে : আপাতত শিলিগুড়ি পুরনিগম এবং মহকুমা পরিষদের ক্ষমতা দখল করতে চাইছে না বিজেপি। শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়াদ আর নয় মাস। তার আগে কাউন্সিলারদের ভাঙিয়ে ক্ষমতা দখলের দাবি দলের অন্দরে উঠলেও বিজেপি নেতৃত্ব এ ব্যাপারে কড়া নির্দেশ দিয়েছে। দলীয় নেতৃত্ব মনে করছে, তৃণমূল পুর বোর্ডের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ রয়েছে। এই মুহূর্তে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করলে নাগরিক পরিষেবায় ব্যর্থতার দায় বিজেপির ঘাড়ে চাপতে পারে।

বাকি কয়েক মাস তৃণমূলের হাতেই শিলিগুড়ি পুরনিগম থাকবে জানিয়েছেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি সাধ্যমতো সহযোগিতার আশ্বাসও দিয়েছেন। শংকর এদিন বলেন, 'বিজেপি কোনও নির্বাচিত বোর্ড ভেঙে দেওয়ার পক্ষপাতি নয়। যার যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে তারা সেই স্থানীয় বোর্ড চালাবে। এই মুহূর্তে যাদের যা দায়িত্ব রয়েছে তারা পালন করবে। রাজ্যের বিজেপির সরকার পূর্ণ সহযোগিতা করবে।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমে এককভাবে প্রথমবারের মতো ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল। মোট ৪৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩৭টিতে জয় পেয়েছিল তারা। পাঁচটিতে জয় পেয়েছিল বিজেপি। সিপিএম চারটি এবং কংগ্রেস একটিতে জিতেছিল। তবে বিজেপি সূত্রে খবর, রাজ্যে তৃণমূলের পরাজয়ের পরেই কাউন্সিলার, মেয়র পারিষদদের অনেকে বিজেপির দিকে পা বাড়িয়ে রয়েছেন। কিন্তু দলের তরফে তাঁদের আপাতত না নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের মেয়াদ রয়েছে ২০২৭ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত। সেই বোর্ড ভাঙার পক্ষপাতি নয় বিজেপি নেতৃত্বের একাংশ। সেখানেও একই কারণে তৃণমূল বোর্ডের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভের ভাগীদার বিজেপি হতে চাইছে না। সেই কারণেই সভাধিপতি সহকারে তৃণমূল সদস্য, কর্মাধ্যক্ষদের দলে টানতে নারাজ বিজেপি। দলীয় নেতৃত্বের বক্তব্য, মহকুমা পরিষদের বোর্ডের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বোর্ডের পদাধিকারীরা বিজেপিতে ঢুকলে সেই দায় বিজেপির ঘাড়ে চাপতে পারে। তার খেসারত বিজেপি নেতারা দিতে রাজি নন। বরং তৃণমূলের বোর্ডকে রেখেই তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অস্ত্রে শান দেওয়া জরুরি বলে মনে করছেন দলের নেতারা। মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অজয় ওরাওঁ বলেন, 'তৃণমূল বোর্ডের শেষ দেখে ছাড়ব। তারা কতটা দুর্নীতি করতে পারে সেটা এবার মানুষের সামনে আনার পালা। তৃণমূল বোর্ডকেই পরিষদ চালাতে হবে। মানুষ তাদের সরাসরি উচিত জবাব দেবে। দেখি এখন তারা কার মুখ বন্ধ রাখতে পারে।' নয় আসনবিশিষ্ট মহকুমা পরিষদে প্রথমবারের মতো তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছিল। ৯টি আসনের ৮টিতে জিতেছিল তারা। ১টি জিতেছিল বিজেপি।

শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেন, 'অনেকেই বিজেপিতে ঢুকতে চাইছেন। কিন্তু দলীয় নির্দেশই শেষ কথা। পুরসভা, মহকুমা পরিষদ ভেঙে ক্ষমতা দখলের পক্ষে আমরা নই। বাকিটা সময় বলবে।'

হঠাৎ দেখা।। *শিলিগুড়ির শিবমন্দিরে ছবিটি তুলেছেন আলিপুরদুয়ারের অনুপম চৌধুরী।*

হারতেই মুখ খুলছেন নেতারা, আরও ব্যাকফুটে তৃণমূল

দলের চাকরবাকর ছিলাম : পাপিয়া

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ মে : বাবা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ কোচবিহারে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবি নিয়ে সোমবার মুখ খুলেছিলেন। এবার মেয়ে পাপিয়া ঘোষের পালা। তিনিও দলের দার্জিলিং জেলার প্রথম সারির নেতৃত্বেই রয়েছেন। দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতিও বটে। মঙ্গলবার পাপিয়া বলেছেন, 'আমরা দলের চাকরবাকর ছিলাম। সবসময় মালিকপক্ষের নির্দেশমতো কাজ করতে হত। যেভাবে নির্দেশ আসত, ঠিক সেভাবে সেটুকুই করতে হত।'

রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের পরাজয় নিয়ে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেও পাপিয়া মনে করেন, 'জোর করে হারানো হয়েছে, এসব এখন বলার জায়গা নেই। দলের একাংশের সিন্ডিকেটরাজ, রাতের অন্ধকারে বালি পাচার সহ অন্যান্য অনৈতিক কাজকর্মের জেরেই মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়েছেন।' পাপিয়ার এই বক্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ির রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন ছড়িয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি পাপিয়াও তৃণমূলের সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে আসছেন? পাপিয়া অবশ্য এই বিষয়ে কিছু বলতে চাননি।

শিলিগুড়িতে সিন্ডিকেটরাজের অভিযোগ নতুন কিছু নয়। জমি সিন্ডিকেট, বালি সিন্ডিকেট, ট্যাক্সি-অটো সিন্ডিকেট থেকে শুরু করে সরকারি অফিসের কাজের টেন্ডার পাওয়া নিয়েও শাসকদলের সিন্ডিকেটরাজের রমরমা কারবার এই শহরে দীর্ঘদিন ধরে চলছে। বছরের পর বছর মানুষ সিন্ডিকেটের দাপটে নাজেহাল হয়ে পড়েছিলেন। শিলিগুড়ির বিভিন্ন নদী থেকে অবাধে রাতের অন্ধকারে বালি তুলে ডাম্পার, ট্র্যাক্টরে করে পাচার করা হয়েছে। এতে গ্রামের রাস্তাগুলির দফারফা অবস্থা হয়েছে। কিন্তু নেতা-নেত্রীদের দাপট, চোখরাঙানি এতটাই ছিল যে ভয়ে কেউই মুখ খোলার সাহস পাননি। একরের পর একর সরকারি জমি দখল করে প্লটিং করে বিক্রি করে দিয়েছেন তৃণমূল নেতা-নেত্রীরা। এমনকি নদীর চরকেও ছাড়া হয়নি। দলের একাংশ মানছে, এসবের প্রতিবাদে এবার ভোটবাক্সে তৃণমূলের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে সুদে আসলে নিজেদের ক্ষোভ মিটিয়েছেন ভোটাররা।

কোচবিহারে এবার বিধানসভা ভোটে লড়ার টিকিট না পেয়ে আগে থেকেই ফুঁসছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হতেই তিনি জেলায় ভরাডুবির কারণ হিসেবে তোলাবাজি, সিন্ডিকেটরাজ নিয়েই সরব হয়েছেন। ঠিক একই সুরে এদিন পাপিয়াও শিলিগুড়ি সহ গোটা রাজ্যে দলের ভরাডুবির কারণ হিসেবে সিন্ডিকেটরাজের বিরুদ্ধেই সরব হয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'একটা রাজনৈতিক দল যেভাবে চলার কথা, সেভাবে তৃণমূল চলেনি। পুরোটাই

মালিক আর চাকরের দল হয়ে গিয়েছিল। রাজ্যজুড়ে সিন্ডিকেটরাজ চলেছে। আমাদের কোনও বক্তব্য দলের নেতা-নেত্রীদের বলতে পারতাম না। যা কিছু ওই এজেন্সির কাছে বলতে হত। অথচ ওই এজেন্সিই এসব অনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল।' পাপিয়ার দাবি, 'যাঁরা ওই এজেন্সিকে রসদ দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারত, তাঁদের কথা শোনা হত, আমরা কিছু দিতাম না বলে আমাদের পাত্তা দিত না।'

দীর্ঘদিন দার্জিলিং জেলার সভানেত্রীর পদে থেকেছেন পাপিয়া। এই নেত্রীই এদিন পরাজয় নিয়ে কার্যত দলীয় নেতৃত্বকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন। তাঁর বক্তব্য, মানুষ দলকে প্রত্যাখ্যান করেনি। আমাদের দম্ভ, অহংকার, কিছুদিন আগেও খেতে না পাওয়া নেতাদের দামি দামি গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়ানো, সমস্ত কিছুর জন্যই মানুষ আমাদের প্রত্যাখ্যান করেছে।' তাঁর বক্তব্য, 'শিলিগুড়ি এবং গোটা উত্তরবঙ্গের পরাজয়ের দায় গৌতম দেবকেই নিতে হবে।' গৌতম ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

অঞ্চল সভাপতিদের সরানোই কাল হল : খগেশ্বর

জলপাইগুড়ি, ৫ মে : প্রার্থী নিয়ে রাজগঞ্জে ক্ষোভ ছিলই। তার সঙ্গে আইপ্যাকের খবরদারিতে ক্ষোভ জমেছিল নীচুতলা থেকে ব্লক, এমনকি জেলার নেতাদের মধ্যেও। ঠিক এমন আবহে রাজগঞ্জে তৃণমূলের ভরাডুবি নিয়ে বেজায় ক্ষুব্ধ প্রাক্তন বিধায়ক খগেশ্বর রায়। প্রার্থী বদল যে ভরাডুবির মূল কারণ, তা রাখঢাক না করেই বলছেন খগেশ্বর রায়। পাশাপাশি আইপ্যাকের খবরদারি নিয়ে তাঁর স্পষ্ট কথা, 'অঞ্চল সভাপতিদের ভোটের আগে সরিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা কর্মীদের দুর্বল করেছে।' ভরাডুবির পরই অনেক বুথের কাউন্টিং এজেন্ট নিজের মোবাইল বন্ধ করে রেখেছেন। ফলে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব বুথভিত্তিক হারজিতের ফলাফল জানতে পারছে না। এই পরিস্থিতিতে জেলায় দলের এই ভরাডুবিতে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব কার্যত দিশাহারা। খগেশ্বর বলছেন, 'দলে যাঁরা সক্রিয় ছিলেন, এবার তেমন অনেক কর্মীকে এজেন্ট হিসেবে রাখাই হয়নি। এই রাখা না রাখাটা উপরমহল থেকেই হয়েছে। আমাদের জানানো হয়নি। ফলে ৭টি কেন্দ্রেই বুথ ধরে ধরে ফলাফল বিশ্লেষণ করা যায়নি।'

দলীয় কর্মীদের একাংশ বলছে, 'দলের নেতা-কর্মীদের পরিবর্তে সবক্ষেত্রে আইপ্যাক নির্ভরশীলতাই স্বপ্না বর্মনকে ডুবিয়েছে। পাশাপাশি দলের সক্রিয় অঞ্চল সভাপতিদের ভোটের এক-দেড় মাস আগে সরিয়ে দেওয়ায় ভোটে কাজই করেননি নীচুতলার কর্মীরা। চারবারের বিধায়ক খগেশ্বর রায়কে প্রার্থী না করাও রাজগঞ্জের দলীয় কর্মী ও সাধারণ মানুষ ভালোভাবে নেননি।' রাজগঞ্জে স্বপ্না বর্মন প্রার্থী হচ্ছেন, সেটা বুঝতে পারেননি দলের জেলা চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিধায়ক খগেশ্বর রায়ও। ফলে স্বপ্নার হয়ে প্রচারে খগেশ্বর যে মানসিকভাবে নিজেকে তৈরি করতে পারেননি, তা বলছেন অনেকে। ভোটের এক-দেড় মাস আগে বিন্নাগুড়ি পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি তুষার দত্ত, আর এক নেতা দীপেন অধিকারী থেকে শুরু করে মান্তাদারির ললিত রায়কে পদ থেকে সরিয়ে দেয় আইপ্যাক। ফলে নেতৃত্ব, নীচুতলার কর্মীরা কাজই করেননি। যার ফলে বিন্নাগুড়ি পঞ্চায়েতে বিজেপি ৮ হাজার এবং মান্তাদারিতে ৩ হাজারের বেশি লিড পেয়েছে।'

ভোটের ফল বেরোতেই বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটেছে। আর এতেই আশঙ্কা বেড়েছে সাধারণ মানুষের মনে। তার জেরে বাজারহাট থেকে শুরু করে অফিস-কাছারি, এমনকি স্কুলেও আনাগোনা কমেছে।

অশান্তির শঙ্কায় ফাঁকা স্কুল

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ৫ মে : গোটা ক্লাসঘরে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। পরপর ফাঁকা বেঞ্চগুলো সাজানো। একজনও পড়ুয়া নেই। সপ্তাহের শুরুতেই এই দৃশ্য গোয়ালপোখর ও চাকুলিয়ার অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুলের। মঙ্গলবার রেজা নামে গোয়ালপোখরের সাহাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আশিফ এক অভিভাবকের কথায়, 'বিজেপির কর্মীরা সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে জোর করে ঝান্ডা লাগিয়েছেন। তার ওপর অন্য জায়গার ছবি, ভিডিও দেখার পর থেকে মনের ভিতরে কেমন যেন একটা আতঙ্ক কাজ করছে। ভাবছি, আরও দুই-একদিন ছেলেমেয়েদেরকে স্কুলে পাঠাব না।'

শুধু সাহাপুর নয়, ভোটের ফল ঘোষণার পর চাকুলিয়া ও গোয়ালপোখর সার্কেলের অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুলেই পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার অস্বাভাবিকভাবে কমে গিয়েছে। কোনও স্কুলে এক-দুজন, কোনও স্কুল একেবারে ফাঁকা, আবার কোনও স্কুলে সর্বোচ্চ ৫০ জনের মতো ছাত্রছাত্রী দেখা গিয়েছে। যা নিয়ে শিক্ষক মহলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। গোয়ালপোখর এলাকার কুকরাধা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্মল সরকার বলছেন, 'ভোটের ফল বেরোনোর পর গোয়ালপোখর এলাকায় কোনও রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি। তবুও অভিভাবকদের মনে হয়তো আতঙ্ক রয়েছে। যার জন্য হয়তো পড়ুয়াদের উপস্থিতি কমেছে। বিষয়টি নিয়ে আমরা অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলছি। পড়ুয়ারা কেন এল না, তার খোঁজখবর নেওয়া হবে।'

উপস্থিতির হার কমার বিষয়ে চাকুলিয়া সার্কেলের গোদাশিমুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইন্তেজার আলমের বক্তব্য, 'ফল ঘোষণার দিন সোমবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে মর্নিং সেশনে স্কুল খোলা হয়েছিল। এতে অভিভাবকদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। তাছাড়া ভোট পরবর্তীকালে রাজনৈতিক সংঘর্ষের একটা ভয় কাজ করছে অভিভাবকদের মনের মধ্যে। হয়তো এ কারণে স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা কমেছে বলে আমার মনে হয়। আগামীকাল থেকে ডোর টু ডোর ঘুরে পড়ুয়াদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব।'

খাঁখাঁ করছে শ্রেণিকক্ষ। মঙ্গলবার।

সাধারণত এই সময় প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ উপস্থিতি থাকে। কিন্তু এখন অনেক স্কুলে সেটা ১০-১৫ শতাংশের নীচে নেমে এসেছে। শিক্ষকরা জানিয়েছেন, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে অভিভাবকদের সঙ্গে বিশেষ মিটিং করে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করা হবে। এনিয়ে গোয়ালপোখর সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ইন্দ্রজিৎ দাস বলেছেন, 'ইতিমধ্যেই স্কুলের শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি।' আবার চাকুলিয়া সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক নাওসিন বেক বলছেন, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকে গোটা রাজ্যজুড়ে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। জোর করে পার্টি অফিস দখল ও ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটছে। এই ঘটনার পর থেকে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে চাকুলিয়া ও গোয়ালপোখর এলাকায়। এমন পরিস্থিতিতে সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে সাহস পাচ্ছেন না বলগুঞ্জা প্রাইমারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির এক পড়ুয়ার বাবা আনারুল হক।

চাপা উদ্বেগে শুনসান অফিস

মনজুর আলম

চোপড়া, ৫ মে : অন্যদিনের মতো ছবিটা দেখা গেল না চোপড়ার ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে। ইতিউতি জনাকয়েক লোক। ব্যস্ততার নামগন্ধ নেই। মঙ্গলবার দিনভর চোপড়ার প্রায় সব এলাকাই ছিল শুনসান। ভোট মিটলেও উদ্বেগের আবহ যে কাটেনি, তা স্পষ্ট বোঝা গেল।

এদিন বিভিন্ন সরকারি অফিসে কর্মীরা উপস্থিত থাকলেও সাধারণ মানুষের আনাগোনা ছিল অত্যন্ত কম। অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার অফিস এবং ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরেও তেমন ভিড় নজরে আসেনি। বিএল অ্যান্ড এলআরও ললিতরাজ থাপা বলছেন, 'কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। তবে সাধারণ মানুষ ও মুহুরিরা না এলে আমরা কী করতে পারি।'

দুপুরে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে গিয়ে দেখা গেল, কয়েকজন কর্মী বসে থাকলেও বাইরে মুহুরিদের আসন ফাঁকা। এদিন অফিস যাননি মনসুর আলি। এই প্রবীণ মুহুরির কথায়, 'আজ যাইনি। অন্য কোনও ব্যাপার নেই। তবে সকালে খোঁজ নিয়ে দেখলাম লোকজন কম। পরে আর অফিসমুখো হইনি।'

এদিন জমি রেজিস্ট্রি অফিসেও একই ছবি দেখা যায়। কর্মীদের একাংশ বলছে, 'অফিস খোলা থাকলেও মানুষের আনাগোনা অনেকটাই কম ছিল। যেখানে সাধারণ দিনে ২৫-৩০টি রেজিস্ট্রি হয়, সেখানে আজ মাত্র ৪-৫টি কাজ হয়েছে।' বিডিও অফিসেও এদিন বিভিন্ন কাজের জন্য সাধারণ মানুষের আনাগোনা কম ছিল। বিডিও অফিস চত্বরের ব্যবসায়ীদের মধ্যে মহম্মদ আজহার খান বলছেন, 'ভোটের আবহাওয়ায় লোকজন অফিসে কমই আসছিলেন। আজও লোকজন ছিল না বললেই চলে।'

চোপড়া ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। মঙ্গলবার।

শুধু অফিস-কাছারি নয়, রাস্তাঘাটও ছিল ফাঁকা। দাসপাড়া থেকে কাঁচাকালী রুটের রাস্তা ছিল শুনসান। বিভিন্ন মোড়ে কয়েকটা দোকান খোলা থাকলেও তেমন বিক্রিবাটা হয়নি। আবার ভৈষপিটা থেকে ঘোরুগছ হয়ে কালাগছ পর্যন্ত রাস্তার মাঝে বিভিন্ন মোড়ে অধিকাংশ দোকানপাটই বন্ধ ছিল। দাসপাড়া, সোনাপুর, কালীগঞ্জ সহ বিভিন্ন বাজারে তেমন ক্রেতার আনাগোনা নজরে আসেনি। ব্যবসায়ীদের মতে, রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরেই মানুষ নিত্যপ্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বেরোতে চাইছেন না। দরাজ পাল নামে এক ব্যবসায়ী বলছেন, 'মানুষ এখন প্রয়োজন ছাড়া বেরোতে চাইছেন না।' রাহুল আমিন নামে আরেক ব্যবসায়ীর কথায়, 'ভোটের পর কয়েকদিন এমন পরিস্থিতি থাকে, আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হবে।'

এমনকি স্কুল খোলা থাকলেও এদিন পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার ছিল কম। ভোট আবহে পড়ুয়াদের উপস্থিতি কমেছে বলে মেনে নিয়েছেন চোপড়া মর্নিং প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিবেশচন্দ্র সিংহ।

সোমবার ভোটগণনা শেষ হতেই বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত কিছু রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা সামনে আসে। আর তাতেই সাধারণ মানুষের মনে উদ্বেগ আরও বাড়ে বলে মনে করছেন অনেকে। এমন আবহে এদিন একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় বন্ধ থাকায় সেখানেও কর্মব্যস্ততা নজরে আসেনি। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মতে, এলাকায় রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিবেশে ঝুটঝামেলার আশঙ্কায় অনেকেই বাড়ির বাইরে বের হচ্ছেন না।

রিপোর্ট জমা

বেলডাঙায় পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর মামলায় হাইকোর্টে প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দিল এনআইএ। তা খতিয়ে দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে আদালত। তবে এনআইএ তদন্তে বাধা নেই, জানাল হাইকোর্ট।

নোটিশ জারি

কলকাতার পুলিশ কর্তা শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করল ইডি। দুটি মামলার তদন্তে তাঁকে ডাকার পরও তিনি হাজিরা দেননি। তিনি দেশ ছাড়তে পারেন, আশঙ্কা ইডির।

প্রবেশ নিষেধ

বীরভূমের ঐতিহ্যবাহী শক্তিপীঠ কঙ্কালিতলা মন্দিরে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছাড়া প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা জানিয়ে হোর্ডিং টাঙাল বিজেপি নেতৃত্ব। মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেই এই নিয়ম জারি।

মনস্কামনা পূরণ

বিজেপি সরকারে আসায় মনোস্কামনা পূরণ হতে ৭ কিমি দণ্ডি কেটে কালীমন্দিরে পুজো দিলেন বড়ঞা বিধানসভার শাবলদহ গ্রামের এক বিজেপি কর্মী। যা দেখে রীতিমতো হইচই পড়ে যায়।

ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস বন্ধে কড়া বার্তা শমীকের

বাংলায় হিংসার বলি ৩

রিমি শীল ও আশিস মণ্ডল

কলকাতা ও নানুর, ৫ মে : বদলার রাজনীতিকে বদলানোর বার্তা দিয়েছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কোনওরকম হিংসা বরদাস্ত করা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও। ভোটপরবর্তী হিংসা রুখতে ৭০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীও মোতায়েন রাখা হয়েছে। কিন্তু তারপরও বাংলার রাজনীতি ভোটপরবর্তী হিংসা থেকে মুক্ত থাকতে পারল না। সোমবার ফলপ্রকাশের পর থেকে কলকাতাসহ রাজ্যের একাধিক স্থানে তৃণমূলের কার্যালয়ে হামলার অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার নিউটাউন, উদয়নারায়ণপুর ও নানুরে ভোটপরবর্তী হিংসার বলি ৩।

নিউটাউনে বিজেপি কর্মীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরে জয় উদযাপন করে বাড়িতে ফেরার পথে বিজেপি কর্মীকে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্তকে। বেলেঘাটাতে এক তৃণমূল নেতার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ, ওই নেতা ভোটপরবর্তী হিংসার শিকার। নানুরেও খুন হয়েছেন তৃণমূল কর্মী। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও এক তৃণমূল কর্মী। তাঁকে বোলপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের নানুর থানার নানুর–চণ্ডীদাস গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্তোষপুর গ্রামে। মৃত তৃণমূল কর্মীর নাম আবীর শেখ (৪০)। জখম চাঁদু শেখকে বোলপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আবীর তৃণমূলের সন্তোষপুর বুথ সভাপতি ছিলেন। পরিবারের অভিযোগ, বিজেপির বিজয় উল্লাস ঘিরে অশান্তির মধ্যেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয় তাঁকে। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্যের বাড়ি। অন্যদিকে, বিজেপির দাবি, তাদের বিজয় মিছিল চলাকালীন তৃণমূল কর্মীরাই প্রথম হামলা চালায়। সেই ঘটনায় এক বিজেপি কর্মীও গুরুতর আহত হয়েছেন, তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। সব মিলিয়ে

ভোট পরবর্তী হিংসায় রুবিতে ভাঙচুর করা হয়েছে তৃণমূলের পার্টি অফিসে।

রাজ্যের নানা প্রান্তে দফায় দফায় উঠে এসেছে অশান্তির অভিযোগ।

হিংসা রুখতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ইতিমধ্যে কড়া বার্তা দিয়েছেন। তিনি মুখ্যসচিবকে এই বিষয়ে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ করারও আর্জি জানিয়েছেন। শমীক বলেন, ‘বিজেপির পতাকা নিয়ে অনেক জায়গায় ভাঙচুর করা হচ্ছে। কেউ এমন করলে আমরা দল থেকে বের করে দিতে বাধ্য হব।’ কর্মীদের কাছে তিনি আর্জি জানিয়েছেন, ‘শান্তিতে থাকুন। দল যে দায়িত্ব দিয়েছে পালন করুন। কারোর ভাবাবেগে আঘাত দেবেন না।’ এই ধরনের কাজের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের রাজনৈতিক রং না দেখে বহিষ্কারের মতো সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন তিনি। এমনকি হিংসার ঘটনায় পুলিশকে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে লালবাজার। তবে এখনও পর্যন্ত লালবাজারের কাছে রাজনৈতিক হিংসা সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি বলেই সূত্রের খবর। এবারের দুই দফার ভোটে কোথাও কোনও হিংসার ঘটনা ঘটেনি। এর জন্য অনেকেই নির্বাচন কমিশনের কড়াকড়িকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু ভোট মিটতেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হিংসার ছবি সামনে আসতেই শুরু হয়েছে চাপানউতোর। এদিন নিউটাউনে বিজেপি কর্মীকে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা কমল মণ্ডলের সঙ্গে মৃত বিজেপি কর্মী মধু মণ্ডলের জমি সংক্রান্ত বিবাদ বিজেপির জয়ের পরে বিরাট আকার নেয়। অন্যদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে আইএসএফ-এর বিরুদ্ধে তৃণমূল কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগ উঠেছে। রুবিতে তৃণমূলের কার্যালয়ে, নিমকুড়িয়া গ্রামে তৃণমূল নেতার বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। কুলতলিতে আবার বিজেপির কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে।

তৃণমূলের ২২ মন্ত্রীর হার

কলকাতা, ৫ মে : প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার প্রবল ঝড়ে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের দেড় দশকের সাম্রাজ্য। গণনার শেষে যে ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা শাসকদলের জন্য কেবল একটি নির্বাচনী পরাজয় নয়, বরং তাদের গোটা শাসনকাঠামোর প্রতি সাধারণ মানুষের এক চূড়ান্ত প্রত্যাখ্যান। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরে পরাজিত হয়েছেন। তার চেয়েও বড় ধাক্কা হল, সদ্য বিদায়ী তৃণমূল সরকারের ৩৫ জন মন্ত্রীর মধ্যে ২২ জনই এবারের নির্বাচনে হেরে গিয়েছেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, সাধারণ মানুষ শুধু প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ভোট দেননি, তাঁরা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং তাদের প্রশাসনিক মডেলকে সরাসরি কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন।

মন্ত্রীদের তালিকা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রকগুলোর দিকে তাকালে এই প্রত্যাখ্যানের গভীরতা আরও স্পষ্ট হয়। নারী ও শিশু কল্যাণ, শিল্প, আবাসন, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, পরিবহণ এবং অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব সামলানো হেভিওয়েট মন্ত্রীরাও জনতার দরবারে মুখ থুবড়ে পড়েছেন। নারী ও শিশু কল্যাণ এবং শিল্পমন্ত্রী শশী পাঁজা শ্যামপুকুর কেন্দ্রে বিজেপির পূর্ণিমা চক্রবর্তীর কাছে ১৪,৬০০-র বেশি ভোটে হেরে গিয়েছেন। পরিবেশমন্ত্রী তথা দলের প্রথম সারির নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য দমদম উত্তর কেন্দ্রে বিজেপির সৌরভ সিকদারের কাছে ২৬,৪০০-র বিশাল ব্যবধানে পরাজিত হয়েছেন। সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার দুর্গাপুর পূর্ব আসনে বিজেপির চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ৩০,৯০০-রও বেশি ভোটে হেরে গিয়েছেন, যা শাসকদলের জন্য এক মারাত্মক ধাক্কা।

উত্তরবঙ্গেও শাসকদলের চরম বিপর্যয় ঘটেছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ দিনহাটা কেন্দ্রে বিজেপির অজয় রায়ের কাছে ১৭,৪০০-র বেশি ভোটে পরাজিত হয়েছেন। দলের অন্যতম প্রধান সংখ্যালঘু মুখ এবং গণশিক্ষা প্রসার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী মন্তেশ্বর কেন্দ্রে বিজেপির সৈকত পাঁজার কাছে ১৪,৭০০-র বেশি ভোটে হেরে গিয়েছেন। প্রাক্তন মন্ত্রী নির্মল মাজি গোঘাট কেন্দ্রে বিজেপির প্রশান্ত দিগরের কাছে প্রায় ৪৯,৫০০ ভোটের এক বিপুল ও লজ্জাজনক ব্যবধানে পরাজিত হয়েছেন।

এই দীর্ঘ পরাজয়ের তালিকায় রয়েছেন অরূপ বিশ্বাস (টালিগঞ্জ), ব্রাত্য বসু (দমদম), সুজিত বসু (বিধাননগর), ইন্দ্রনীল সেন (চন্দননগর), বেচারাম মান্না (সিঙ্গুর), মলয় ঘটক (আসানসোল উত্তর), মানস রঞ্জন ভুঁইয়ার (সবং) মতো দলের একেবারে প্রথম সারির দাপুটে মন্ত্রীরা। এছাড়াও স্বপন দেবনাথ, বুলু চিক বরাইক, বীরবাহা হাঁসদা, সন্ধ্যারানি টুডু, বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, উজ্জ্বল বিশ্বাস, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, শ্রীকান্ত মাহাতো এবং সত্যজিৎ বর্মনের মতো মন্ত্রীরাও নিজেদের কেন্দ্রে মানুষের মন জিততে ব্যর্থ হয়েছেন।

শাসকদলের এই পাহাড়প্রমাণ বিপর্যয় প্রমাণ করছে যে, গত পনেরো বছর ধরে তৈরি হওয়া ক্ষোভ, দুর্নীতির অভিযোগ এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার বিরুদ্ধে বাংলার মানুষ ব্যালট বাক্সে একজোট হয়ে নীরব অথচ শক্তিশালী বিপ্লব ঘটিয়েছেন। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর হার এবং মন্ত্রিসভার এই মোহভঙ্গ বুঝিয়ে দিল, বাংলার রাজনীতিতে চেনা সমীকরণ এবার সম্পূর্ণ উলটে গিয়েছে। নবান্নের অলিন্দে এখন শুধুই এই ঐতিহাসিক পতনের অনুরণন।

মঙ্গলবার সল্টলেকের পার্টি অফিসে ঢোকার মুখে ভবানীপুর ও নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

৫ কোটিতে টিকিট বিক্রি!

তৃণমূলের দুর্নীতি নিয়ে বোমা ফাটালেন মনোজ

কলকাতা, ৫ মে : রাজ্যের প্রাক্তন হয়ে যাওয়া শাসক দলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে শেষ, আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মনোজ তিওয়ারি। আজ সমাজমাধ্যমে পোস্ট দিয়ে সেই ইঙ্গিতে সিলমোহর দিলেন। একইসঙ্গে তৃণমূলের দুর্নীতির বোমা ফাটালেন। মনোজের বিস্ফোরক দাবি, হাওড়ার শিবপুর কেন্দ্র থেকে বিধানসভা নির্বাচনে ফের টিকিট পাওয়ার জন্য তাঁর কাছে ৫ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছিল! সেই বিপুল অঙ্কের টাকা দিতে রাজি না হওয়াতেই তাঁকে এবার টিকিট দেওয়া হয়নি। মনোজের স্পষ্ট কথা, যে দল আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে আছে এবং যেখানে উন্নয়নের কোনও বালাই নেই, সেখানে এই বিশাল হার অবধারিত ছিল। ক্ষুব্ধ মনোজ বলেন, ‘অন্তত ৭০-৭২ জন প্রার্থী ৫ কোটি টাকা দিয়ে টিকিট কিনেছিলেন। এবার মিলিয়ে দেখে নিন, তাঁদের মধ্যে কতজন জিতেছে। আমার কাছে তৃণমূল অধ্যায় চিরতরে শেষ!’

মন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে মনোজ জানান, তাঁকে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর যে পদ দেওয়া হয়েছিল, তা আদতে একটি ‘ললিপপ’ ছাড়া আর কিছুই ছিল না! মন্ত্রীসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীকে কোনও সমস্যার কথা বলতে গেলেই মাঝপথে থামিয়ে দেওয়া হত। নেত্রী নাকি সটান বলতেন, তোমাদের জন্য আমার কাছে সময় নেই।

হাওড়ার নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল দশার কথা বারবার তুলেও লাভ হয়নি। নেত্রী শুধু মাস্টার প্ল্যানের নামে ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছেন। বাধ্য হয়ে বিধায়ক তহবিলের বাইরে নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়েও তিনি নিকাশির কাজ করিয়েছেন। এর পাশাপাশি, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা তোলাবাজির অভিযোগও হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন মনোজ। তিনি জানান, ১০ বছর আইপিএল এবং ২০ বছর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলে তিনি যথেষ্ট উপার্জন করেছেন। ২০২১ সালের

ফেসবুকে এই পোস্ট করেই দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন মনোজ।

হলফনামাতেই তাঁর ২০ কোটি টাকার সম্পত্তির উল্লেখ ছিল। ফলে তাঁর তোলাবাজির কোনও প্রয়োজন ছিল না।

অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মনোজ। তাঁর কটাক্ষ, ‘অরূপদা খেলার অ-আ-ক-খ বোঝেন না!’ তিনি দাবি করেন, অরূপ বিশ্বাস এতটাই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেন যে, তাঁকে নিজের মন্ত্রকের কাজই করতে দিতেন না। ডুরান্ড কাপের মতো বড় মঞ্চেও তাঁকে ব্রাত্য করে রাখা হয়েছিল। সম্প্রতি কলকাতায় লিওনেল মেসির অনুষ্ঠান ঘিরে যে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা ও ভাঙচুর হয়েছিল, তা নিয়েও মুখ খুলেছেন তিনি। মনোজ জানান, তিনি জানতেন এমন একটা কেলেঙ্কারি হতে চলেছে, তাই সাধারণ মানুষকে বোকা বানানোর ওই অনুষ্ঠানে তিনি ইচ্ছে করেই যাননি। অরূপ বিশ্বাসকে বারবার নির্দিষ্ট ক্রীড়ানীতি তৈরির কথা বললেও তিনি কর্ণপাত করেননি। আপাতত রাজনীতির পঙ্কিল আবর্ত থেকে বেরিয়ে নিজের চেনা বাইশ গজেই ফিরতে চান মনোজ। তবে ভিন্ন ভূমিকায়। সিএবির ভিশন ২০২৮ প্রকল্পের সঙ্গে তিনি ইতিমধ্যেই যুক্ত। এবার পূর্ণ সময়ের কোচিংয়ে আসার লক্ষ্যে বাংলার কোচ হতে চেয়ে আবেদনও করেছেন তিনি।

বিধায়ক হয়েও সাধারণ থাকতে চান কলিতা

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ৫ মে : বঙ্গ বিজেপির বিধায়ক তালিকায় এখন নারী শক্তির জয়জয়কার। তাঁদের মধ্যে যাঁর নাম এই মুহূর্তে সবার মুখে মুখে ঘুরছে তিনি হলেন কলিতা মাজি। পরিচারিকার কাজ করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করা পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের কলিতা মাজি এখন বিধায়ক। আর কয়েক দিন পর রাজ্য বিধানসভার অলিন্দে দাঁড়িয়ে বিধায়ক হিসাবে তিনি নেবেন শপথ। তার প্রাক্কালে জঙ্গলমহল হিসাবে পরিচিত আউশগ্রাম জুড়ে এখন শুধুই চর্চিত হচ্ছে কলিতা মাজির নাম।

দিন দরিদ্র পরিবারের কলিতা মাজি পেশায় পরিচারিকা। আউশগ্রামের গুসকরা পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝপুকুর পাড়ায় তাঁর বাড়ি। তিনি সেখানকার ১৯৫ নম্বুর বুথের ভোটার।আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রটি বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত।এটি তপশিলি জাতি সংরক্ষিত আসন। কলিতা মাজি ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই আসনে বিজেপি প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছিলেন। তবু এবারও কলিতা মাজির উপরেই ভরসা রাখে বিজেপি।স্বামী ও এক ছেলেকে নিয়ে কলিতা মাজির সংসার। ছেলে পার্থ এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে।

বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর গত ১৬ মার্চ বিজেপি নেতৃত্ব তাঁদের আউশগ্রামের প্রার্থী হিসাবে কলিতা মাজির নাম ঘোষণা করে । নাম ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথেই দলের নেতা ও

ভোটে জেতার পর আউশগ্রামের বিজেপি বিধায়ক কলিতা মাজি।

কর্মীদের সঙ্গে তিনি প্রচারে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর বিপক্ষে তৃণমূল প্রার্থী করেছিল পূর্ব বর্ধমান জেলাপরিষদের সভাধীপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার কে। তৃণমূল প্রার্থীকে জয়ী করার জন্য আউশগ্রাম ব্লক তৃণমূলের সভাপতি আব্দুল লালন সর্বশক্তি নিয়ে ভোটের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পেশি শক্তি ও অর্থবল সবের মিশেল ঘটিয়েও বিজেপি প্রার্থী কলিতা মাজি ও তাঁর দলের সতীর্থদের মনোবল ভাঙতে পারেন নি লালন।

শেষ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৭ হাজার ৬৯২ আউশগ্রামবাসীর ভোট পেয়ে কলিতা মাজি শেষ হাসি হাসেন। তিনি ১২ হাজার ৫৩৫ ভোটে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল প্রার্থী শ্যামাপ্রসন্ন লোহারকে পরাজিত করেন।

কলিতা মাজি মঙ্গলবার বলেন, আমি গরিব পরিবারের একজন বধূ। তাই গরিবের মর্ম আমি বুঝি।আজ আমি বিধায়ক হয়েছি ঠিকই । তবে আমি তৃণমূলের বিধায়কদের মতো হতে চাই না। চাইনা আতিশয্য। আমি আউশগ্রামের সকল মানুষজনের হয়ে তাদের ভালোর জন্য কাজ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহজীর মুখ উজ্জ্বল করতে চাই।

ছন্দে ছন্দে কত রং বদলায়... মঙ্গলবার নদিয়ায়। ছবি-পিটিআই

নবান্নে গেরুয়া আবির, ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৫ মে : নীল-সাদা নবান্ন থেকে তৃণমূলের বিদায়ঘণ্টা বাজতেই মঙ্গলবার বদলে গেল খোদ প্রশাসনিক সদর দপ্তরের অন্দরমহল। মঙ্গলবার নবান্নের অলিন্দে উড়ল গেরুয়া আবির, শোনা গেল ‘জয় শ্রীরাম’ আর ‘ভারত মাতা কি জয়’ স্লোগান। যে নবান্ন এতদিন ছিল কড়া অনুশাসনে মোড়া, সেখানেই আজ সরকারি কর্মীদের হাতে দেখা গেল গেরুয়া পতাকা। এতদিন যে কর্মীরা মৌনব্রত পালন করছিলেন, তাঁরাই আজ মেতে উঠলেন বিজয়োল্লাসে। ডিএ বঞ্চনা থেকে শুরু করে নানা ক্ষোভ উগরে দিয়ে কর্মীদের স্পষ্ট দাবি, ‘এতদিন মুখ বুজে কাজ করতে হত, এবার আমরা মুক্ত।’

২০২৬-এর মহাযুদ্ধে ২০৭টি আসন জিতে বাংলায় ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। ঘাসফুল শিবির মাত্র ৮০টি আসনে থমকে

মঙ্গলবার নবান্নে গেরুয়া আবির খেলছেন সেখানকার কর্মীরা।

যাওয়ায় প্রশাসনিক মহলেও তার প্রভাব পড়েছে। একদিকে যখন নবান্নের অন্দরে আবির খেলা চলছে, অন্যদিকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের এক মন্তব্যে নতুন জল্পনা শুরু হয়েছে। তাঁর ইঙ্গিত, নতুন সরকার নবান্ন নয়, বরং ঐতিহ্যের লালবাড়ি অর্থাৎ ‘মহাকরণ’ থেকেই রাজ্য পরিচালনা করবে। তবে আপাতত নবান্নের বাইরে ও ভেতরে উৎসবের মেজাজ তুঙ্গে। গেরুয়া-ঝড়ে তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটিগুলি চুরমার হতেই কর্মীরা এখন বুক ঠুকে দাবি তুলছেন বকেয়া পাওনার।

ইস্তফা এজি’র

কলকাতা, ৫ মে : রাজ্যে পালাবদল হতেই ইস্তফা দিলেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত। মঙ্গলবার রাজ্যপাল আরএন রবির কাছে ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছেন তিনি। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর থেকে রাজ্যের এজি পদে একটানা ছিলেন কিশোর দত্ত। এদিন সরকার পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে আইনি প্রক্রিয়াতেও। কলকাতা হাইকোর্টের অধিকাংশ মামলায় রাজ্যের প্যানেলের আইনজীবীরা না থাকায় শুনানি সম্ভব হয়নি।

নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী অ্যাডভোকেট জেনারেল কে হবেন সে ব্যাপারে নতুন সরকার নামের সুপারিশ পাঠাবে রাজভবনে। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে তাঁকে নিয়োগ করবেন রাজ্যপাল। পাশাপাশি এদিন রাজ্য সরকারের সঙ্গে মামলার পক্ষে বা বিপক্ষে এখনই কোনও রায় ঘোষণা না করার জন্য হাইকোর্টে অনুরোধ করেছেন আইনজীবী সুস্মিতা সাহা দত্ত। বিজেপিপন্থী আইনজীবীদের বক্তব্য, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তন হয়েছে। নতুন সরকারের আইনজীবীদের তালিকা তৈরিতে সময় লাগবে। তাই আদালত যাতে রাজ্যের মামলাগুলিতে কোনও রায়দান না করে বিচারাধীন রাখে। প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল জানিয়েছেন, বিভিন্ন মামলার বিষয়বস্তু দেখে আবেদন বিবেচনা করা হতে পারে।

পুরোনো ছন্দে ফিরতে চলেছে মহাকরণ। ছবি-রাজীব মণ্ডল।

মহাকরণ থেকে নতুন সরকার চালাবে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ মে : বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্রে ঐতিহাসিক পটপরিবর্তন। দেড় দশকের ঘাসফুল শাসনে ইতি টেনে গঙ্গার দু-পারে এখন দাপট দেখাচ্ছে গেরুয়া বাহিনী। আর এই ঝোড়ো জয়েরসঙ্গেই শুরুহয়েছেএক বড়সড়ো প্রশাসনিক রদবদলের ইঙ্গিত। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন, নীল-সাদা নবান্ন নয়, বরং ঐতিহ্যের লাল বাড়ি অর্থাৎ ‘রাইটার্স বিল্ডিং’ থেকেই সম্ভবত পরিচালিত হবে নতুন সরকারের কাজকর্ম।

২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য নিয়ে ওড়িশার ধাঁচেই বাংলায় ক্ষমতা দখল করেছে বিজেপি। দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন নিয়ে প্রথমবার রাজ্যে সরকার গড়তে চলেছে পদ্ম শিবির। এই জয়ের ঔজ্জ্বল্য আরও বেড়েছে খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড় ভবানীপুরে তাঁর পরাজয়ে। সেখানে তৃণমূল নেত্রীকে হারিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। বিদায়ি মন্ত্রীসভার ২০ জন হেভিওয়েট মন্ত্রী এবার ধরাশায়ী। অন্যদিকে, ’২১-এর বিধানসভা ভোটের খরা কাটিয়ে বাম ও কংগ্রেসের বিধানসভায় প্রত্যাবর্তন নয়া সরকারের আমলে বিরোধী কণ্ঠস্বরকে আরও জোরালো করবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

শমীক ভট্টাচার্য আগেই দাবি করেছিলেন, পরিবর্তন এলে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী নবান্ন থেকে নয়, মহাকরণ থেকে প্রশাসনিক কাজ সামলাবেন। সেই সুরেই এখন মহাকরণ সাজানোর তৎপরতা তুঙ্গে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে ২০১৩ থেকে প্রশাসনিক কাজকর্ম নবান্নে সরে গেলেও মহাকরণ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। স্বরাষ্ট্র, ভূমি সংস্কার, কৃষি ও আইন দপ্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিভাগ এখনও সেখান থেকেই চলে। তবে বর্তমানে লাল বাড়ির অন্দরমহলের ছবিটা খুব একটা স্বস্তিদায়ক নয়। দীর্ঘদিন সংস্কারের কাজ চললেও কোথাও দেওয়ালে ফাটল, কোথাও আবার শৌচাগারে জলের অভাবের মতো জীর্ণ দশা কর্মীদের ভোগাচ্ছে।

দোতলায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘর ও মিটিং রুম এখনও নির্মীয়মাণ অবস্থায় রয়েছে। তবে নতুন সরকার আসার জল্পনা শুরু হতেই মঙ্গলবার মহাকরণজুড়ে প্রশাসনিক কর্তাদের পরিদর্শন ও কড়াকড়ি চোখে পড়ার মতো। নবান্ন থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু কি সত্যিই আবার ডালহৌসির অফিস পাড়ায় ফিরবে? শমীক ভট্টাচার্যের মন্তব্য ঘিরে সেই জল্পনা এখন তুঙ্গে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, বাংলার রাজনীতিতে যে এক নতুন যুগের সূচনা হচ্ছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩৪৫ সংখ্যা, বুধবার, ২২ বৈশাখ ১৪৩৩

অন্তর্ঘাতের খেসারতও

প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া ছিল। মেরুকরণের ধাক্কা অতি বাস্তব। তবে তৃণমূলের চরম বিপর্যয়ের আরও একটি কারণ আছে। সেকারণটির বীজ রয়েছে দলের মধ্যে। অসন্তোষ, অন্তর্দ্বন্দ্ব, অভ্যন্তরীণ সমীকরণ ডুবিয়ে দিয়েছে তৃণমূলকে। দলের নির্বাচনি সাফল্যের চেয়েও তৃণমূলের একাংশে বড় হয়ে উঠেছিল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থ। সেই স্বার্থের পিছনে কোথাও ছিল সাংগঠনিক ক্ষমতা। কোথাও ছিল জনপ্রতিনিধির পদ নিয়ে আঁকচাআঁকচি। কোথাও বাস্তব ছিল বেআইনি কারবারের যোগসাজশ।

খোদ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শত চেষ্টা করেও সেই দ্বন্দ্বকে সামাল দিতে পারেননি। কোথাও কোথাও তাঁদের হুমকিতে ধামাচাপা পড়েছিল মাত্র। কিন্তু দলের মধ্যে গোপনে, লুকিয়ে পরস্পরের ক্ষতিসাধন তাতে থমকে যায়নি। তাতে সার্বিকভাবে দলের ক্ষতি হচ্ছে জেনেও তৃণমূলের একাংশ মারাত্মকভাবে সেই কাজে তৎপর ছিল। অপছন্দের প্রার্থীকে হারানোর জন্য নিজে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা বা অনুগামীদের নিষ্ক্রিয় রাখার কৌশল নিয়েছেন অনেকে।

উত্তরবঙ্গে নজর দিলে দেখা যাবে, কোচবিহারে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ গোটা ভোটপর্বে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে ছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠদের কেউ কেউ কংগ্রেস শিবিরে ভিড়েছিলেন। কেউ চুপ থাকলেও ভোট দিয়েছেন পদ্ম চিহ্নে। অনেকে গোপনে বিজেপি প্রার্থীকে জেতানোর প্রচারও করেছেন। একই কথা খাটে রাজগঞ্জে সদ্য প্রাক্তন সভাপতি খগেশ্বর রায় কিংবা হরিশ্চন্দ্রপুরে প্রাক্তন মন্ত্রী তজমুল হোসেনের ক্ষেত্রে।

খগেশ্বর নিজে তৃণমূল প্রার্থী এশিয়াডে সোনাজয়ী অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনের প্রচারে আঁঠার মতো সেঁটেছিলেন বৈকি। কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠরা প্রথম থেকে বেঁকে বসেছিলেন স্বপ্নাকে প্রার্থী মনোনয়নের বিরোধিতা করে। হরিশ্চন্দ্রপুরে তজমুল ও তাঁর বাহিনী কার্যত প্রকাশ্যে তৃণমূলের বিরোধিতা করেছেন। জলপাইগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে পুরসভা ও তৃণমূলের অনেক প্রভাবশালী কর্মকর্তার প্রার্থী পছন্দ হয়নি। প্রথম দিকে তাঁরা অসন্তোষ দেখিয়েছিলেন বটে। পরে প্রকাশ্যে দলীয় প্রচারে থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে পিছন থেকে ছুরি মেরেছেন তৃণমূলকে।

আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া এলাকায় ভোটগণনার পর কয়েকজন মাঝারি স্তরের নেতা প্রকাশ্যে গেরুয়া আবির গায়ে মেখে উল্লাসে শামিল হয়েছিলেন। যাতে স্পষ্ট যে, তাঁরা গোপনে প্রচারপর্বে সরাসরি অন্তর্ঘাত করেছেন তৃণমূলে। বিজেপির এই বিপুল জয়ের পর তাঁদের অনেকে প্রকাশ্যে সেকথা স্বীকারও করছেন। এরকম উদাহরণ গোটা বাংলাজুড়ে। এতে প্রমাণ হয়, তৃণমূলের শত্রু তৃণমূলের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। কেউ অতি সংগোপনে, কেউ কেউ কিছুটা প্রকাশ্যে বিশ্বাসঘাতকতা চালিয়ে গিয়েছেন।

গোটা বাংলাজুড়ে তৃণমূলের অভ্যন্তরে এই অন্তর্ঘাতের অভিঘাতের ধাক্কা বিরাট ছিল। যা প্রতিপক্ষের পক্ষে জনমতের সুনামির পাশাপাশি বিপুল ক্ষতি করেছে তৃণমূলের। দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব তা একেবারে বুঝতে পারেনি, তা নয়। কিন্তু শাসকসুলভ দম্ভ ও ঔদ্ধত্যে সেই সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল। ঘরের আগুনে যে এভাবে দল পুড়বে, তা বিশ্বাস করতে চায়নি। কাক যেমন চোখ বন্ধ রেখে মনে করে তাকে কেউ দেখছে না, তৃণমূল নেতৃত্বের অবস্থা তেমন হয়েছিল।

শীর্ষ নেতৃত্বের অভ্যন্তরীণ চেহারাতেও নানা সমস্যা ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যেমন দলে নিজস্ব বৃত্ত আছে, তেমনই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আছে। বৃত্তগুলির অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গে তালমেল ছিল না। মমতার খুব কাছের নেতা ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাসরা অভিষেকের বৃত্তে আমল পেতেন না। একইভাবে অভিষেকের বলয়ের অনেকে ছিলেন মমতা শিবিরে ব্রাত্য।

সেসবের প্রত্যক্ষ প্রভাব দলের জেলা স্তরে, নীচু স্তরে পড়েছে। জেলা স্তরে অনেকে সরাসরি অভিষেকের সদর দপ্তরের ঠিকানা ক্যামাক স্ট্রিটের অনুগামী বলে চিহ্নিত হতেন। কেউ কেউ সেই পরিচয়ে দলে ছড়ি ঘোরাতেন ও অভিষেকের লোক বলতে গর্ববোধ করতেন। ফিরহাদ, অরূপ প্রমুখের সঙ্গে ক্যামাক স্ট্রিটের সম্পর্ক বরাবরই অম্ল-মধুর ছিল। দলের সর্বোচ্চ স্তরে যদি এই অবস্থা থাকে, তবে নীচুতলায় তার ব্যত্যয় হবে কীভাবে! এসবেরই খেসারত তৃণমূলকে দিতে হল ভোটে।

অমৃতধারা

মনের চেয়ে চিত্ত সূক্ষ্ম। চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলেই মনের সৃষ্টি হয়। যেরূপ সরোবরের জলের মধ্যে ঢিল ছুড়লে বা অন্য কোনওরকম আঘাত লাগিলে তরঙ্গ উপস্থিত হয়, সেইরূপ চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলে মনের ক্রিয়া হয়। চিত্তই প্রকৃতি। চিত্ত, অহংকার, বুদ্ধি ও মন-মনের এই চারিটি বিভাগ। মন জড়ও নয়, চেতনও নয়-মনের স্বরূপ অচিন্তনীয়। এই জগৎ মনেরই সৃষ্টি। সমষ্টি মনই ব্রহ্ম। চিৎপ্রতিবিম্বিত চিদাভাসই চিত্ত বা জীব। এই কারণ- চিত্ত বা জীব ব্রহ্ম। এই জীবজগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। একমেবাদ্বিতীয়ম। ব্রহ্ম যেমন অনাদি, জীবও সেইরূপ অনাদি। প্রবাহরূপে সৃষ্টিও সেইরূপ অনাদি।

-শ্রীশ্রীনিগমানন্দ সরস্বতী

একটু শুধরে দেওয়া যাক

তৃণমূলের আধিপত্য ও বামপন্থার বিকল্পের মাঝে গেরুয়া ঝড়ে বিদ্ধ পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তনকামী নতুন জনমত।

শুভময় মিত্র

অনেক কিছুই বদলে যাচ্ছে দ্রুত। অবনতির ক্ষত ফুটে উঠছে সর্বত্র। সাবধানবাণী প্রতিধ্বনিত হচ্ছে অনেকদিন ধরেই। অনেকেই ক্ষতিটা তাঁর অন্তত হবে না ভেবে হাঁটা লাগিয়েছেন নিজের গন্তব্যের দিকে। একসময় এমন সতর্কীকরণ এন্তারই থাকত। কিন্তু মিলত কম। প্রযুক্তির আশীর্বাদে এখন নিখুঁতভাবে মিলে যায়। ৪ তারিখের কথাই ধরা যাক। বিকেলের পর থেকে আবহাওয়া বদলাবে, ঝড়-বৃষ্টি হবে বলে জানানো হয়েছিল। হয়তো কোথাও দু'এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। ওই পূর্বাভাসে বলা ছিল না পশ্চিমবঙ্গ জোড়া সুনামির কথা। আসলে হাওয়া অফিসের কাজ প্রকৃতি নিয়ে। অপ্রকৃতিস্থ মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে ভোটের হাওয়া কোন দিকে ঘুরে যাবে সে নিয়ে ওরা মন্তব্য করেনি।

ওজোন লেয়ার ফুটো হয়ে গেলে আসলে কী হতে পারে তা নিয়ে ভাবার বদলে ভোটের ঝুলি পাংচার করার প্রযুক্তি নিয়ে জোরদার গবেষণা শুরু হয়েছিল। ভোটের মোহন্তরা বারবার সতর্ক করে যাচ্ছিলেন, ভুলেও নক্ষত্রের উত্থানপতনের জ্যোতিষপনা কেউ যেন না করেন। অভিজ্ঞ গণৎকাররা স্ক্রিনে নেমে পড়েছিলেন তাঁদের সৃষ্ট কুষ্ঠির ছক পরিবৃত হয়ে। জনগণ এখন সেয়ানা হয়ে গেছেন। কাউকে বিশ্বাস করেন না। দু'ভাগে ভোট হওয়ায়, সব দেখেছেন। ইন্টারভ্যালে পপকর্ন খেয়েছেন নিবিষ্ট মনে। কিছু ক্ষেত্রে কান খাড়া রেখেছেন কয়েকটি চ্যানেলে কারণ তাঁরা সাধারণত ফালতু বকেন না, নিদানের ট্র্যাক রেকর্ড ভালো। গত এক মাসে তাঁরা রাজ্য ঘুরে পালস বুঝে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে, বা বিনা যুদ্ধে শাসকদলের জয়ের কথা বলেছিলেন। অন রেকর্ড। তৃণমূল ও বিজেপি যথারীতি ঊরু চাপড়ে পরস্পরকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারী কর্তব্যের খাতিরে অপরের দুর্গকে ধুলাগড় করে দেবেন বলে জানিয়েছিলেন। দলের স্পিরিট যাতে তুঙ্গে থাকে তাই এই নির্ঘোষ। পাশাপাশি, যেহেতু জিতে ক্ষমতায় আসার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই, তাই কংগ্রেস অর্থাৎ অধীর চৌধুরী এবং সিপিএমের নতুন ব্রিগেডকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেছেন সবাই। যাঁরা এঁদের ভোট দিতে আগ্রহী নন তাঁরাও। অভিযোগহীন, পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিদের প্রতি এখনও মানুষের রাজনৈতিক না হলেও কিছু নৈতিক সমর্থন আছে। প্রধান যুযুধান দুই পক্ষের নেতা ও গিরগিটি মিডিয়ার মধ্যেও এই বিরল ভদ্রতা নজরে পড়েছিল। উলটো দিকে, নিশ্চিতভাবে জয়ী হবে, আইদার অর দলের বিরুদ্ধে নেহাতই ক্ষুদ্র বিরোধীদের কুৎসা ছড়াতে দেখা যায়নি। আসলে এদের ওপর চাপ ছিল না। ক্ষমতায় না থাকার এই এক সুবিধে। সরকার গড়ার অভিপ্রায় ছিল বলে মনেও হয় না। মাথা খারাপ?

কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হয়ে গিয়েছিল বুলডোজার চালানো। ইডির ধরপাকড়, শাসকদলের লোকদের হেনস্তা, অভাবনীয়, অদৃষ্টপূর্ব সামরিক উপস্থিতি দেখে আমরা তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম। শাসকদল ক্রুদ্ধ। অভিযোগ করা ছাড়া তাদের আর কিছুই করতে দেখা যায়নি। ক্ষমতাবলে কোনও প্রতিরোধ গড়তে পারলেন না তাঁরা। এতই দুর্বল সংগঠন? এতখানি হীনবল অবস্থা? পুলিশ অবধি মানছে না। এদিকে মূল রাস্তা থেকে ঢুকে পড়া সরু গলিতে, টালির ঘরে, ঝুপড়ির দেওয়ালে কান পাতলে চাপা শব্দ কানে আসছিল, 'বিজেপি আসছে কিন্তু।' শাসকদলের কল্যাণে যেসব গরিব লোকজন কিছু কাজ পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আশঙ্কা ছিল, বিজেপি এলে সেই কাজটা থাকবে তো? একশো দিনের কাজের বারোটা বেজেছিল আগেই। আমি নিজে দেখেছি, যেটুকু টাকা মানুষের অ্যাকাউন্টে জমা পড়ত তার অনেকটাই হাতিয়ে নিত স্থানীয় নেতারা। বিজেপি ক্ষমতায় এলে আরও দেবে, এই আশ্বাস পেয়েও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলেন না কেউ। ক্ষমতায় থাকা কাউকেই মানুষ আর বিশ্বাস করেন না। বিজেপির বর্গি স্টাইল আক্রমণ, ধর্মীয় আগ্রাসনের আবহে কেউই বুঝতে পারছিলেন না যে কী করবেন। কাকে ভোট দেবেন। হেভিওয়েট দুর্নীতিগুলো বিরোধীরা বারবার হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ করছিলেন। পুরোনো স্টাইলে বামেরা চিন, ভিয়েতনাম, ভেনেজুয়েলা নিয়ে লাল প্রতিবাদে শামিল হননি। আধুনিক বাম প্রকৃতি অনেকটাই বদলে গেছে। অতএব তাঁরা জান লড়িয়ে প্রচার ও জনসংযোগের চেষ্টা করে গেছেন মরিয়া হয়ে। মানুষের মুখে এক ধরনের সমর্থনের চেহারাও স্পষ্ট হচ্ছিল। 'নতুন সরকার আমরাই গড়ব' একথা তাঁদের বলতে শুনিনি। তাঁরা শুধুমাত্র বলে গেছেন, 'বাম-ই বিকল্প'।

আরজি করের ন্যক্কারজনক ঘটনার পর বামপন্থীদের লড়াইটা জোরদার হয়েছিল। শাসকদল সফল হয়েছিল ব্যাপারটা গুলিয়ে দিতে। সেসময় বিজেপিকে সেভাবে প্রতিবাদের আসরে নামতে দেখা যায়নি। জনগণ কিছুদিন পরে নির্লিপ্ত হয়ে যায়। 'প্রতিবাদ এখন ফ্যাশনে পরিবর্তিত হয়েছে', 'রাজনৈতিক স্বার্থে বামেরা আন্দোলনটা ব্যবহার করেছে' কানাঘুষো শোনা যায় নয়, রীতিমতো জোরালো কলরবও শোনা গেছে। এসবের মধ্যে 'বিজেপি এসে গেছে' বাক্যটিও হাওয়ায় পাক খেতে শুরু করেছিল। অত্যাচার হয়েছে। একটা বিশাল সুবিধেবাদী জনগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। মাত্রাছাড়ানো লোভ প্রশ্রয় পেয়েছে। গরিব বড়লোক সবাই বেজায় চটে থাকলেও মুখে তেমন কিছু বলেননি। কিন্তু তুমুল অসন্তোষের হদিস টিভি, ইউটিউব, ফেসবুক পায়নি। চোখের সামনে আইপ্যাক উবে গেল। প্রশ্নের উত্তরে বাংলার মানুষ নির্বিকারভাবে গুল মেরে গেলেন। ভোটের আগে শাসকের বিরুদ্ধে কিছু বলে ফেললে পরে বিপুল মার খেতে হতে পারে, সেটাও অন্যতম কারণ। এসআইআর-কে শাসকদল কাজে লাগাতে ব্যর্থ হল। 'নো ভোট টু বিজেপি' ফেস্টুনটাও উধাও হয়ে যায় এবছর। সম্ভবত আদতে শৌখিন সমাজমাধ্যমের কলমচিদের প্রতিভায় ভাটা পড়েছিল। সবকিছু যে ঐতিহাসিকভাবে ভুল প্রমাণিত হবে, ভূত দূর অস্ত, জ্যান্ত শাসকের এই হাল হবে, নষ্ট-দামু-ও প্রেডিক্ট করতে পারতেন বলে মনে হয় না। অটোর ওপরে মাইকে প্রধানমন্ত্রীর রেকর্ড করা কণ্ঠ কি বাংলার লোকের কাছে আগ্রাসী ভিলেনের ডায়ালগসম মনে হয়েছিল? জানার উপায় নেই। এই পরিস্থিতিতে একদা লড়াকু, দুর্ধর্ষ নেত্রীকে অসংলগ্ন, বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। জ্যোতিবাবু, বুদ্ধবাবুর ট্রেডমার্ক ঔদ্ধত্য দেখেও মমতা শিখলেন না? আমরা অবাক হচ্ছিলাম। অদ্ভুত কিছু ইঙ্গিত ছিল বৈকি। রাস্তায় তৈরি হওয়া অজস্র কমলা মন্দিরে হিন্দি ভজনের পাশাপাশি বাজতে শুনেছি, 'আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা, দোষ কারো নয় গো মা।'

গেরুয়া রংয়ে রাঙানো হচ্ছে তৃণমূল কার্যালয়। মঙ্গলবার কলকাতায়।

> বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্রে এক বিশাল রদবদল আজ স্পষ্ট। একদিকে দুর্নীতির অভিযোগে বিদ্ধ শাসকদল, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় এজেন্সির সক্রিয়তা ও প্রশাসনিক কড়াকড়িতে বিজেপির উত্থান। আরজি কর কাণ্ড ও একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকা নিয়ে জনমানসে তীব্র অসন্তোষ থাকলেও তা প্রকাশ্যে আসেনি। বামপন্থীদের লড়াই থাকলেও ভোটাররা শেষপর্যন্ত কৌশলগত কারণে গেরুয়া শিবিরকেই বেছে নিয়েছেন। সাধারণ মানুষের নীরবতাই শেষপর্যন্ত শাসকদলের আত্মতুষ্টিকে তছনছ করে দিয়েছে। সেন্টিমেন্ট নয়, বরং স্বার্থ আর পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাই এখন বাংলার মূল চালিকাশক্তি।

ফালক্রামের বাংলা হল নিভ্রবিন্দু। ওইখানেই ঘটে গেল আসল ঘটনা। মোদি, অমিত শা'র মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণে তেমন মুগ্ধতার কারণ ঘটেছিল বলে মনে হয় না। আসলে কিছু লোক আখের গুছিয়ে নিয়েছে, রাজ্যের সার্বিক অবস্থা ভয়াবহ, এনাফ ইজ এনাফ। নিশ্চিতভাবে এই ক্ষোভের বাষ্পটি চেপে রাখা ছিল। মরিয়া পশ্চিমবঙ্গবাসী এক ঝটকায় বাজি রাখলেন অবাঙালি গেরুয়া দলের ওপর। মুসলিম, সংখ্যালঘুদের ভয় দেখিয়ে সুবিধে হল না। মাছ-মাংস খাবার মতো বিষয়কে পাত্তা না দিয়ে, জয় শ্রীরাম হুংকার শুনেও না শুনে চলে গেলেন অগ্নিকন্যার বিরুদ্ধে। সুমনের গানের একটি লাইনের টুকরো এখন শুনলে মনে হয় সেটা বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে, 'অধিকার বুঝে নেওয়া প্রখর দাবিতে।' সলিল চৌধুরী লিখেছিলেন, 'অধিকার কে কাকে দেয়? অধিকার কেড়ে নিতে হয়।' এসবই অন্য যুগে, ভিন্ন প্রেক্ষিতে রচিত। আসলে ছাব্বিশের বাংলা বদলে গেছে ভয়াবহভাবে। সেন্টিমেন্টকে হাতিয়ার করাটা অনাধুনিক অস্ত্র হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত পরিসরে কোণঠাসা অবস্থায় রোমান্সের বদলে স্বার্থের ছুরিটা চমকাতে শুরু করেছে। আমার পরিচিত এক ভদ্র, সৎ, শিক্ষিত লোক, বামফ্রন্টের নিশ্চিত ভোটার, বললেন 'সিপিএমকে আজও সমর্থন করছি, কিন্তু ভোট নষ্ট করে লাভ নেই, আগে ওগুলোকে ভাগাতে হবে, এবারে বিজেপিকে দিলাম। কী করে দেখি, তারপর দরকার পড়লে আবার সিপিএমকে ফিরিয়ে আনব। বদলে দেব পরের বার।' অর্থাৎ ডেভিলের অল্টারনেটিভ হল ডেভিল। ছ'টি গৌরবময় এডিশন সত্ত্বেও লালমোহনবাবু তাঁর কলমের ভ্রান্তি 'সাতে' শুধরে দিয়েছিলেন কি না তা আমাদের জানা নেই।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

আজ

১৮৬১

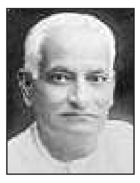

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন রাজনীতিবিদ মতিলাল নেহরু।

১৯৫৩

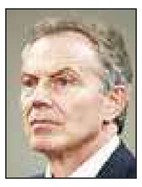

প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

কিছুক্ষণ গণনার পরেই বিজেপির লোকজন গণনাকেন্দ্রের ভিতরে ঢুকে মারধর শুরু করে। ১৩ হাজার ভোটে আমি লিড করছিলাম। ৩২ হাজারের বেশি পাওয়ার কথা ছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে ওরা গণনাকেন্দ্রে ঢুকেছে। সব ভেঙে দিয়েছে। কেন লোকভবনে গিয়ে পদত্যাগ করব? আমরা তো হারিনি। জোর করে ভোট লুট করা হয়েছে।

-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

নুন-পেঁয়াজ দিয়ে পেটপুজো! বিহারের পরিযায়ী শ্রমিকের জীবনযুদ্ধের করুণ দৃশ্যে সমাজমাধ্যমে ঝড়। চলন্ত ট্রেনের মেঝেতে বসে ওই শ্রমিক। খাবার কেনার টাকা নেই। এক টুকরো পেঁয়াজ, লংকা আর নুন দিয়ে খিদে নিবারণ করছেন তিনি।

ভাইরাল/২

গ্রেটার নয়ডার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকে হেনস্তা। ক্যাম্পাসের মধ্যে একদল ছাত্রী ওই ছাত্রীকে ঘিরে ধরে চুলের মুঠি ধরে টানাটানি করার পাশাপাশি চড় মারে, গালিগালাজ করে। ভাইরাল ভিডিওটি সামনে আসতেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

জনমন জনমত

চা-ঘুগনি বিক্রির উপদেশ নয়, সবার জন্য চাকরি চাই

বিধানসভা ভোটে এতগুলি সিট পাবেন- তা বোধহয় বিজেপি নেতারাও আশা করেননি। এর কারণ, যতটা বিজেপিকে ভালোলাগা, তার চাইতে অনেক বেশি তৃণমূল সরকারের প্রতি ক্ষোভ। সীমাহীন দুর্নীতি, তোলাবাজি, বেকারসমস্যা, সরকারি স্কুল-কলেজে শিক্ষকের অভাব, অপ্রতুল সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা, আরজি কর হত্যাকাণ্ড, নেতাদের ঔদ্ধত্যে ক্ষোভের পারদ সমানে চড়েছে। বিকল্প হিসেবে বাম-কংগ্রেস মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। তাই সবাই বিজেপিকে ঢালাও ভোট দিয়েছেন।

রাজ্যে এতদিন তৃণমূল কংগ্রেস থাকলেও আমরা নাগরিক চাহিদার এসবের কিছুই পাইনি। এই সরকার ১৫ বছর থেকেছে। কিছু করতে হলে বা কিছু করার সদর্থক ইচ্ছে থাকলে কয়েকদিনই যথেষ্ট। অথচ আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, একটার পর একটা বছর চলে গেলেও সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য এই সরকার সেভাবে কিছুই করেনি। শুধুমাত্র লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, যুবসাথী প্রকল্পের মতো কিছু অনুদানভিত্তিক উদ্যোগে মানুষের মন ভরানোর চেষ্টা হয়েছে।

কিছু করতে হলে চায়ের কেটলি, ঘুগনি নিয়ে পথে নামার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলে গিয়েছিলেন, চা-ঘুগনি নিয়ে পথে নেমে আর যাই হোক, কোনও রাজ্যের অর্থনীতিকে কখনোই তুলে ধরা সম্ভব নয়। এই সত্য এখন উপলব্ধি করার সময় এসেছে। আশা করব, নতুন সরকারের হাত ধরে আমরা নতুনভাবে পথ চলতে পারব। নতুন সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বেকারসমস্যার সমাধান, নারী সুরক্ষা, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন চাই আমরা।

আশিস রায়চৌধুরী
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

নির্ভীক সাংবাদিকতা

রক্তপাতহীন একটি নির্বাচন উপহার দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদকেও অজস্র ধন্যবাদ জানাই। রাজ্যে পালাবদল হতে চলেছে, তা একমাত্র এই সংবাদপত্রই প্রথম বুঝতে পেরেছিল। তবে তার আগে থেকেই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে কী কী অব্যবস্থা সমানে চলছে তা আমাদের সামনে নিয়মিতভাবে নিয়ে আসা হচ্ছিল। খবরের গলা টিপে ধরতে বহু চেষ্টাই হয়েছে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকরা কখনোই ভয় পাননি, মাথা নীচু করে পিছিয়েও যাননি। বরঞ্চ সেই চাপ সামলে একের পর এক অনিয়মের খবর নিয়মিতভাবে পাঠকদের সামনে নিয়ে এসেছেন। পাঠক হিসেবে এই সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে আমরা গর্বিত।

সঞ্জীব বাগচী, ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

শাসকের দম্ভ চূর্ণ ইভিএম-এ

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলকে সরিয়ে বিজেপির উত্থান প্রমাণ করল, নীরবতা মানেই শাসকপ্রিয়তা একেবারেই নয়।

সন্দীপন নন্দী

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের অভাবনীয় ফল প্রমাণ করল, নীরবতা মানেই শাসকপ্রিয়তা নয়। তৃণমূল কংগ্রেসকে টপকে বিজেপির বিপুল উত্থান আসলে নীরব ব্যালটে জমে থাকা ক্ষোভের বিস্ফোরণ। যুগে যুগে রাষ্ট্রের মৌষলকালে সমবেত স্বরই শাসকের ভ্রূকুঞ্চনের কারণ হয়েছে। এ রাজ্যের শাসক চেয়েছিল নাগরিক নীরব থাকুক, দৃঢ় হোক অনুদানের বিনিময়ে গড়ে ওঠা একমুখী কৃতজ্ঞতাবোধটুকু। তবু শাসকের আস্ফালন উপেক্ষায় লক্ষ মানুষের স্পর্ধা সঞ্চয় এবং ভোটবাক্সে অনুরণিত বিরুদ্ধস্বর অহংকারী শাসকের কাছে অস্বস্তির। অনভিপ্রেত এই অহংকে একনায়কত্বের মুকুল বলাই যায়। শাসক অনুগত প্রজার পাশে গড়তে চেয়েছে বিক্ষিপ্ত কণ্ঠরোধের প্রাচীর। ফলাফল? দিকে দিকে মাথা তোলে শাসকপ্রিয় 'সাইলেন্স জোন'।

রাষ্ট্রযন্ত্র ও পুলিশ আত্মচেতনার সংকটে সরকারের পাশেই দাঁড়িয়েছে বারবার। সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে দুষ্টের দমন নয়, ভূলুণ্ঠিত মানবিক বোধরক্ষার বদলে পুলিশ হতে চেয়েছে শাসক অনুগত। কখনও তারা গণসংহারে অবতীর্ণ প্রিয়তম সতীর্থ। আর এই 'পাওয়ার অফ লাইসেন্স' থেকেই পুলিশের সীমাবোধ হারিয়ে যায়। তখন সরকারের মুখ হয়ে বিচিত্র রাষ্ট্রীয় আয়নার সামনে দাঁড়ায় উর্দিধারীরা। 'সাদা আমি কালো আমি' হয়ে ওঠে অভব্য পুলিশ আধিকারিকের আত্মজীবনী। যে শ্রেণি প্রতিনিয়ত অশ্রাব্য কথায় জানতে চায়, আমরা তাদের ভয় পাই কি না! কিন্তু বিধানসভার এই জনাদেশ দেখাল, পুলিশি আস্ফালন দিয়ে মানুষের মন জয় করা যায় না।

খোলা হচ্ছে তৃণমূলের পতাকা। টালিগঞ্জে।

আসলে শাসকমাত্রই আত্মস্তুতি শ্রবণে মগ্ন এবং জনসংযোগরহিত। তাই ক্ষুধা, খুন, ধর্ষণ হতে রাষ্ট্রীয় প্রতিবেদনেও মিথ্যের প্রলেপ থাকে। যাতে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে শাসককে বাদ্যরত নিরোই মনে হয়। রাষ্ট্রের চরম সংকটে এই প্রফুল্ল নিরোই প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের প্রতীক। যা সংবিধান এড়িয়ে মুখবন্ধ খামেই গণতন্ত্রের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারিকে সরকারি সংগ্রহশালায় গোপন রাখে। প্রকাশ্যে আসতে দেয় না। অব্যবস্থার বিভ্রমে বিচারের কাগজগুলো পড়ে থাকে ধুলোকীর্ণ আসবাবে। যে সূত্রে কামদুনি, আরজি কর, চোপড়ার ঘটনাপঞ্জিকে ইতিহাসের গর্ভে নিক্ষেপেই শাসকের প্রমোদ জারি থাকে। কিন্তু অকুতোভয় নাগরিকরা মিশে থাকেন সুবিচারের প্রত্যাশায়। যারা অক্লেশে জাস্টিস চেয়ে রাত দখলে নেমেছিল, তারাই আজ ভোটবাক্সে জবাব দিয়েছে।

কিন্তু এই জাস্টিস কী? ফিরে দেখলে জানা যায়, সত্যকথনে সব শাসকই রুষ্ট হয়। এই বোধ শাসকের অভূতপূর্ব জেনেটিক ডিসঅর্ডার বলেই বিবেচিত। ফলে মুখর প্রজাই শাসকের কাম্য নয়। শাসক চায় সাইলেন্ট সিটিজেন। যে শুনবে, টুঁ শব্দটিও করবে না। কিন্তু প্রভূত অবিচার ও অন্যায়ে সকল নীরবতাই কি সম্মতিসূচক? নীরবতা ভাঙার চেয়ে গড়া কঠিন। কেউ নীরবতা ভালোবাসেন, অনেকে বিপুল চাপে নীরব হয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে নীরবতারও নির্দিষ্ট ভাষা থাকে। কেউ কিছু বলছেন না মানেই মুখ বুজে মেনে নেওয়া নয়। বরং ক্রমাগত নীরবতা প্রদর্শনের প্রেক্ষিতে অকর্মণ্য শাসকের প্রতি তাচ্ছিল্যের তালিকাই দীর্ঘ হয়।

মত প্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, ফুল-পাখির ছবির বাইরে রাজনৈতিক মন্তব্যে রাষ্ট্রীয় রোষ— এসবই গণতান্ত্রিক পরিসরকে সংকুচিত করেছে। প্রথম শিকার হয়েছেন সাংবাদিক বা ব্যঙ্গচিত্রীরা। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার চেয়ে মত প্রকাশ নিয়ন্ত্রণে পুলিশ চিরকাল অতিসক্রিয়। সরকারের সমালোচনা বা শিক্ষা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখলেই আইটি অ্যাক্টে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু ভোটে জিতে ক্ষমতা লাভের পর সমস্ত দলই দাবি করে, বাকস্বাধীনতা নিরঙ্কুশ হতে পারে না। দেশবাসী এই পরম্পরাই দেখছে। তবে সোমবারের ফলাফল প্রমাণ করল, প্রশাসন দিয়ে হয়তো সাময়িক কণ্ঠরোধ সম্ভব, কিন্তু সাধারণ মানুষের নীরব প্রত্যাখ্যানই শেষ কথা। ব্যালটের নিস্তব্ধ বিপ্লবই বুঝিয়ে দিল, স্তব্ধতা মানেই আত্মসমর্পণ নয়।

(লেখক প্রাবন্ধিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৩৭

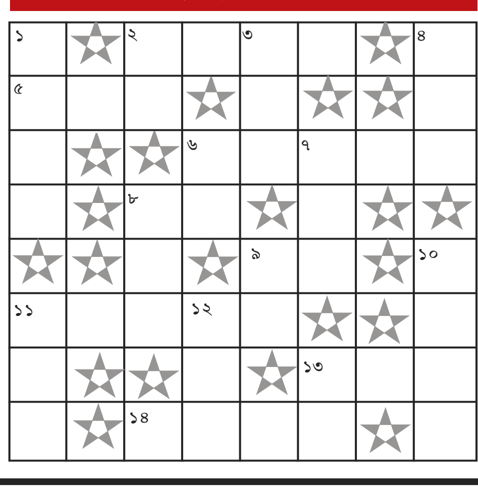

পাশাপাশি : ২। বাদপ্রতিবাদ, ভালোমন্দ মন্তব্য ৫। দুলে দুলে খাওয়ার ভঙ্গি ৬। বালক শ্রীকৃষ্ণ ৮। কৃষ্ণবর্ণ বা বধির ৯। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে সম্মানসূচক সম্বোধন ১১। নবাবের কন্যা ১৩। যে লোহা পুড়িয়ে গোরুর গায়ে দাগ দেওয়া হয় ১৪। লোক মুখে প্রচারিত কথা।

উপর-নীচ : ১। যজ্ঞডুমুর ২। লুকিয়ে দেখা ৩। বর্ষা, মেঘবৃষ্টি ৪। জব্দ, হয়রান ৬। কবজিতে পরার গয়না ৭। বেমানান রকম মোটা ৮। শিকে বিদ্ধ করে সেঁকা মাংস ৯। পিতামহী বা মাতামহী ১০। চাঁদ ১১। বড় শহর ১২। জগৎ, পৃথিবী, বিশ্ব ১৩। প্রচণ্ড চাপ, বন, আগুন, তাপ।

সমাধান ■ ৪৪৩৬

পাশাপাশি : ১। তরিবত ৩। সজনি ৫। আগড়-বাগড় ৬। কমল ৭। বান্ধব ৯। চিরপরিচিত ১২। কণিকা ১৩। ইনসান।

উপর-নীচ : ১। তপোলোক ২। তড়াগ ৩। সধবা ৪। নিগড় ৫। আল ৭। বাত ৮। বজ্রযান ৯। চিড়িক ১০। পলকা ১১। চিতই।

বিন্দুবিসর্গ

হারতেই মমতার পাশে রাহুল

নয়াদিল্লি, ৫ মে : নবান্নের রাজপাট আজ হাতছাড়া। রাজ্যে বিজেপির এই প্রবল গেরুয়া ঝড়ে কার্যত ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের রাজনৈতিক অহংকার। আর ঠিক এই খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে নিজেকে চেয়ারহীন সাধারণ মানুষ' বলে দাবি করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, বাংলায় তৃণমূলের এই ঐতিহাসিক বিপর্যয় এবং মমতার এই পতনই যেন জাতীয় স্তরে বিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোটের ফাটল মেরামতের সবচেয়ে বড় অনুঘটক হয়ে উঠল! মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূল নেত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি থেকে শুরু করে অরবিন্দ কেজরিওয়াল, উদ্ধব ঠাকরে, অখিলেশ যাদব- প্রত্যেকেই তাঁকে ফোন করে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন।

মমতার এই বার্তার পিছনে সবচেয়ে বড় চমকটি দিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। রাতেই তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা হয় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দলীয় সূত্রে দাবি, বাংলায় ভোটে অনিয়ম, ইভিএমে কারচুপি এবং ভোট-পরবর্তী হিংসার পরিস্থিতি নিয়েই মূলত আলোচনা হয়েছে দু'জনের মধ্যে।

প্রায় সাত মিনিট ধরে এই কথোপকথন চলে এবং রাহুল গান্ধির তরফ থেকেই ফোনটি করা হয়। এর আগে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও দাবি করেন, তার সঙ্গেও কথা হয়েছে সোনিয়া গান্ধির।

রাজনীতির ময়দানে কখন যে সমীকরণ বদলে যায়, তা বোধহয় এই বঙ্গভোটের চেয়ে ভালো উদাহরণ আর হতে পারে না! মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগের ছবিটা একবার মনে করে দেখুন। বিধানসভা নির্বাচনের দামামা যখন বাজছে, তখন এই রাহুল গান্ধি এবং

ভোটের আগে তোপ

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বাংলায় এসে রীতিমতো তুলোধোনা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁদের প্রচারের সুর এতটাই চড়া এবং আগ্রাসী ছিল যে, প্রকাশ্য জনসভা থেকে তাঁরা সরাসরি মমতাকে কাঠগড়ায় তুলে অভিযোগ করেছিলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে বাংলায় বিজেপিকে ডেকে এনেছেন, আরএসএস-এর জন্য বাংলার দরজা খুলে দিয়েছেন!'

অথচ, ইভিএমের রায় সামনে আসতেই সেই রাজনৈতিক চিত্রনাট্য রাতারাতি একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গেল! গতকালের চরম শত্রু আজ পরম মিত্র। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির বিপুল জয়ের পর সেই আক্রমণাত্মক সুর সম্পূর্ণ পালটে কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের উল্লাস না করার কড়া বার্তা দিলেন রাহুল। মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে

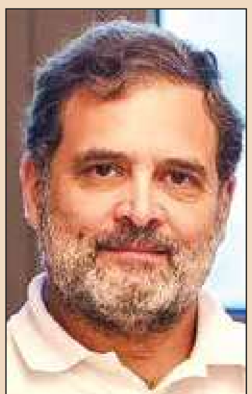

সংকীর্ণ রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে বৃহত্তর ভারতের কথা ভাবতে হবে। অসম এবং বাংলায় যেভাবে জনাদেশ চুরি হয়েছে, তা ভারতীয় গণতন্ত্রকে ধ্বংস করারই ব্লু-প্রিন্ট।

-রাহুল গান্ধি

তিনি কংগ্রেস কর্মীদের বার্তা দিয়ে লেখেন, সংকীর্ণ রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে বৃহত্তর ভারতের কথা ভাবতে হবে। অসম এবং বাংলায় যেভাবে জনাদেশ চুরি হয়েছে, তা ভারতীয় গণতন্ত্রকে ধ্বংস করারই ব্লু-প্রিন্ট। মমতার দাবি করা 'কমিশনের সাহায্যে ১০০-র বেশি আসন লুটের' তত্ত্বকেও সম্পূর্ণ সমর্থন করেছেন তিনি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কাছে সমীকরণের এই ভোলবদল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। গত লোকসভা ভোটের পর থেকে কংগ্রেসকে ব্রাত্য রেখে পৃথক জিঞ্জার গ্রুপ তৈরি করে বিরোধী রাজনীতিতে ছড়ি ঘোরাতে চেয়েছিল তৃণমূল। বাংলায় কংগ্রেসকে লাগাতার আক্রমণ করেছেন মমতা-অভিষেক। কিন্তু বিপর্যয়ের দিনে সেই রাহুলই বৃহত্তর স্বার্থে মমতার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলেন। আসলে, রাজ্যে বিজেপির এই দানবীয় উত্থান জাতীয় স্তরের বিরোধীদেরও রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। তাঁরা বুঝতে পারছেন, রাজ্য-রাজনীতির বাধ্যবাধকতায় তাঁরা একে অপরের বিরোধী হলেও, জাতীয় স্তরে গেরুয়া আগ্রাসন রুখতে গেলে মমতাকে জলে ফেলে দিলে চলবে না, তাঁকে ভাসিয়ে রাখতে হবে।

রাহুল একা নন, তৃণমূলের এই চরম দুঃসময়ে সরব হয়েছেন জোটের অন্যান্য মুখ্যমন্ত্রীরাও। আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরাসরি বিজেপিকে 'গণতন্ত্র হাইজ্যাক' করার অভিযোগে বিদ্ধ করেছেন। জেএমএম নেতা সুপ্রিয় ভট্টাচার্য দাবি করেছেন, বহু বৈধ ভোটার ভোট দিতে না পারায় পশ্চিমবঙ্গের এই নির্বাচনটাই আদতে বেআইনি। তবে, এই সব সহানুভূতির বার্তার মাঝেই সবচেয়ে ঝাঁঝালো সত্যিটা শুনিয়েছেন উদ্ধব শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত। তাঁর স্পষ্ট কটাক্ষ, ইভিএম এবং ভোট চুরি নিয়ে রাহুল গান্ধি যখন প্রথম থেকেই সরব হয়েছিলেন, তখন মমতা তাতে কান দেননি। আজ যদি তিনি অহংকার সরিয়ে রাহুলের কথা শুনতেন, তাহলে হয়তো বাংলার ভোটের এই পরিণতি দেখতে হত না। সব মিলিয়ে, নবান্ন হাতছাড়া হলেও অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে জাতীয় রাজনীতির আঙিনায় এখন গতকালের শত্রুদের নিয়েই নতুন করে ঘুঁটি সাজাতে মরিয়া চেয়ারহীন মমতা।

অলস দুপুর... মঙ্গলবার নয়াদিল্লির জুলজিক্যাল পার্কে।

মসনদে বসতে বাম, কংগ্রেসে চোখ বিজয়ের

চেন্নাই, ৫ মে : জয় করেও ভয় গেল না তাঁর। শেষমেশ সরকার গড়তে পারবেন তো! তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে ১০৮টি আসন জিতে একক বৃহত্তম দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার ম্যাজিক ফিগার থেকে ১০ কদম দূরে বিজয়রথ থেমে গিয়েছে অভিনেতা থেকে নেতা বনে যাওয়া সি জোসেফ বিজয়ের।

২৩৪ আসনের বিধানসভায় সরকার গড়তে প্রয়োজন ১১৮টি আসন। ১০টি আসনের ঘাটতি মেটাতে বিজয়ের নেতৃত্বাধীন তামিলাগা ভেট্রি কাজগম (টিভিকে) কাছে টানতে চাইছে কংগ্রেস ও বামেদের মতো ছোট ও ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলিকে। কিন্তু সেখানেও তিনি রয়েছেন দোটানায়। যাদের হারিয়ে বিজয়ের উত্থান, সেই ডিএমকের নেতৃত্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল জোটে রয়েছে কংগ্রেস (৫টি আসন), ভিসিকে (২টি), সিপিআই (২টি), সিপিআই(এম) (২টি) এবং আইইউএমএল (২টি)। অন্যদিকে, বিজেপিকে তাদের 'আদর্শগত শত্রু' হিসাবে চিহ্নিত করে রাখলেও বিজয়কে শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার বার্তা দিয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যা গেরুয়া ব্রিগেডের সঙ্গে জোট গঠনের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বলেই মনে করা হচ্ছে। যদিও দলীয় সূত্রে খবর, শীঘ্রই কংগ্রেস ও বাম সহ ডিএমকে জোটের দলগুলিকে সরকার গঠনে শামিল হওয়ার প্রস্তাব

পাঠানো হতে পারে টিভিকের পক্ষ থেকে। আর জোট গঠন সম্ভব না হলে পছন্দের দলগুলি যাতে বাইরে থেকেও সমর্থন দিতে পারে, সেই রাস্তাও খোলা থাকছে।

অন্যদিকে, পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে রাজ্যপাল রাজেন্দ্র আরলেকারের কাছে নিজের ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, নিজের দুর্গ হিসাবে পরিচিত কোলাথুর আসনেও টিভিকে প্রার্থীর কাছে পরাজিত হয়েছেন তিনি। তবে লড়াইয়ের ময়দান ছাড়তে নারাজ স্ট্যালিন ডিএমকে কর্মীদের উদ্দেশে মঙ্গলবার বলেন, 'আমরা যদি শাসকদল হই, তবে মানুষের জন্য প্রকল্প তৈরি করব। আর যদি বিরোধী দল হই, তবে মানুষের দাবির জন্য লড়ব। সেই হিসাবে, এখন একটি শক্তিশালী বিরোধী দল হিসাবে আমরা জনগণের রাজনীতি চালিয়ে যাব।' তিনি আরও বলেন, জয়ী দলের সঙ্গে তাঁদের ভোটের ব্যবধান মাত্র ৩.৫২ শতাংশ, যা প্রমাণ করে জনগণের আস্থা এখনও তাঁদের ওপর রয়েছে।

সবকিছু ঠিক থাকলে ৭ মে চেন্নাইয়ের জওহরলাল নেহেরু ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিতে পারেন বিজয়। এখন দেখার, বিজয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কংগ্রেস, বাম সহ অন্যরা দীর্ঘদিনের সঙ্গী ডিএমকে-র হাত ছাড়ে কি না।

আত্মঘাতী আইআইটি পড়ুয়া

মুম্বই, ৫ মে : পরীক্ষার প্রবল চাপের মুখে আত্মঘাতী হলেন এক আইআইটি পড়ুয়া। সোমবার ভোররাতে ছাত্রাবাসের দশম তলা থেকে ঝাঁপ দেন তিনি। তাঁর নাম শ্রেয়স চন্দ্রকান্ত মানে। তিনি নাগপুর আইআইটি-র কম্পিউটার সায়েন্সের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। বছর কুড়ির শ্রেয়স কোলহাপুরের বাসিন্দা। আর কয়েকদিন পরেই তাঁর সিমেস্টার পরীক্ষা। সূত্রের খবর, পড়াশোনা অসম্পূর্ণ থাকায় শ্রেয়স মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে

ভোর ৪টে থেকে ৪.৩০ মিনিটের মধ্যে। কোনও চিরকুট মেলেনি। সহকারী পুলিশকর্তা নীলেশ চৌরে জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। ঘটনার ব্যক্তিগত ও শিক্ষাগত সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

বাজি বিস্ফোরণে মৃত্যুমিছিল

বেজিং, ৫ মে : উৎসবের আলো ছড়ানোর কারখানা নিমেষেই হয়ে উঠল মৃত্যুপুরী! চিনের হুনান প্রদেশের লিউইয়াং শহরের একটি বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ২৬ জন। আহত ৬১। সোমবার বিকালের এই বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, আকাশ ঢেকে যায় সাদা ধোঁয়ায়। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় গোটা এলাকা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ৫০০ উদ্ধারকারীর পাশাপাশি নামানো হয়েছে আধুনিক রোবট। পাশের দুটি বারুদবোঝাই গুদাম থেকে নতুন করে বিস্ফোরণের আশঙ্কায় আতঙ্কিত গ্রামবাসীদের সরিয়ে নিয়েছে প্রশাসন। খোদ প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এই ঘটনায় তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির নির্দেশ দিয়েছেন। লিউইয়াং শহরটি বাজি তৈরির জন্য বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত।

বিধানসভায় 'সংখ্যালঘু' নারী

গুয়াহাটি, ৫ মে : অসম বিধানসভা নির্বাচনে পুরুষদের দাপটে কি ফিকে হয়ে গেল নারীশক্তি? ফলাফল অন্তত তেমনই বলছে। এবছর নির্বাচনে ৫৯ জন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও জয়ের মালা পরেছেন মাত্র ৭ জন। জয়ের হার ১২ শতাংশের কম। জয়ীদের মধ্যে চারজন বিজেপির, বাকিরা শরিক দল ও কংগ্রেসের। তবে আলোচনার কেন্দ্রে থাকা প্রার্থীরা এবারের লড়াইয়ে হোঁচট খেয়েছেন। লন্ডনে পড়াশোনা করা কুঞ্কি চৌধুরী কিংবা কৃষক পরিবারের সন্তান জ্ঞানশ্রী বরা, দুজনকেই খালি হাতে ফিরতে হয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত ৮

লখনউ, ৫ মে : উত্তরপ্রদেশের আম্বেদকর নগরে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছিলেন দুজন। কয়েকজন পথচারী তাঁদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। সেই সময় একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিষে দেয় পথচারীদের। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। গ্রেপ্তার করা হয়েছে চালক বিশাল বিশ্বকর্মাকে।

দিল্লিতে মন্দিরে পুজো দিলেন বিজেপির সভাপতি নীতিন নবীন। সঙ্গে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। মঙ্গলবার।

রাষ্ট্রপতির দরবারে টিম-মান ও রাঘব

নয়াদিল্লি, ৫ মে : পঞ্জাবের রাজনীতিতে 'আয়ারাম গয়ারাম' বনাম 'সংবিধান রক্ষা'র লড়াই তুঙ্গে। আম আদমি পার্টি (আপ) ছেড়ে সাত সাংসদের বিজেপিতে যোগদানের ঘটনায় মঙ্গলবার নজিরবিহীন সংঘাতের সাক্ষী হল দিল্লি। একদিকে দলবদলু সাংসদদের পদ খারিজের দাবিতে ৯০ জন বিধায়ককে নিয়ে রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ হলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। অন্যদিকে, পঞ্জাব সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার রাজনীতির অভিযোগ তুলে একই দিনে দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে নিরাপত্তার আর্জি জানালেন রাঘব চাড্ডা ও তাঁর সঙ্গীরা।

মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান এদিন দিল্লি পৌঁছে রাঘব চাড্ডার এক পুরোনো প্রস্তাবকে তাঁর বিরুদ্ধে হাতিয়ার করেন। একসময় আপ সাংসদ হিসেবে রাজ্যসভায় 'রাইট টু রিকল' আইনের দাবি জানিয়েছিলেন রাঘব। অর্থাৎ, নির্বাচিত প্রতিনিধি দলবদল করলে ভোটাররা তাঁকে ফিরিয়ে নিতে পারবেন। সেই প্রসঙ্গ টেনেই মান বলেন, '৬-৭ জন সদস্যের এই দলবদল গণতন্ত্রের উপহাস। পঞ্জাবে বিজেপির মাত্র ২ জন বিধায়ক থাকলেও রাজ্যসভায় এখন ৬ জন সাংসদ হয়ে গেল! এটা জনমতের অপমান।' রাষ্ট্রপতির কাছে একটি দীর্ঘ চিঠি দিয়ে তিনি দলবদলু সাংসদদের পদ খারিজের এবং সংবিধানে 'রাইট টু রিকল' অন্তর্ভুক্ত করার আর্জি জানান।

মানের সাক্ষাতের ঠিক আগেই

৬-৭ জন সদস্যের এই দলবদল গণতন্ত্রের উপহাস। পঞ্জাবে বিজেপির মাত্র ২ জন বিধায়ক থাকলেও রাজ্যসভায় এখন ৬ জন সাংসদ হয়ে গেল! এটা জনমতের অপমান।

-ভগবন্ত সিং মান

রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়েছিলেন রাঘব চাড্ডা, সন্দীপ পাঠক ও অশোক মিত্তল। বাইরে বেরিয়ে রাঘব বলেন, 'আপ-এর আচরণ এখন রাজনৈতিক দলের মতো নয়, বরং একজন আচ্ছন্ন ও বিমর্ষ প্রাক্তন প্রেমিকের মতো, যে তিক্ত এবং বিচ্ছেদ মেনে নিতে অক্ষম।' তাঁর অভিযোগ, দল ছাড়ার পর থেকেই তাঁদের 'দুর্নীতিগ্রস্ত' ও 'দেশদ্রোহী' তকমা দিয়ে হেনস্তা করা হচ্ছে। এমনকি হরভজন সিংয়ের বাড়ির দেওয়ালে 'দেশদ্রোহী' লিখে দেওয়া বা শিল্পপতি রাজিন্দর গুপ্তার কারখানায় জল বন্ধ করে দেওয়ার মতো ঘটনার কথা উল্লেখ করে তিনি পঞ্জাব সরকারের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তোলেন।

রাঘব চাড্ডার আশঙ্কা, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দলের পরের লক্ষ্য হতে চলেছেন তিনি নিজেই। পালটা জবাবে মুখ্যমন্ত্রী মান স্পষ্ট করেন, কোনও প্রতিহিংসা নয়, পঞ্জাবে আইন আইনের পথে চলবে। দলবদলু সাংসদদের পদত্যাগ না করার নৈতিকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। সাত সাংসদের এই দলবদলে রাজ্যসভায় আপ-এর শক্তি কমে ৩-এ ঠেকেছে। একদিকে রাঘবদের নিরাপত্তা প্রত্যাহারের জেরে কেন্দ্রীয় সুরক্ষা প্রদান, অন্যদিকে মানের নজিরবিহীন দিল্লি অভিযান, সব মিলিয়ে পঞ্জাবের রাজনৈতিক লড়াই এখন রাষ্ট্রপতির দরবার থেকে আদালত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ার অপেক্ষায়।

দিল্লির মিনি বাংলায় শক্তির আরাধনা পদ্মের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ মে : বাংলা জয়ের পর রাজনৈতিক বার্তাকে সাংস্কৃতিক আবহে তুলে ধরতে দিল্লির মাটিকেই বেছে নিল বিজেপি নেতৃত্ব। মঙ্গলবার রাজধানীর বাঙালিপ্রধান এলাকা চিত্তরঞ্জন পার্কের কালীবাড়ি মন্দিরে পুজো দিলেন দলের জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। 'মিনি বাংলা' হিসেবে পরিচিত এই এলাকাতেই শক্তির আরাধনার মাধ্যমে বাংলার জনমতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো এবং একইসঙ্গে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার কৌশল স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

মঙ্গলবার সকালে মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছোনোর পর স্থানীয় প্রবাসী বাঙালি বাসিন্দাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা, শঙ্খধ্বনি আর পূর্ণাঙ্গ আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মা কালীর পুজো করেন বিজেপি জাতীয় সভাপতি। একইসঙ্গে মন্দির প্রাঙ্গণে থাকা শিব ও রাধা-কৃষ্ণ মন্দিরেও দর্শন করেন বিজেপি নেতারা। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাও। পুজো শেষে নিতিন নবীন বলেন, বাংলা, অসম ও পুদুচেরিতে বিজেপি যে জনসমর্থন পেয়েছে, তা দেশের মানুষের আস্থার প্রতিফলন। তিনি ইঙ্গিত দেন, বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা ও প্রসারের প্রশ্নে বিজেপিই একমাত্র বিকল্প হিসেবে উঠে আসছে।

'অ্যামিকাস কিউরি' নিয়োগ

নয়াদিল্লি, ৫ মে : আবগারি দুর্নীতি মামলায় সিবিআই-এর আবেদনের শুনানিতে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও মণীশ সিসোদিয়ার আদালত বয়কটের প্রেক্ষিতে বড় পদক্ষেপ করল দিল্লি হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি স্বর্ণকান্ত শর্মা জানান, অভিযুক্তদের আইনি প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে আদালত তিনজন সিনিয়ার আইনজীবীকে 'অ্যামিকাস কিউরি' বা আদালত বন্ধু হিসাবে নিয়োগ করবে। শুনানি চলাকালীন বিচারপতি স্বর্ণকান্ত শর্মা বলেন, 'আমি এই মামলায় অ্যামিকাস হিসাবে তিন সিনিয়ার আইনজীবীকে নিয়োগ করব। শুক্রবার অ্যামিকাস নিয়োগ সংক্রান্ত আদেশ দেব এবং তারপরই আমরা মামলার শুনানি করব। আইনি প্রক্রিয়া যাতে কোনওভাবেই ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করতেই হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্ত।'

সতর্ক... মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে। -পিটিআই

হিমসিম খাচ্ছে কংগ্রেস

তিরুবনন্তপুরম, ৫ মে : কেরলে পিনারাই বিজয়নের উত্তরসূরী কে? আপাতত এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হিমশিম খাচ্ছে কংগ্রেস তথা ইউডিএফ নেতৃত্ব। কেরলে হাত শিবির থেকে শেষবার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন প্রয়াত ওমেন চান্ডি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী পদে কাকে বসানো হবে সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও অজানা কংগ্রেস এবং ইউডিএফ নেতৃত্বের কাছে। দৌড়ে বিদায়ী বিরোধী দলনেতা ভিডি সতীশন, প্রবীণ নেতা রমেশ চেন্নিথালার মতো নেতাদের নাম যেমন রয়েছে তেমনই ভাসছে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ঘনিষ্ঠ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেণুগোপাল, তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ শশী থারুরের নামও।

সতীশন এবারও পারাভুরে জয়ী হয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বেই এবার বামেদের হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে ইউডিএফ। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে ইউডিএফের বিপুল জয়ের নেপথ্য কারিগড় ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই গতবছর পুর ও পঞ্চায়েত ভোটেও জোটের সাফল্য এসেছে। এই অবস্থায় আলাপ্পুজার সাংসদ কেসি বেণুগোপাল দিল্লি ছেড়ে তিরুবনন্তপুরমের রাজনীতিতে সক্রিয় হতে মরিয়া।

হান্টা ভাইরাসে মৃত ৩ : হু

জেনেভা, ৫ মে : নতুন ভাইরাসে কাঁপছে বিশ্ব। ইতিমধ্যে দক্ষিণ আটলান্টিকে ভ্রাম্যমাণ 'এমভি হন্ডিয়াস' নামের একটি প্রমোদতরীতে প্রাণঘাতী হান্টা ভাইরাসের সংক্রমণে অন্তত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। তড়িঘড়ি সতর্কবার্তা জারি করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। তারা জানিয়েছে, জাহাজটিতে ১৪৭ জন আরোহী রয়েছেন এবং এপর্যন্ত দু'জনের শরীরে ভাইরাসের উপস্থিতির নিশ্চিত প্রমাণ মিলেছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন নেদারল্যান্ডসের এক দম্পতি ও একজন জার্মান নাগরিক। এছাড়া ৬৯ বছর বয়সি এক ব্রিটিশ নাগরিক বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন।

দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'হান্টা ভাইরাসের নির্দিষ্ট কোনও চিকিৎসা নেই, তাই রোগীদের সম্ভাব্য সকল উপসর্গভিত্তিক চিকিৎসা ও সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।'

বঙ্গ জয়ে মোদিকে কুর্নিশ ট্রাম্পের

নয়াদিল্লি, ৫ মে : বেঁচে থাকলে নরেন্দ্র মোদিকে মহিমামণ্ডিত করে 'বঙ্গাধিপ জয়' বলে আর একটি উপন্যাস লিখতেন প্রতাপচন্দ্র ঘোষ! তাঁর অবর্তমানে কাজটা খানিকটা করে দিল আন্তর্জাতিক মিডিয়া। সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয়কে তারা সমস্বরে 'ঐতিহাসিক মাইলফলক' হিসাবে বর্ণনা করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও খোদ বঙ্গজয়ের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মোদিকে। এই জয়কে 'ঐতিহাসিক' আখ্যাও দিয়েছেন ট্রাম্প।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি-র মতে, 'বিজেপির এই জয় মোদির এক যুগের জমানায় অন্যতম উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসাবে গণ্য হবে।' দ্য গার্ডিয়ান মন্তব্য করেছে, 'এই ফলাফল ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে বড় পরিবর্তন আনবে।'

মার্কিন পত্রিকা নিউ ইয়র্ক টাইমস গেরুয়া ব্রিগেডের বাংলা বিজয়কে 'ঐতিহাসিক' আখ্যা দিয়ে লিখেছে, 'বিরোধী শিবিরের শক্ত ঘাঁটি জয় করে নতুন ইতিহাস গড়েছে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা।' ওয়াশিংটন পোস্ট-এর ভাষ্য অনুযায়ী, 'এই নির্বাচনি ফলাফল ২০২৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রীর অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করবে।'

বাংলায় বিজেপির পাশাপাশি তামিলনাড়ুতে অভিনেতা বিজয়ের রাজনৈতিক উত্থান প্রসঙ্গেও একইভাবে প্রশংসা ঝরে পড়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে। পাকিস্তানের ডন এবং বাংলাদেশের ঢাকা ট্রিবিউন জানিয়েছে, 'তামিলনাড়ুতে অভিনেতা বিজয়ের দলের কাছে প্রতিষ্ঠিত শক্তির পরাজয় দিনের সবচেয়ে বড় বিস্ময়।'

মোদি-শা'র প্রশংসা শশীর

নয়াদিল্লি, ৫ মে : সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে বিজেপির অভাবনীয় সাফল্যের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র 'ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট'-এর ভূয়সী প্রশংসা করলেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। রাজনৈতিকভাবে কট্টর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও বিজেপির পেশাদারিত্ব ও সাংগঠনিক শক্তির কথা অকপটে স্বীকার করেছেন তিনি।

বিজেপির জয়ের রসায়ন ব্যাখ্যা করে থারুর বলেন, 'বাংলা ও অসমে প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং অমিত শা খুব ভালো কাজ করেছেন। তাঁরা নির্বাচন পরিচালনা করায় অত্যন্ত দক্ষ এবং ভীষণভাবে পেশাদার।' তাঁর মতে, এই নিখুঁত নির্বাচনি কৌশল থেকে বিরোধীদের অনেক কিছু শেখার আছে। তবে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ রাখার বার্তা দিয়ে বলেন, 'আমি শুধু আশা করব, তাঁদের জয়ের বার্তা যেন দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে, বিভাজন যেন না ঘটায়।'

'পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলা হবে'

ওয়াশিংটন, ৫ মে : আমেরিকা-ইরান যুদ্ধের তিন মাস অতিক্রান্ত। মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি এখন এক চরম অনিশ্চয়তার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। গত ২৪ ঘণ্টায় হরমুজ প্রণালীতে দু-দেশের মধ্যে তীব্র গোলাগুলি এবং পালটা হামলার ঘটনা যুদ্ধবিরতিকে কার্যত খাদের কিনারায় ঠেলে দিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পষ্ট ভাষায় ইরানকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, মার্কিন জাহাজে হামলা চালালে ইরানকে 'পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলা হবে'।

উত্তেজনার সূত্রপাত সোমবার, যখন ট্রাম্প 'প্রজেক্ট ফ্রিডম' নামে একটি নতুন অভিযানের কথা ঘোষণা করেন। এই মিশনের লক্ষ্য, হরমুজ প্রণালীতে আটকে পড়া বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক জাহাজগুলিকে মার্কিন নৌবাহিনীর পাহারায় নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়া। ট্রাম্পের পদক্ষেপকে 'সামরিক হঠকারিতা' হিসেবে চিহ্নিত করে ইরান পালটা হুমকি দিয়েছে, যে কোনও বিদেশি বাহিনী, বিশেষ করে 'আক্রমণকারী মার্কিন সেনা' ওই জলসীমায় প্রবেশের চেষ্টা করলে তাদের ওপর হামলা চালানো হবে।

মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, ইরান ইতিমধ্যে বেশ কিছু ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন এবং ছোট নৌযান ব্যবহার করে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ও তাদের নিরাপত্তায় থাকা বাণিজ্যিক জাহাজগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। মার্কিন বাহিনীর দাবি, তারা ইরানের অন্তত সাতটি ছোট নৌযান ধ্বংস করেছে। যদিও তেহরান এই দাবি অস্বীকার করেছে। সংঘাতের আঁচ লেগেছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতেও। মঙ্গলবার ফুজাইরাহ তেল শোধনাগারে ড্রোন হামলায় তিন ভারতীয় নাগরিক আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। ওমানও তাদের ভূখণ্ডে জনবসতি এলাকা লক্ষ্য করে হামলার অভিযোগ করেছে।

সংঘাতের আবহে পাকিস্তান মারফত আমেরিকার কাছে একটি ১৪ দফা শান্তি প্রস্তাব পাঠিয়েছে ইরান। সেদেশের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘচি জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালীর ঘটনা প্রমাণ করে রাজনৈতিক

ইরানকে হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

সংকটের কোনও সামরিক সমাধান নেই। তাদের প্রস্তাবে ইরানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং মার্কিন নৌ-অবরোধ তুলে নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। তবে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রস্তাবটিকে শুরুতেই 'অগ্রহণযোগ্য' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। ট্রাম্পের মতে, 'গত ৪৭ বছরে ইরান বিশ্ব ও মানবতার যে ক্ষতি করেছে, তার জন্য তারা এখনও বড় কোনও মূল্য দেয়নি।'

যুদ্ধের প্রভাবে ইরানের অর্থনীতি বিপর্যস্ত। তেহরানের বাজারে ১ মার্কিন ডলারের মূল্য দাঁড়িয়েছে ১৮ লক্ষ ৪০ হাজার রিয়াল। মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্টের দাবি, অবরোধের ফলে ইরানের তেল বিক্রির আয় তলানিতে ঠেকেছে। একদিকে যুদ্ধের দামামা আর অন্যদিকে নিষ্ফল শান্তি আলোচনা, সব মিলিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের আকাশ এখন বারুদের গন্ধে ভারী। ভারত সহ বিশ্বের একাধিক দেশ এই জলপথে নতুন করে অস্থিরতা তৈরি হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ইতিমধ্যেই দিল্লি থেকে মধ্যপ্রাচ্যগামী একাধিক উড়ান বাতিল করতে হয়েছে। শান্তি প্রস্তাব টেবিল পর্যন্ত পৌঁছালেও বাস্তব পরিস্থিতি বলছে, হরমুজ প্রণালী আপাতত এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে।

মেট গালা মাতালেন যাঁরা

২০২৬-এর মেট গালা হল নিউ ইয়র্কে। ফ্যাশনের এই রাজকীয় উৎসবে হলিউড ও বলিউডের বিখ্যাতরা মঞ্চ মাতালেন। অনেক নতুন নামও এবার যোগ হয়েছে যেমন অনন্যা বিড়লা, সুধা রেড্ডি প্রমুখ। এবারের থিম কস্টিউম আর্ট।

মেট্রোপলিটন মিইজিয়াম অফ আর্টে ডেবিউ করলেন পরিচালক করণ জোহার। তাঁর পোশাকে রাজা রবি বর্মার পেন্টিং ডিজাইন করা ছিল, ডিজাইনার মনিশ মালহোত্রা।

এবারের গালায় ডেবিউ করলেন বিলিয়নেয়ার অনন্যা বিড়লা, তিনি কুমার মঙ্গলম বিড়লার মেয়ে। তাঁর পরনে ছিল রবার্ট উনের ডিজাইন করা আপাদমস্তক কালো পোশাক। সঙ্গ দিয়েছিল সুবোধ গুপ্তর মেটালিক মুখোশ-- কালো গাউন সদৃশ পোশাকের সঙ্গে সে মুখোশ অন্য দ্যুতি ছড়িয়েছিল। ইশা আম্বানি একেবারেই অন্য লুকে হাজির। ডিজইনার গৌরব গুপ্তার তৈরি শাড়ি ব্লাউজে ছিল আম্বানি পরিবার থেকেই নেওয়া ১৮০০ ক্যারটের জুয়েলস। বেনারসি টিস্যু সিল্কের শাড়ির ডিজাইন ও এম্ব্রয়ডারি হয়েছে অজন্তার গুহাচিত্রের অনুকরণে। ১২০ ঘণ্টা ধরে দেশের শিল্পীরা এই ডিজাইন ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর চুলের বিনুনিতে জুঁই ফুলের লম্বা মালা। মাথায় কাগজ, তামা ও পিতল দিয়ে তৈরি বড় মুকুটের মতো ভাস্কর্য, হাতে গোটা আমের অনুকরণে তৈরি হাতব্যাগ।

হায়দরাবাদের বিলিয়নেয়ার ও উদ্যোগী সুধা রেড্ডির মেট গালার আকর্ষণ ছিল তাঁর ১৪২ কোটির নেকলেস। পরনে ভেলভেটের ওপর অ্যান্টিক সোনার জরি ও জারদৌসির কাজ করা পোশাক। গালায় রাজস্থানী আর্ট তুলে ধরলেন জয়পুরের রাজঘরানার ভাইবোন গৌরবী কুমারী ও স্বামী পদ্মনাভ সিং।

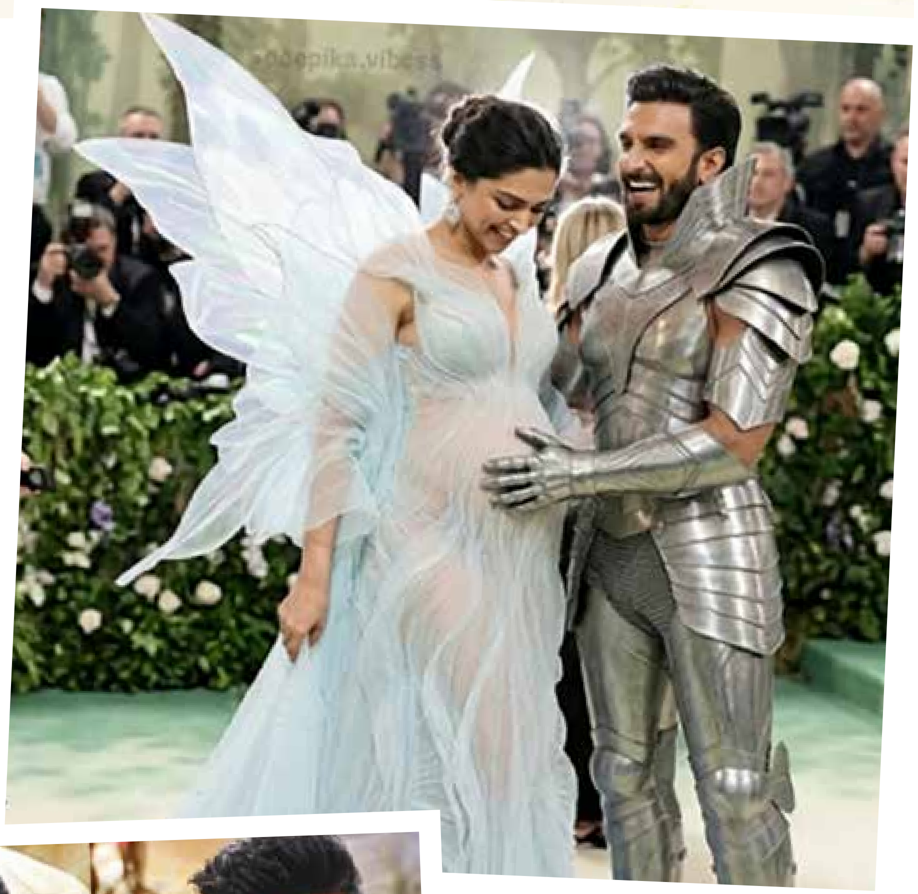

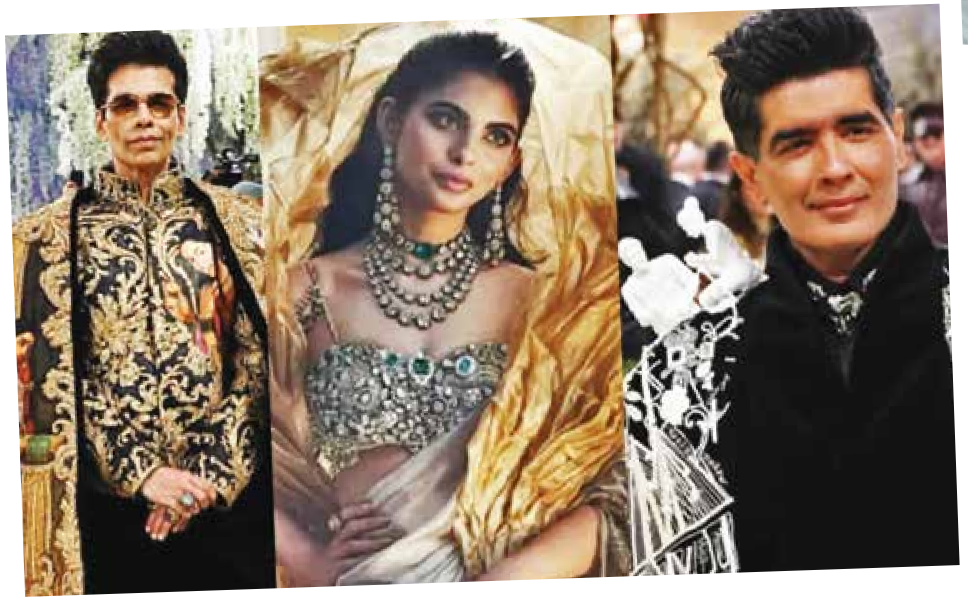

অন্যদিকে হলিউডের ফ্যাশন আইকনরা মেট গালার ড্রেস কোড ফ্যাশন ইজ আর্টকে আলাদা স্রোতে ভাসালেন। যেমন হেইডি ক্লাম মার্বেলের স্ট্যাচু হয়ে মঞ্চে এলেন। ডলারের সানগ্লাস চোখে এলেন সারাহ পলসন, সাদা স্কিনটাইট গাউনে সাজলেন লিসা, সাবিয়া গেটি পরেছিলেন গাউন, যাতে হাতে আঁকা কংকালের ছবি, কে কে পমার এলেন থাই স্লিট অফ শোল্ডার গাউনে, সারিয়া জারদোয়া বিরাটকায় গাউন পরেছিলন। তাঁর হাতে ছিল তাঁরই আদলে তৈরি পুতুল।

এবার মেট গলায় দেখা গেল না প্রিয়াংকা চোপড়াকে। বিদেশে ভারতের প্রতিনিধি এই কুইন দেশি গার্ল এবার সিটাডেলের প্রচারে ব্যাস্ত। আবার লস অ্যাঞ্জেলেসে গোল্ড হাইজ গালায় থাকবেন। এখানে তাঁকে গ্লোবাল ভ্যানগার্ড অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে। তুমুল ব্যাস্ততার জন্য এবার মেট গালায় অনুপস্থিত তিনি।

চার নম্বর ইডিয়ট ভিকি কৌশল

সম্প্রতি আমির খান এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, পরিচালক রাজকুমার হিরানি ফোর্থ ইডিয়টস নিয়ে কাজ শুরু করেছেন। সূত্রের খবর, ছবিতে চার নম্বর ইডিয়ট অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং সেই চরিত্রে দেখা যাবে ভিকি কৌশলকে। এর মধ্যেই বেশ কয়েকবার হিরানির সঙ্গে ভিকির মিটিং হয়েছে। ভিকি আমির খানের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করতে এবং ফোর্থ ইডিয়ট হতে রাজি হয়েছেন। মৌখিকভাবে সে সম্মতিও তিনি দিয়েছেন। গল্পও তাঁর পছন্দ হয়েছে। তবে তিনি ছবির শুটিং করতে পারবেন তাঁর এপিক প্রোজেক্ট মহাবতারের শুটিং শেষ হবার পর। দ্বিতীয় ছবিটির জন্য তিনি পুরোপুরি এই চরিত্রেই মনঃসংযোগ করতে চান। এই সময়ে অন্য কোনও ছবি বা প্রোজেক্ট নিয়ে ভাবতে চান না।

উল্লেখ্য, ফোর্থ ইডিয়টসে আমির ছাড়াও প্রথম ভাগের অভিনেতারা অর্থাৎ আর মাধবন এবং শরমন যোশিও থাকবেন। ছবির দ্বিতীয় ভাগ সম্বন্ধে আমির বলেছেন, রাজু আর অভিজিৎ যোশি দারুণ লিখেছে, আমি প্রথম খসড়া পড়েছি। খুব ভালো লেগেছে। আরও কিছু বিষয় যোগ করা বাকি। সেই কাজ চলছে। আমার পরের ছবি ফোর্থ ইডিয়টস। আমি এই ছবির জন্য মুখিয়ে আছি। অপেক্ষা করছি পুনরায় ফুংশুক ওয়াংড়ু হয়ে ওঠার জন্য।

রাজ চক্রবর্তীকে ঘিরে ঘোলা হচ্ছে জল

দেব যেদিন রাজনীতিতে এলেন, খবরটা শুনে চিরঞ্জিত চক্রবর্তী প্রথমে বিশ্বাস করেননি। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, যাহ, কেরিয়ারটা শেষ করল? তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম যে, আপনিও তো রাজনীতিতে এসেছেন। চিরঞ্জিত বলেছিলেন, তাঁর আসা মধ্যবয়সে। আর দেবের অনেক কিছু দেওয়ার আছে এখনও।

দেবের কেরিয়ার ডোবেনি, ঠিকই। দেব উলটে এমন এক জায়গায় পৌঁছেছেন, যেখানে তিনি নিজেই নিজেকে 'কাস্ট' করেন। অন্তত বেশিরভাগ ছবিতেই তাই। আর সে সব ছবি বাংলাকে ভালো ব্যবসা দেয়। ব্যবসায়ী বুদ্ধি আর কৌশল, এই দুটোকে হাতিয়ার করেই দেব তাঁর ধারাবাহিক সাফল্য অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

কিন্তু রাজ চক্রবর্তী যখন রাজনীতিতে এলেন, তখন তিনি জনপ্রিয় পরিচালক। ছবি চলবে না, এমন কোনও ভয় তাঁর নেই। আর বিকল্প পথ খোঁজার দরকারও পড়ত না। তবু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে রুপোলি পর্দাকেই সবার আগে পাখির চোখ করেছিলেন, সেই ফাঁদে রাজও ধরা পড়লেন। বলা ভালো, ধরা দিলেন। যদিও স্ক্রিনিং কমিটি বা চলচ্চিত্র উৎসবের মতো প্ল্যাটফর্মকে প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারছেন না বলে তাদের থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন। কিন্তু বিধায়ক হতে গেলে যে রাজনৈতিক সময়টা দিতে হয়, তাও কি আর ছবি বানানোর ফাঁকে তিনি পেয়েছেন? পাননি।

গেরুয়া ঝড়ে অন্যান্য অনেক তৃণমূল প্রার্থীর মতো রাজও হেরেছেন তাঁর ব্যারাকপুর বিধানসভায়। আর তারপর তাঁর বিরুদ্ধে কটূক্তি এবং গায়ে কাদা ছোড়ার ভিডিওও ভাইরাল হয়েছে। যদিও এর একটিও কাম্য ছিল না।

রাজ চলে এসেছেন। একটিও কথা বলেননি। শোনা যাচ্ছিল, তিনি নাকি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বিদায় নেবেন। অবশ্য সে সব কিছু ঘটেনি। অবশ্য রাজ এখনও অবধি কিছু সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেননি। তবে পোস্ট করেছেন শুভশ্রী। ৪ মে ভোটের ফলাফলের দিনের কোনও ঘটনার কথা উল্লেখ না করেও দুই সন্তান সহ নিজের সঙ্গে কাটানো বেশ কিছু মুহূর্তের ছবি পোস্ট করেছেন। শুভশ্রী লিখেছেন, 'তুমিই আমাদের সুপার হিরো। আমাদের গর্ব। আমাদের সুপারস্টার। আমাদের বাড়ি। আমাদের গোটা পৃথিবী।'

শুভশ্রী যে এই দুঃসময়ে রাজের বুকে একেবারে বর্মের মতো সেঁটে আছেন, সে কথা একেবারে স্পষ্ট হয়ে গেল। শুভশ্রীর এই পোস্টের নীচে অনেকেই অনেক কমেন্ট করেছেন। তবে প্রকৃত সিনে-দর্শকরা কিন্তু অনুরোধ করেছেন, এরপর রাজকে তাঁরা পরিচালক হিসেবেই দেখতে চান। অন্য আর কোনও ভূমিকায় নয়। রাজ কী করেন, এখন সেটাই দেখার।

আমার গায়ে রাজনৈতিক রং লাগাবেন না

কেন লিখলেন প্রসেনজিৎ? মন্তব্য প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের। ভোটের ফল বেরোবার পরই এমন পোস্ট করার কারণ কী? সামাজিক মাধ্যমে অভিনেতা লিখেছেন, আমি বহু বছর ধরে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে ইন্ডসট্রিতে কাজ করে আসছি, আগামীদিনেও ঠিক একইভাবে কাজ করে যেতে চাই। আপনাদের সকলের কাছে বিনীত অনুরোধ-- দয়া করে আমার গায়ে কোনও রাজনৈতিক রং লাগাবেন না। আমি কাউকে ফোন করিনি, বরং আমার ছোটভাই আমাকে ফোন করেছিল। বড়দাদা হিসেবে কাউকে আশীর্বাদ করা আমার কর্তব্য, আমি কেবল সেইটুকুই করেছি। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগসূত্র নেই।

এবার প্রশ্ন, কে সেই ছোটভাই? তিনি রুদ্রনীল ঘোষ। বিধানসভা নির্বাচনে হাওড়ার শিবপুর থেকে তিনি বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়েছেন। তাই প্রসেনজিৎকে সে কথা জানান, দুজনের কথাও হয় কিছুক্ষণ। তরপর থেকেই গুজব শুরু। প্রসেনজিৎ রাজনীতিতে আসছেন। এর আগেও এই গুজব উঠেছিল, যখন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক সুকান্ত মজুমদার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়ি গিয়েছিলেন। তারকাপুত্র তৃষাণজিৎ নাকি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন, এমন কথাও রটে। পরে এই গুজব মিথ্যে বলে জানিয়েছিলেন স্বয়ং প্রসেনজিৎ। বলেছিলেন, ভাবতেই হাসি পাচ্ছে ২০ বছরের ছেলের ছবি দিয়েও ফেক পোস্ট হচ্ছে। এবার রুদ্রনীলের বিষয়টিতে তিনি নিজেই পোস্ট করে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেন আগেভাগেই।

একনজরে সেরা ৫

মুক্তি পাক বেঙ্গল ফাইলস

বিবেক অগ্নিহোত্রীর 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' বাংলায় মুক্তি পায়নি। অভিনেতা সৌরভ দাস ছবিতে পোপাল পাঁঠার চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা পান। কিন্তু কলকাতায় এর জন্য তাঁকে ব্যান করা, মৃত্যুভয় দেখানো সবই হয়েছিল। সর্বভারতীয় সাফল্য তিনি পরিবারের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেননি। পরিবর্তনের পর ছবির মুক্তি হোক—বলে তিনি জানিয়েছেন।

হারানো ছবি

সার্থক দশগুপ্তর 'দ্য লাস্ট টেনান্ট' ছবিতে ইরফান খান ও বিদ্যা বালান প্রথম ও শেষ একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। এ ছবি দুজনেরই প্রথম দিকের। ২০০০ সালে নির্মিত ছবির মূল ফুটেজ হারিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎই ভিএইচএস কপি খুঁজে পায়। ইরফানের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকীতে ছবিটি ইউ টিউবে মুক্তি পেয়েছে এবং দু-লক্ষেরও বেশি 'ভিউ' পেয়েছে।

বান্দর ববি

অনুরাগ কাশ্যপের ছবি 'বান্দর'-এর নেগেটিভ চরিত্রে অভিনয় করতে সাহস পাচ্ছিলেন না ববি দেওল। শেষে বাবা ধর্মেন্দ্র তাঁকে বোঝান, আমিও আমার কেরিয়ারে অনুপমা, সত্যকাম বা দিল্লাগির মতো অন্য স্বাদের ছবি করেছি। এই সুযোগ কাজে লাগাও। তারপরই ববি 'বান্দর' ছবিতে অভিনয়ের বিষয়ে হ্যাঁ বলেন। তিনি বারবারই বলেছেন, ধর্মন্দ্রই তাঁর প্রেরণা।

পরম রুদ্র দুজনে

পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও রুদ্রনীল ঘোষের 'আবার হাওয়া বদল' আসছে ১২ জুন। ছবিতে পরমের সত্ত্বা রুদ্রনীলের শরীরে, রুদ্ররটি পরমের শরীরে। পরমের ছেলে ডাকলে দুজনেই সাড়া দিচ্ছে, ঘনিষ্ঠ মুহূর্তেও দুই সত্ত্বার একত্র উপস্থিতি, ফলে পরিস্থিতি জটিল। অভিনয়ে রাইমা সেন, অনুষা বিশ্বনাথনও। ১৩ বছর আগের 'হাওয়া বদল' ছবির এটি পরের ভাগ। পরিচালক পরমব্রতই।

পিয়ার পদত্যাগ?

রাজনৈতিক পালাবদলের পরই টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিতেও পরিবর্তনের দাবি উঠেছে। শতদীপ সাহা, পীযুষ সাহা প্রমুখ প্রযোজকেরা চাইছেন ইমপার পিয়া সেনগুপ্ত পদত্যাগ করুন। ফেডারেশনেরও বিরোধিতা করছেন তাঁরা। বহুদিন ধরেই ফেডারেশনের চাপে তাঁরা জেরবার। ইমপাও ফেডারেশনেরই নিয়ন্ত্রণে। এই ব্যবস্থার অবসান চান তাঁরা। পিয়া বলছেন, এটা অরাজনৈতিক সংস্থা। ক্ষমতাসীন সরকারের কাছ থেকেই সাহায্য চাওয়া হয়।

ইভিএমে কারচুপি, যা বললেন চিরঞ্জিৎ

এখন আর রাজনীতিতে নেই, নির্বাচনের আগেই দল থেকে সরে গিয়েছিলেন। ভোটে টিকিটও পাননি। ভারতীয় জনতা পার্টির বাংলার ক্ষমতায় আসার পরিপ্রেক্ষিতে অভিনেতা চিরঞ্জিৎ পরিবর্তনকে মেনে নিলেও বিজেপি ইভিএম কারচুপি করে জিতেছে--এ কথা তিনি শুনেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

নিজের রাজনীতি থেকে সরে আসার কথায় বলেছেন, গত ১৫ বছর আমরা যা করেছি, তার মধ্যে অনেক ভুল ছিল, সেগুলো আমার ভালো লাগেনি। বুঝেছিলাম, এটাই সরে যাবার সঠিক সময়। যে ধরনের দুর্নীতি, চুরি, চাকরি চলে যাওয়া ইত্যাদি হয়েছে, এগুলো উচিত হয়নি। নেতৃত্ব আরও দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারত। তবে গণতন্ত্রে পরিবর্তন এভাবেই হয়। সেদিন সিপিএম বুঝতে পারেনি। হয়তো বিজেপিও এতটা বুঝতে পারেনি। মানুষ এভাবেই সব বদলে দেয়—এটাই গণতন্ত্রের মজা। শেষে তিনি বলেছেন, তবে ইভিএম কারচুপির কথাও শুনেছি। এ বিষয়ে সময়েই সঠিক কথা বলবে।

বিজেপি জিতলেই কেন ইভিএম কারচুপির কথা আসে, সে প্রশ্ন করার সুযোগ অবশ্য তিনি দেননি।

মেয়র পদ ছাড়তে চান গৌতম

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৫ মে : বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষের কাছে বিপুল ভোটে হারতেই, মেয়র পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছে প্রকাশ করলেন গৌতম দেব। মঙ্গলবার ঘনিষ্ঠ মহলে এমন ইচ্ছার কথা জানান গৌতম। যদিও তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা হঠকারী সিদ্ধান্ত না নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বলে খবর।

শংকরের কাছে রেকর্ড ৭৩ হাজার ১৯২ ভোটের ব্যবধানে পরাস্ত হয়েছেন গৌতম। হারের পর সোমবার কমিশনের দিকে আঙুল তুলেছিলেন তিনি। তবে, মঙ্গলবার তাঁকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেখা যায়নি। এদিন দিনভর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন দলের একাধিক নেতা-নেত্রী। তাঁদের সঙ্গে ভোট পরবর্তী একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা সারেন গৌতম। সেই আলোচনার মধ্যেই একসময় গৌতম বলে ওঠেন, 'আমি আর মেয়র থাকতে চাইছি না।' গৌতমের কথা শুনে হকচকিয়ে যান উপস্থিত সকলে। যদিও পরে তাঁরা হঠাৎ কোনও সিদ্ধান্ত না নেওয়ার পরামর্শ দেন।

মেয়র পদ ছাড়তে চান কেন? গৌতমের বক্তব্য, 'বিজেপি কী করবে তা দেখতে হবে। ভেঙে দিয়ে ফ্রেশ ম্যান্ডেডে যাবে কি না, তাও দেখতে হবে। তবে আমি আমার কথা দলকে জানাব। দল যা বলবে তাই হবে।' এদিকে, এনিয়ে গৌতমকে কটাক্ষ করেছেন পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন। তিনি বলেন, 'পুরনিগম ভেঙে পড়েছে। শহরের হাল বেহাল। ফলে ব্যর্থতা লুকোতেই এসব কথা বলছেন। আমরা কাউকে ভয় দেখাতে চাই না। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।'

অন্যদিকে, গৌতমের এমন অভিব্যক্তি প্রকাশ্যে আসতেই তৃণমূলের অন্দরেও জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রকাশ্যে এনিয়ে কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাইলেন না। তবে দলের 'বিক্ষুব্ধ' কাউন্সিলার দিলীপ বর্মন বলেন, 'এই পরাজয়ের পর ওঁনার পদত্যাগ করে দেওয়া উচিত।'

এদিন সকাল থেকে পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, মেয়র পারিষদ রামভজন মাহাতো, কাউন্সিলার অভয়া বসু হাজির হয়েছিলেন গৌতমের বাড়িতে। এছাড়াও একাধিক তৃণমূল নেতা-কর্মীও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তবে তৃণমূলের শিক্ষক নেতা সুপ্রকাশ রায়কে একবারও দেখা যায়নি। যা নিয়ে দলেই কানাঘুষো শুরু হয়েছে।

এদিকে, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসা প্রত্যেক নেতার কাছ থেকে শহরের বর্তমান পরিস্থিতির খোঁজ নেন গৌতম। কোন কোন এলাকায় দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়েছে কিংবা কাকে কাকে ধমকানো হচ্ছে সেসবের খোঁজও নেন। গৌতম জানিয়েছেন, এই সময় দলের নেতা-কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোই এখন একমাত্র লক্ষ্য।

গৌতম বলেন, '১৯৭৭ এবং ২০১১ দেখেছি, '২৬-ও দেখলাম। ১৫ বছর একটা সিস্টেমের মধ্যে ছিলাম। বেরিয়ে আসতে একটু সময় লাগবে। হাতে হয়তো ক্ষমতা থাকবে না। সামনে কঠিন সময় আসছে। আমি মেকানাইজ সিস্টেমের কাছে হেরেছি, ফলে কোনও দুঃখ নেই।'

তবে শুধু গৌতম নয়, এদিন অধিকাংশ তৃণমূল কাউন্সিলার, মেয়র পারিষদের পুরনিগমে আশপাশেও দেখা যায়নি। পুরনিগমে না গেলেও ফোনে পুর কমিশনারের সঙ্গে জরুরি কাজকর্ম নিয়েও আলোচনা সারেন গৌতম।

শহরে আরও ব্যাকফুটে কানাইয়া

ইসলামপুরে নিজের গড়েই চাপে

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৫ মে : বিধানসভা ভোটে ইসলামপুর আসনে তিনি জিতেছেন বটে কিন্তু কানাইয়ালাল আগরওয়ালে ইসলামপুর শহর আরও একবার 'অনাস্থা' দেখাল। ঘাসফুল শিবিরের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি তথা দাপুটে এই তৃণমূল নেতা ২০১৯ সালের লোকসভা ভোট থেকে শুরু হওয়া শহরে বিজেপির লিডের মিথ ভাঙতে এবারও ব্যর্থ। টানা তিন দশকের পুর চেয়ারম্যান হলেও শহর থেকে প্রায় ৯ হাজার ভোটে তিনি পিছিয়ে থাকলেন।

অবাক করা বিষয় বলতে, নিজের ৭ নম্বর ওয়ার্ডেও প্রাপ্ত ভোটের ফলাফলে তিনি পিছিয়ে রইলেন। বিজেপি রাজ্যে সরকার গড়তে চলেছে। এতেই কানাইয়া ও অনুগামীদের রাতের ঘুম উড়েছে। আগামী মার্চে ইসলামপুর পুরসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তার আগে নিজেদের কেরিয়ার বাঁচাতে শিবির বদলে কাউন্সিলারদের বড় অংশ কানাইয়ার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনলে সমীকরণ কী দাঁড়াবে তা নিয়েও গুঞ্জনের শেষ নেই। কানাইয়া অবশ্য সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন।

ইসলামপুর শহরে এবারে ৩৬ হাজারের বেশি ভোটার ভোট দিয়েছেন। শহরে লিড নেওয়াটা কানাইয়ার জন্য 'প্রেস্টিজ ফাইট' ছিল। তাই প্রচারের শুরুতেই তিনি শহরের ১৭টি ওয়ার্ডকে রীতিমতো পাখির চোখ করে ভোট প্রচারে নেমেছিলেন। বিধানসভা আসনের নিরিখে তিনি ৪০ হাজারের বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন। কিন্তু শহরে শেষরক্ষা হয়নি। তাই একদিকে সরকারের পরিবর্তন, অন্যদিকে শহরে ভরাডুবি নিয়ে কানাইয়া শিবিরের কপালে চিন্তার ভাঁজ।

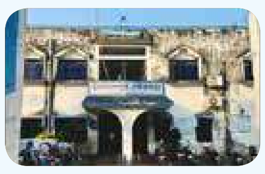

- টানা তিন দশকের পুর চেয়ারম্যান হলেও ইসলামপুর শহরে ৯ হাজার ভোটে পিছিয়ে কানাইয়ালাল আগরওয়াল
- নিজের ৭ নম্বর ওয়ার্ডেও প্রাপ্ত ভোটের ফলাফলে তিনি পিছিয়ে
- পুরসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে কাউন্সিলাররা কানাইয়ার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে পারেন, তা নিয়েও গুঞ্জন

ভোটের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, শহরে কানাইয়া প্রায় ১৩ হাজার ভোট পেয়েছেন। বিজেপি প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট প্রায় ২২ হাজার। ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস শহরেই অবস্থিত। শহরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই এলাকাকে অনেকে শহর বলেই মনে করেন। ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার স্টেট ফার্ম কলোনি, নতুনপাড়া, পুরাতন কলেজপাড়া, বরোট সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল মিলিয়ে বিজেপি সাড়ে তিন হাজার ভোটের লিড নিয়েছে। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে শহরে বিজেপির লিড প্রায় সাড়ে সাত হাজার ছিল। যা এবার বেড়ে প্রায় নয় হাজার হয়েছে। শহরের ১, ২, ৫, ৬, ৭, ১১-১৭ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট দেখে কানাইয়া শিবিরের রাতের ঘুম উড়েছে বলাই বাহুল্য।

কানাইয়ার প্রতিক্রিয়া, 'আস্থার বিষয় নয়, আসলে মেরুকরণের জোয়ারে আমরা শহরে লিড নিতে পারিনি।' তৃণমূলের ইসলামপুর টাউন সভাপতি বাপি পাল চৌধুরী বলেন, 'মানুষের ম্যানডেট মাথা পেতে মেনে নিতেই হবে। অনেক চেষ্টা করেও শহরে আমরা লিড নিতে পারিনি।' এক কাউন্সিলার তো বলেই বসলেন, 'মেরুকরণের ভোট হয়েছে। মানুষ আমাদের কথা শোনেননি।'

একদা কংগ্রেসের গোটা পুর বোর্ড নিয়ে কানাইয়া তৃণমূলের ঝান্ডা ধরেছিলেন। ফলে কুর্সি বাঁচাতে বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শহরের রাজনৈতিক সমীকরণ কোন দিকে মোড় নেবে তা নিয়ে গুঞ্জন তুঙ্গে। যদিও এবার জার্সি বদলে কুর্সি বাঁচানোর কারও চেষ্টাই সফল হবে না বলে বিজেপির ওপরতলার নেতারা জানিয়েছেন।

মাছেভাতে বাঙালি।। ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে মাছভাত খাওয়ানোর কর্মসূচি বিজেপির। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

৪৬টি ওয়ার্ডেই পিছিয়ে তৃণমূল

ভরাডুবি হতেই শুরু কাদা ছোড়াছুড়ি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ মে : পরাজয়ের ক্ষত দগদগে হতেই শিলিগুড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে তীব্র গোষ্ঠীকোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তেমনই শুরু হয়েছে কাদা ছোড়াছুড়ি। ফলাফল প্রকাশ্যে আসার পর স্পষ্ট, ভোটের আগে দিনরাত এক করে প্রচার করলেও, তাতে সাধারণ মানুষের মন জয় হয়নি। যে কারণে পুরনিগমের ৪৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৬ নম্বর ছাড়া কোথাও লিড পায়নি তৃণমূল। এমনকি তৃণমূলের শিলিগুড়ির প্রার্থী গৌতম দেব এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মার ওয়ার্ডেও দলের ফলাফল হতাশাজনক। অথচ পুরনিগমের ক্ষমতায় থাকা তৃণমূলের দখলে ৩৭টি ওয়ার্ড। 'ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করা হবে', এর বাইরে দলের ভরাডুবি নিয়ে সেভাবে মুখ খুলতে চাইছেন না জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল।

পুরনিগমের ৪৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১ থেকে ৩০ এবং ৪৫ থেকে ৪৭, এই ৩৩টি ওয়ার্ড নিয়ে শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র। এর মধ্যে ২৩টি ওয়ার্ড তৃণমূলের দখলে। অন্যদিকে, ৩১ থেকে ৪৪, এই ১৪টি ওয়ার্ড ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভায় রয়েছে। এখানকার প্রত্যেকটি ওয়ার্ডই তৃণমূলের দখলে। শিলিগুড়ির ৩৩টি ওয়ার্ডের মধ্যে একমাত্র ৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব ৩১৫ ভোটে লিড পেয়েছেন। বাকি ৩২টি ওয়ার্ডেই তিনি বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষের চেয়ে বহু ভোটে পিছিয়ে। গৌতমের বাড়ির ১৭ নম্বর ওয়ার্ডেও তৃণমূলকে পিছনে ফেলে ৬২৫টি ভোট বেশি পেয়েছে বিজেপি। আবার গৌতম যে ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত

- ৪৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৬ নম্বর ছাড়া কোথাও লিড পায়নি তৃণমূল
- গৌতম দেব এবং রঞ্জন শীলশর্মার ওয়ার্ডেও ফল হতাশাজনক
- অথচ পুরনিগমের ক্ষমতায় থাকা তৃণমূলের দখলে ৩৭টি ওয়ার্ড

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভায় থাকা সেই ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডেও রঞ্জন শীলশর্মা ২,৮০০ ভোটে পিছিয়ে পড়েছেন। রঞ্জনের নিজের ওয়ার্ড ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি ৪,৭৬০ ভোটে লিড নিয়েছে।

পুরনিগমে শাসন ক্ষমতায় থেকে, চার বছরে প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে বলে ফিরিস্তি দেওয়ার পরেও এই ফলাফল নিয়ে তৃণমূলের অন্দরেই তীব্র ক্ষোভ-বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মনের বক্তব্য, 'আমার ওয়ার্ডে বিজেপি ১০ হাজার ভোটে লিড পেয়েছে। আমি তো খারাপ লোক। আমাকে অনেক অপবাদ দেওয়া হয়েছিল। এবার গৌতম দেবই বুঝবেন।'

তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক অত্রিদেও শর্মার বক্তব্য, 'নেতা-নেত্রীদের ঔদ্ধত্য, পুরনিগমে ক্ষমতায় আসার পর থেকে কাউন্সিলার থেকে মেয়র পারিষদ সহ অন্যদের হাবভাব, মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার জেরেই এখানে হারতে হয়েছে। কিছু লোক দলকে কাজে লাগিয়ে করে খেয়েছেন। মানুষ এবার নিরপেক্ষভাবে ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়ে এই সমস্ত কাজকর্মের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। তাই আমরা হেরেছি।' তাঁর সংযোজন, 'দলনেত্রী, দলের যুব সেনাপতি থেকে বাকি শীর্ষ নেতৃত্বের কথাবার্তার ধরন, দাম্ভিকতা, রাজ্যজুড়ে লুটে খাওয়ার প্রবণতাও দলের ক্ষতি করেছে।' দলের অপর জেলা সম্পাদক দীপক শীলের বক্তব্য, 'দলটাকে ভালোবাসি বলেই প্রচারের ময়দানে ছিলাম। কিন্তু আমাদের মতো নেতাদের তো এবার ভোটে কোনও কাজই করতে দেওয়া হয়নি। আমরা মানুষের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছাতেই পারিনি।'

দুই কিশোরের মৃত্যুতে রহস্য ঘনীভূত

ভাইরাল ঘটনার মুহূর্তের ভিডিও

ইসলামপুর, ৫ মে : পুকুরে 'ডুবে' দুই কিশোরের মৃত্যুর ঘটনায় রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। ঘটনার সময়ের একটি ভিডিও ভাইরাল হতেই মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে একাধিক সংশয় দেখা দিয়েছে। (যদিও ভাইরাল ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। এক কিশোরের বিরুদ্ধে থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ইসলামপুর থানার পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। ভিডিও ফুটেজটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সোমবার ইসলামপুর শহর সংলগ্ন তেলিভিটা এলাকার একটি পুকুরে ডুবে মৃত্যু হয় শহরের নেতাজিপল্লির বাসিন্দা শুভঙ্কর দাস (১৬) এবং রামকৃষ্ণপল্লির বাসিন্দা রাজেশ চৌহানের (১৫)। ইসলামপুর হাইস্কুলে দশম ও নবম শ্রেণিতে পড়ত শুভঙ্কর ও রাজেশ।

মৃত দুই কিশোরের পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার দিন পাঁচ-ছয়জন বন্ধু মিলে ওই পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিল। তবে, পরিকল্পনা করে শুভঙ্কর ও রাজেশকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়।

রাজেশের বাবা অর্জুন চৌহান অভিযোগ করেছেন, 'রাজেশকে গভীর জলে ঠেলে দেয় এক কিশোর। শুভঙ্করকেও একইভাবে জলে ডুবিয়ে খুন করা হয়েছে।' তিনি বলেন, 'অভিযুক্ত কিশোরের পরিবারের সঙ্গে আমার কয়েকদিন আগে বিবাদ হয়েছিল। প্রতিশোধ নিতে এমন ঘটনা ঘটানো হয়েছে। পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছি।' ছেলের এমন মৃত্যুতে রাজেশের মা রুনা চৌহান কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে বারবার বলতে শোনা যায়, ভিডিও না করা থাকলে, সত্যিটা জানতেই পারতাম না। আমার ছেলেকে খুন করা হয়েছে।

অন্যদিকে, শুভঙ্করের বাবা-মা না থাকায় সে ঠাকুমার কাছে থাকত। নাতির মৃত্যুতে শোকে পাথর হয়ে গিয়েছেন তিনি। শুভঙ্করের জেঠিমা আশা দাস বলেন, 'মোবাইল ঠিক করার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল শুভঙ্কর। এরপর বন্ধুরা জোর করে ওকে পুকুরে নিয়ে গিয়ে খুন করে।'

কিন্তু ভাইরাল ভিডিওতে কী রয়েছে। কয়েক সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, তিন কিশোর ভেলায় চড়ে পুকুরে নেমেছে। হঠাৎই দেখা যায় অভিযুক্ত কিশোর একজনকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিয়ে নিজেও জলে ঝাঁপ দিয়ে ওই কিশোরকে জলে প্রায় ডুবিয়ে দেয়। দ্বিতীয় কিশোর কাছে গেলে তাকেও ডোবানো শুরু করে। যা থেকেই 'খুন'-এর অভিযোগ উঠেছে।

> অভিযুক্ত কিশোরের পরিবারের সঙ্গে আমার কয়েকদিন আগে বিবাদ হয়েছিল। প্রতিশোধ নিতে এমন ঘটনা ঘটানো হয়েছে।
>
> **অর্জুন চৌহান**
> *মৃত রাজেশের বাবা*

এদিকে এই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই প্রশ্ন উঠছে, বন্ধুত্বের আড়ালে কি লুকিয়ে ছিল প্রতিশোধের ছক? নাকি এই জোড়া মৃত্যুর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও রহস্য? কেননা রাজেশের বাবা বিবাদের কথা বললেও শুভঙ্কর বা তার পরিবারের সঙ্গে অভিযুক্ত কিশোর বা তার পরিবারের কোনও বিবাদের ঘটনা জানা যায়নি। তাছাড়া শুভঙ্কর বাড়িতে মিথ্যা বলে কেন পুকুরে গেল, সে নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৫ মে : ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁশঝাড় এলাকায় বছর ২০-র এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যু হল। মৃত তরুণ সিকিমের বাসিন্দা। তিনি বাঁশঝাড় এলাকার এক বাড়িতে ভাড়া থেকে একটি নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। মঙ্গলবার রাতে ওই বাড়ির তিনতলার ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ভক্তিনগর থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়।

আইএনটিইউসি জয়ী

বাগডোগরা, ৫ মে : ব্যাংডুবির সামরিক বিভাগের ফাইভ এফওডি-র ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডিফেন্স ওয়ার্কার্স ফেডারেশন (আইএনডিডব্লিউএফ)-এর নির্বাচনে মঙ্গলবার জয়ী হল আইএনটিইউসি। সংগঠনের সহ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'আজ ৯টি আসনের মধ্যে আমরা ৯টিতেই জয়ী হয়েছি।'

প্রীতিলতা স্মরণ

শিলিগুড়ি, ৫ মে : পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ১১৫তম জন্মদিন পালন করা হল মঙ্গলবার। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের আবক্ষমূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল, পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী সহ কমিটির সদস্যরা।

জন্মজয়ন্তী

শিলিগুড়ি, ৫ মে : কার্ল মার্কসের ২০৯তম জন্মজয়ন্তী পালন করল সিপিএম। মঙ্গলবার অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে কার্ল মার্কসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন অশোক ভট্টাচার্য সহ দলের নেতারা। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা কমিটির সম্পাদক সমন পাঠক সহ অন্য নেতা-কর্মীরা।

গ্রেপ্তার ১

শিলিগুড়ি, ৫ মে : ৪০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে এসওজি এবং মাটিগাড়া থানা যৌথ ভাবে বিশ্বাস কলোনিতে অভিযান চালায়। সেখানেই মোহাম্মদ শফিক নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে বিপুল পরিমাণ মাদক বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু তরুণের

শিলিগুড়ি, ৫ মে : রাতের শহরে ফের দুর্ঘটনা। গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করার পর হাসপাতালে মৃত্যু হল এক তরুণের। সোমবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে খাপরাইল মোড়ের ট্রাফিক কন্ট্রোল পয়েন্ট থেকে সুকনার সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তায়। মৃত অনীত কচুয়া (৩৭) গুলমা এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অনীত স্কুটারে করে যাওয়ার সময় কোনও গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে গিয়েছে। তবে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির কোনও খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, অনীতকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন পথচলতি এক ব্যক্তি। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে আহত তরুণকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে সুকনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় অনীতের।

মৃত তরুণের পরিবার জানিয়েছে, ঘটনার দিন রাতে অনীত কাজ সেরে বাগডোগরা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি। এদিকে, এই রাস্তাটি পুলিশ-প্রশাসনের কাছে আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন-না, এর আগেও এই রাস্তায় একাধিক দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে। মূলত রাস্তায় কোনও স্পিডব্রেকার না থাকায় দ্রুতগতিতে গাড়ি চলাচল করে। তার ফলে যাবতীয় দুর্ঘটনা ঘটছে। ওই রাস্তায় নিত্যযাতায়াতকারীদের অনেকে বলছেন, রাতে ওই রাস্তায় ট্রাফিকের বিষয়টা দেখা হলে, দুর্ঘটনা এড়ানো যেতে পারে। মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

দোষী সাব্যস্ত

শিলিগুড়ি, ৫ মে : ২০১৭ সালের পকসো মামলায় শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের বিশেষ পকসো কোর্ট এক ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করল। নাবালিকাকে চকোলেটের লোভ দেখিয়ে তাকে শারীরিক নির্যাতনের ঘটনায় শিলিগুড়ির বাসিন্দা রাম ভগত নামে এক ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ওই ঘটনার পর রাম দীর্ঘদিন পলাতক ছিল। পরে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। মঙ্গলবার অ্যাডিশনাল সেশন জজ অনীতা মেহেত্রা মাথুর রাম ভগতকে দোষী সাব্যস্ত করেন। বুধবার দোষীর সাজা ঘোষণা হবে।

ছাত্র সংসদের অফিস দখল

শিলিগুড়ি, ৫ মে : রাজ্যে বিজেপি বিপুল আসনে জয়লাভ করতেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের অফিস দখলে নিল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। মঙ্গলবার এবিভিপি সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সংগঠনের পতাকা নিয়ে মিছিল করেন। পরে সংগঠনের তরফে বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। ছাত্র সংসদের অফিসঘর খুলে গঙ্গাজল ছিটিয়ে সেখানে সরস্বতীমূর্তি বসান সংগঠনের সদস্যরা। এবিভিপি'র রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি অনিকেত দে সরকার বলেন, 'ছাত্র সংসদের ঘরে নেশার আসর বসত। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অনৈতিক কাজ আমরা বন্ধ করে দিলাম।' অন্যদিকে, এদিন এসএফআইয়ের তরফে শিলিগুড়ির সূর্য সেন কলেজে সংগঠনের পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয়।

ভয় কাটিয়ে খোলামেলা আলোচনায় শহরবাসী

'২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে কমবেশি সকলের মনে একটাই প্রশ্ন ছিল- পরিবর্তন নাকি প্রত্যাবর্তন! অবশেষে সেই প্রশ্নের উত্তর মিলেছে। বিজেপির সাফল্যে অধিকাংশের গলাতে একই সুর 'এই পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল'।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৫ মে : সোমবার থেকে শহরের মেজাজ যেন একেবারে আলাদা। চা-এর দোকান হোক বা মুদির দোকান কোনওরকম রাজনৈতিক চর্চা করার আগে কেউ আর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছেন না। সকলের চোখে-মুখে যেন স্বস্তির ছাপ।

মঙ্গলবার সকালে উত্তর শান্তিনগর এলাকার এক মিষ্টির দোকানে পনির কিনতে এসেছিলেন বিমলা রায়। সেখানে তাঁর কথা হয় কাওয়াখালি এলাকার রজত দাসের সঙ্গে। কথার সূত্রপাত তৃণমূলের পরাজয়ের রেশ টেনে। কথায় কথায় বিমলা জানালেন তাঁর হাঁটুর ব্যথা রয়েছে। খানিকটা অভিযোগের সুরে বিমলা বললেন, 'বার্ধক্য ভাতাটাও পেতাম না গো। স্বামী নেই। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছি। একাই থাকতে হয়। হাঁটুর সমস্যা নিয়ে কত চেষ্টা করেছি, অভিযোগও জানিয়েছি কিন্তু ভাতা পাইনি।' বিমলার কথা শুনে রজত বললেন, 'দেখ, এবার সব হয়ে যাবে।'

ওই মিষ্টির দোকানের বাইরে দুজন নিজেদের মধ্যে বেশ গুরুগম্ভীর আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। একজন বললেন, 'অনেক ভেবেচিন্তে এবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বাড়িতে দুটো মেয়ে রয়েছে। তৃণমূলকে ক্ষমতায় রাখার কথা তাই আর ভাবতে পারিনি।' অন্যজন বললেন, 'তৃণমূল বিরোধী কথা বললে সমস্যায় পড়তে হতে পারে তাই এতদিন কিছু বলিনি। আজ যেন মনের কথা প্রকাশ্যে বলার সাহস পাচ্ছি। যা হয়েছে খুব ভালো হয়েছে।'

সূর্যনগর মাঠের আড্ডায় ভোটের ফলাফল নিয়ে আলোচনা। মঙ্গলবার।

আবার ডাবগ্রামে সূর্যনগর মাঠের ধারে গাছের নীচে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে কথায় কথায় একজন জানালেন, তাঁর অনুমান বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ এবার শিক্ষামন্ত্রী হবেন। তাঁদের মধ্যে ভাস্কর তরফদার নামের একজনের কথায়, 'বিজেপি আসার পর অসমে অনেক উন্নতি হয়েছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এতদিন উন্নতির কোনও ছোঁয়াই লাগেনি। এবার হবে।' ওই আড্ডার দলের মধ্যে একজন তৃণমূলের সমর্থনে কথা বলতে যাচ্ছিলেন। বাকিরা তাঁকে থামিয়ে দিলেন। ওই তৃণমূলের সমর্থকও খানিকটা হতাশার সুরে বললেন, 'দিদি নিজে জিতলেও কিছুটা ভরসা পেতাম। দিদিই তো হেরে গিয়েছেন।'

হাকিমপাড়ার চিলড্রেনস পার্ক এলাকায় একটি ফ্ল্যাটের বাইরে দাঁড়িয়ে খোশমেজাজে আড্ডা দিচ্ছিলেন জনা পাঁচেক। ভোটের ফলাফল সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল তাঁদের মধ্যে। তাঁদের মধ্য একজন বেশ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'জনগণের রায় মানতে চাইছে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের ঔদ্ধত্য এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, এই পরিবর্তন না হলে সাধারণ মানুষকে আরও খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হত।' ভোটের ফলাফলে খুশি হয়ে এদিন বাড়িতে যে মাংস-ভাত রান্না করেছেন দেশবন্ধুপাড়ার সুনীতা চাকি। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বললেন, 'এতদিন রাজ্যবাসী অনেক কিছু সহ্য করেছে। ছেলেটা রাজ্যে কোনও সুবিধা না পেয়েই তো বাইরে চাকরি করছে। এতদিন এসব ঘরের ভেতর বলতাম, এখন বাইরে বলতেও ভয় নেই। আমাদের ভয় ভেঙেছে। সব জায়গা থেকে নীল-সাদা রং মুছে দেওয়া উচিত।'

পৃথিবীর পাঠশালা

গভীরে ডুবে থাকা সাবমেরিন

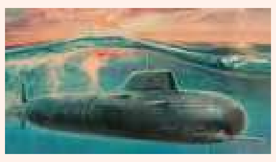

স্নায়ুযুদ্ধের সময় প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরে একটি সোভিয়েত সাবমেরিন ডুবে যায়, যার ভেতর পারমাণবিক মিসাইল এবং গোপন কোড ছিল। আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ সেই সাবমেরিন চুরি করার জন্য প্রোজেক্ট আজোরিয়ান নামের এক পাগলাটে প্ল্যান করে। তারা খনি খোঁজার নাম করে একটি বিশাল জাহাজ তৈরি করে, যার তলা দিয়ে বিশালাকার যান্ত্রিক হাত পাঠিয়ে তিন মাইল নীচ থেকে সাবমেরিনটিকে টেনে তোলার চেষ্টা করা হয়। তোলার সময় সাবমেরিনটি ভেঙে গেলেও, গভীর সমুদ্রের এই চুরির অভিযান গোয়েন্দা ইতিহাসের এক সেরা কীর্তি।

বেঁকে যাওয়া গাছের জঙ্গল

রাশিয়ার কালীনিনগ্রাদে একটি অদ্ভুত পাইন জঙ্গল আছে, যাকে বলা হয় ডান্সিং ফরেস্ট। এই জঙ্গলের গাছের গুঁড়িগুলো সোজা ওঠার বদলে মাটি থেকে বেরিয়েই গোল হয়ে রিং বা লুপের মতো বেঁকে গিয়েছে। কেন এই নির্দিষ্ট জায়গার গাছগুলো এমন অদ্ভুতভাবে বাঁকানো, তার কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আজও মেলেনি। কেউ বলেন অতিরিক্ত হাওয়ার জন্য, আবার কেউ বলেন বিশেষ এক ধরনের পোকার আক্রমণের জন্য এমন হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, এই জঙ্গলে কোনও জাদুকরি শক্তি আছে যা গাছগুলোকে নাচতে বাধ্য করেছে।

ফুটন্ত জল যখন বরফ

পৃথিবীর সবচেয়ে ঠান্ডা জায়গা হল অ্যান্টার্কটিকার ভস্টক স্টেশন। ১৯৮৩ সালে সেখানে মাইনাস উননব্বই দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা মাপা হয়েছিল। এই হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় একটা অদ্ভুত বিজ্ঞানের জাদু দেখা যায়। কেউ যদি এক গ্লাস ফুটন্ত গরম জল বাতাসে ছুড়ে মারে, তবে তা মাটিতে পড়ার আগেই চোখের পলকে জমে গিয়ে বরফের গুঁড়ো ধুলো বা স্ফটিক হয়ে যায়। ঠান্ডার এই চরম মাত্রায় নিঃশ্বাস নিলে ফুসফুসের ভেতরের বাতাসও জমে যাওয়ার উপক্রম হয়। পৃথিবীর বুকে এটিই প্রকৃতির চরম শীতলতম রূপ।

প্রেসিডেন্ট পদে প্রথম নারী

আমেরিকায় নারীরা ভোট দেওয়ার অধিকার পাওয়ার অনেক আগে, ১৮৭২ সালে ভিক্টোরিয়া উডহাল নামের এক সাহসী নারী প্রথম প্রেসিডেন্ট পদে লড়েছিলেন। সে যুগে নারীদের সামান্য অধিকারও ছিল না, তবুও তিনি নিজের একটি পত্রিকা চালাতেন এবং ওয়াল স্ট্রিটে স্টক ব্রোকার হিসেবে কাজ করতেন। তাঁর এই রাজনৈতিক পদক্ষেপে সমাজের রক্ষণশীল মানুষরা এতটাই খেপে গিয়েছিলেন যে নির্বাচনের ঠিক আগে তাঁকে জেলে পাঠানো হয়। কিন্তু হার না মানা এক নারীর এই লড়াই আমেরিকার ইতিহাসে নারী স্বাধীনতার এক বড় মাইলফলক হয়ে আছে।

রাস্তার কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ

খড়িবাড়ি, ৫ মে : রাস্তা সংস্কারে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ তুলে কাজ বন্ধ করলেন স্থানীয়রা। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত খড়িবাড়ি কচাইজোতে এমন ঘটনা ঘটে। পরে ঠিকাদারি সংস্থার প্রতিনিধি ঘটনাস্থলে এলে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। যদিও অভিযোগ পেতেই পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ। পথশ্রী প্রকল্পে এই এলাকায় ১ কোটি ৬ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ব্যয়ে দু'কিমি ৯০০ মিটার পিচের রাস্তা সংস্কার করা হচ্ছে। এরমধ্যে এক সপ্তাহ আগে প্রায় ২০০ মিটার রাস্তায় পিচের আস্তরণ দেওয়া হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তা সংস্কারে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। তাছাড়া মাটি পরিষ্কার না করেই পিচ দেওয়া শুরু হয়েছে। এর ফলে পিচ উঠে যাচ্ছে বলে দাবি করছেন এলাকাবাসী। এরইমধ্যে মঙ্গলবার ঠিকাদারি সংস্থা কাজ শুরু করতে গেলে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বিক্ষোভকারীদের মধ্যে অসীম বর্মন বলেন, 'রাস্তায় নিম্নমানের পিচ সহ অন্য সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০০ মিটার রাস্তায় রোলিংয়ের পর মাটি পরিষ্কার না করেই পিচের আস্তরণ দেওয়া হয়েছে। সাতদিনের মধ্যেই সেই পিচ উঠে যাচ্ছে। হাত দিয়ে অল্প ঘষা দিলেই পিচ উঠে মাটি বেরিয়ে আসছে।'

বিষয়টি নিয়ে ঠিকাদার সংস্থার প্রতিনিধি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন উপযুক্ত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

সংঘর্ষের পর উধাও কৃষ্ণ

বাপিকে ঘিরে বিক্ষোভ দলীয় কর্মীদের

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৫ মে : বিপুল ভোটে জয় হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পদ্ম শিবিরের বিরুদ্ধে সমানে বেলাগাম হওয়ার অভিযোগ। পরিস্থিতি সামলাতে শীর্ষনেতৃত্ব থেকে বিশেষ বার্তা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোথায় কী! সোমবার ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই বিজেপির বিরুদ্ধে গোটা রাজ্যে সমানে সন্ত্রাস চালানোর অভিযোগ উঠতে শুরু করে। রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তের মতো জলপাইগুড়িও ব্যতিক্রম নয়। কোথাও পদ্ম কর্মীদের বিরুদ্ধে তৃণমূল নেতার ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ তো কোথাও তৃণমূল নেতাকে দলে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে বিজেপিরই শীর্ষনেতার বিরুদ্ধে তুমুল বিক্ষোভ চলল।

মঙ্গলবার বিজেপির কর্মীদের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কৃষ্ণ দাসের অনুগামীদের সংঘর্ষের ঘটনায় কোতোয়ালি থানার বারোপাটিয়া এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। বিজেপির অভিযোগ, কৃষ্ণ ও তাঁর গুন্ডাবাহিনী ধারালো অস্ত্র নিয়ে গেরুয়া কর্মী-সমর্থকদের ওপর হামলা চালায়। তাতে পদ্ম শিবিরের চারজন গুরুতর জখম হন। তাঁদের দুজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে, বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা তাঁর বাড়িতে হামলা চালিয়েছেন বলে কৃষ্ণের দাবি। ঘটনার খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আক্রান্ত বিজেপি কর্মীরা জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় কৃষ্ণ সহ তাঁর অনুগামীদের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এরপরই অনুগামীদের নিয়ে কৃষ্ণ গা-ঢাকা দিয়েছেন বলে অভিযোগ। রাজগঞ্জ থানার আইসি গাড়ি নিয়ে তাঁদের ধাওয়া করেন। কিন্তু অভিযুক্তদের ধরা যায়নি। কিন্তু অভিযুক্তদের পালাতে সাহায্য করা হয়েছে বলে পরে বিজেপি কর্মীরা টোল প্লাজায় রাজগঞ্জ থানার আইসি-কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। পুলিশ অভিযুক্তদের খুঁজছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে বলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শৌভনিক মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন। অন্যদিকে, ঘটনার পর সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। তাতে কৃষ্ণকে ধারালো অস্ত্র হাতে দেখা গিয়েছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ অবশ্য ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি।

এদিকে, সোমবার রাতে ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় অশান্তি শুরু হয়। তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সুকান্ত চৌধুরীর ছেলের মোটর সাইকেল জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, বিজেপি সমর্থকদের একাংশ তৃণমূল নেতা সোনু গুপ্তার বাড়িতে হামলা চালালে পালটা আক্রমণ হয়। তাতে ছ'টি বাইক পোড়ানো হয়। একটি মিষ্টির দোকানে ভাঙচুর, লুটপাট ও মারধরের অভিযোগ ওঠে। যদিও সোনুর পালটা দাবি, তাঁর বাড়িতেই প্রথম হামলা হয়েছিল।

তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক তমাল ঘোষের অফিসে হামলা চলে। তাঁর অফিস ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। সমস্ত ঘটনা সামাল দিতে শীর্ষ নেতৃত্ব আসরে নামে। মঙ্গলবার ওদলাবাড়িতে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে এসে বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী দলীয় কর্মীদের ক্ষোভের মুখে পড়েন। ওদলাবাড়ির বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, বাপি তৃণমূল নেতা তমাল ঘোষের সঙ্গে গোপন বৈঠক করতে এসেছিলেন। তমালকে বিজেপিতে নেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে এরপরই জল্পনা ছড়ায়। বিজেপি কর্মীরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানান।

'আইপ্যাকে' না অখিলেশের

লখনউ, ৫ মে : বড় মাপের ভূমিকম্প হলে তার আফটারশক অনেক দূর পর্যন্ত অনুভূত হয়। বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস এবং তামিলনাড়ুতে ডিএমকে'র মতো দুই মহাশক্তিধর শাসকের পতনের জেরে এবার উত্তরপ্রদেশে আছড়ে পড়ল সেই আফটারশক। ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য আইপ্যাকের সঙ্গে সমাজবাদী পার্টির (এসপি) যে চুক্তি চূড়ান্ত হয়েছিল, তা কার্যত ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেললেন অখিলেশ যাদব। ইডি'র হানা, ডিরেক্টরের গ্রেপ্তারি এবং পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরম বিপর্যয়ের পর আইপ্যাকের কর্পোরেট জাদুদণ্ডে আর ভরসা রাখতে পারছে না সমাজবাদী পার্টি।

- উত্তরপ্রদেশে আইপ্যাক তাদের অফিস রাতারাতি গুটিয়ে নিয়েছে
- সদ্য নিয়োগ হওয়া প্রায় জনা চল্লিশেক কর্মীকে কাজে আসতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে
- অন্য একটি আনকোরা সংস্থার ওপর হয়তো আংশিক ভরসা করতে পারে সমাজবাদী পার্টি

আইপ্যাকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার তাৎক্ষণিক প্রভাব ইতিমধ্যে পড়তে শুরু করেছে। উত্তরপ্রদেশে আইপ্যাক তাদের ঝাঁ-চকচকে অফিস রাতারাতি গুটিয়ে নিয়েছে। সদ্য নিয়োগ হওয়া প্রায় জনা চল্লিশেক কর্মীকে কাজে আসতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে রাজনৈতিক মহলে চর্চা, আইপ্যাকের প্রাক্তন কর্মীদের তৈরি অন্য একটি আনকোরা সংস্থার ওপর হয়তো এবার আংশিক ভরসা করতে পারে সমাজবাদী পার্টি।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সম্পর্কে চিড় ধরার শুরুটা হয়েছিল গত মাসেই। কয়লা পাচার কাণ্ডে আর্থিক তছরুপের অভিযোগে আইপ্যাকের ডিরেক্টর বিনেশ চান্ডেলকে ইডি গ্রেপ্তার করার পরেই সংস্থার অন্দরে চরম ডামাডোল শুরু হয়। ইডি হানার জেরে ভোটের ঠিক মুখেই বঙ্গে নিজেদের কাজকর্ম কার্যত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল আইপ্যাক। বহু অফিস সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়, কর্মীদের বসিয়ে দেওয়া হয়। ঠিক ভোটের লগ্নে আইপ্যাকের এই রণে ভঙ্গ দেওয়াটা একেবারেই মেনে নিতে পারেননি তৃণমূল নেতারা। তারপর তাদের কফিনে শেষ পেরেকটা পুঁতে দিল সোমবারের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। তৃণমূল দুর্গের পতন, ভবানীপুরে বিপুল ভোটে খোদ মমতার হার এবং তামিলনাড়ুতে দাপুটে শাসকদল ডিএমকে'র আকস্মিক পরাজয়ের ধাক্কায় আইপ্যাকের 'অপরাজেয়' ভাবমূর্তি একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে।

অথচ একসময় খোদ মমতার উদ্যোগ এবং সুপারিশেই অখিলেশের সঙ্গে আইপ্যাকের চুক্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। এখন সেই মমতারই এই ভরাডুবি দেখে অখিলেশ সতর্ক হয়ে গিয়েছেন। এমন ডুবন্ত নৌকায় পা রেখে অযথা ঝুঁকি নিতে নারাজ সাইকেল শিবির। এসপি'র অন্দরের খবর, কর্পোরেট এজেন্সির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের সাজানো স্ট্র্যাটেজির চেয়ে দলের বুথ স্তরের কর্মীদের দেওয়া তথ্যের ওপরই এখন বেশি ভরসা করতে চাইছেন অখিলেশ।

পালালেন কমল-পুত্র

প্রথম পাতার পর

তাঁর পুরোনো দল ফরওয়ার্ড ব্লকের দীর্ঘদিনের সতীর্থ প্রবীণ নেতা অক্ষয় ঠাকুরকে রাস্তায় কান ধরে হিসেব বোঝানোর হুমকি দিতেও পিছপা হননি উদয়ন। বিধানসভার ভেতরেই তিনি অন্য দলের বিধায়কের পা ভেঙে দেওয়ার কথা বলতেও দ্বিধাবোধ করেননি। বিরোধী মতপ্রকাশ করলে সঙ্গে সঙ্গেই সেই কণ্ঠরোধ করতে দলবল পাঠিয়ে দেওয়া হত। কারও বাড়ি ভাঙচুর করা, কারও বা দোকান লুট করা, আবার কাউকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া, এসব দিনহাটার রোজনামচায় পরিণত হয়েছিল। উদয়ন হয়ে উঠেছিলেন দিনহাটার ত্রাস। তাঁর মুখের কথাই ছিল অলিখিত আইন। পুলিশের সামনেই বিরোধীদের হুমকি দেওয়া এবং সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখাই ছিল তাঁর নগ্ন দম্ভের বহিঃপ্রকাশ। তাঁর দাপটে সাধারণ মানুষ এতটাই অতিষ্ঠ ছিলেন যে, বাধ্য হয়ে অনেকেই মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করতেন। তিনি নিজেকে দিনহাটার ভাগ্যবিধাতা বলে মনে করতে শুরু করেছিলেন।

একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর-এর মতো উদয়নের সঙ্গে জুটেছিলেন তাঁর ছেলে। বাবার মন্ত্রিত্বের দম্ভে দিনহাটায় রীতিমতো গুন্ডাবাহিনী তৈরি করে ফেলেছিলেন সায়ন্তন। দিনরাত সেই বাহিনী নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাতে শুরু করেছিলেন তিনি। বাবা-ছেলের দাপটে তিতিবিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন সাধারণ মানুষজন। তাঁদের ভেতর কতটা ক্ষোভের আগুন জ্বলছিল মঙ্গলবার সকালে তা চাক্ষুস করেছেন দিনহাটাবাসী। এদিন সকাল থেকেই দিনহাটা চৌপথি বড় শিব মন্দির, থানা মন্দির, মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিতে ভিড় জমান বহু মানুষ। তাঁদের বেশিরভাগই জানিয়েছেন, উদয়নের হারের জন্য মানত করেছিলেন তাঁরা। মানত পূরণ হওয়ায় পুজো দিতে এসেছেন। এদিন সকালে কলেজপাড়ার বুড়িমাতার মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন রতনকুমার সরকার। তাঁর কথায় ক্ষোভ ঝরে পড়েছে, 'উদয়নের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে পাঁচ বছর আগেই মানত করেছিলাম। এখন আমরা শান্তিতে শ্বাস নিতে পারব।' বড়শাকদল থেকে এসে এদিন বড় শিব মন্দিরে পুজো দেন একদল তরুণ। তাঁদের একজন অমর দাসের কথা, 'ভাড়া করা গুন্ডা নিয়ে আমাদের উপর অনেক অত্যাচার করা হয়েছে। ভয়ে শুধু মহাদেবকে ডেকেছি। ভগবান আমাদের কথা শুনেছেন।'

ভোটের ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাসের ঘরের মতো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছে উদয়নের এতদিনের সাজানো অহংকারের সৌধ। যে জনতাকে তিনি এতদিন ভয় দেখিয়ে এসেছেন, সেই জনতার মুখোমুখি দাঁড়ানোর ন্যূনতম সাহসটুকুও তাঁর আর অবশিষ্ট ছিল না। তাই অপরাধীর মতো, মুখ লুকিয়ে পৈতৃক ভিটে ছাড়তে হল উদয়নকে। ক্ষমতার আস্ফালন যে ঠিক কতটা ক্ষণস্থায়ী হতে পারে, সোমবার রাতের নিস্তব্ধ দিনহাটা তারই এক জ্বলন্ত প্রমাণ হয়ে রইল। মঙ্গলবার সকালে উদয়নের পালানোর খবর ছড়িয়ে পড়তেই দিনহাটায় অঘোষিত উৎসবের মেজাজ দেখা যায়। এতদিন ধরে চলা ভয়ের রাজত্বের অবসান ঘটায় আপাতত দিনহাটা যেন মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিচ্ছে।

আসছেন শা

প্রথম পাতার পর

তখন তাঁর মনোনয়নপত্র পেশের দিন খোদ শা উপস্থিত থেকে জানিয়েছিলেন, মমতার ঘরে ঢুকে তাঁকে হারানোর চ্যালেঞ্জ নিয়েই শুভেন্দুকে সেখানে নামানো হয়েছে। ৪ মে'র ফলাফল বলছে, শুভেন্দু সেই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ। ২০২১-এর নন্দীগ্রামের পর এবার খোদ ভবানীপুরেও তিনি মমতাগড় চূর্ণ করে দিয়েছেন। ফলে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর পাল্লা যে সবচেয়ে ভারী, তা নিয়ে সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে জোর জল্পনা চলছে।

মঙ্গলবার ঐতিহাসিক জয়ের পর থেকেই সল্টলেকের দলীয় কার্যালয়ে ভিড় উপচে পড়ছে। একসময় যাঁরা দল থেকে দূরত্ব বজায় রাখছিলেন, তাঁরাও এখন সরকার গড়ার আশায় সপ্রতিভ হয়ে উঠেছেন। এই তৎপরতার মাঝেই সুনীল বনসল ও ভূপেন্দ্র যাদবরা রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারীদের নিয়ে দিলীপ ঘোষের সঙ্গে এক দফা আলোচনা সেরেছেন। সেই রিপোর্ট নিয়ে তাঁরা দিল্লি ফিরে অমিত শা-কে বিস্তারিত জানাবেন। যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শা নিজেই নেবেন। দলের একাংশের দাবি, খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর নিজের গড়ে হারানোর পর শুভেন্দুর সামনে আর কোনও বাধা নেই। বিশেষ করে এই নির্বাচনে অমিত শা যেভাবে তাঁকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, তা এই জল্পনাকেই মান্যতা দিচ্ছে। যদিও রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, সংসদীয় দলের নিয়ম মেনেই কেন্দ্র সব ঠিক করবে। তবে সব মিলিয়ে শুভেন্দুর নাম এগিয়ে থাকলেও, শেষ মুহূর্তে অন্য কোনও চমক আসার সম্ভাবনাও কিন্তু রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না। অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের সচিবালয় নবান্ন থেকে রাইটার্সে ফিরে আসতে পারে বলে একটি মহল মনে করছে।

৫০০ টাকা মজুরির

প্রথম পাতার পর

যাওয়া এখন তাই দস্তুর। তাতেও শেষ রক্ষা হয় না। চা বাগান থেকে নারী পাচার সেকারণে বাড়ছে। ডুয়ার্সে বীরপাড়া চা বাগানের শ্রমিক কমল ওরাওঁ জানালেন, ওই বাগানের অনেকে ভিনরাজ্যে দিনমজুরি করছেন।

সমস্যা তৈরি হয়েছিল গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে ওই বাগানে শ্রমিকদের বেশ কিছুদিনের মজুরি বকেয়া পড়ে যাওয়ায়। বেশ কিছুদিন আন্দোলন, অনশনের জেরে বকেয়ার কিছু অংশ মেটানো হলেও শ্রমিকরা আর্থিক সংকটে পড়েন। তারপরই শুরু হয় বাইরের রাজ্যে যাওয়ার হিড়িক। কমলের কথায়, '২৫০ টাকা মজুরিতে সংসার চলে না।' তাঁর আশা, 'আশা করছি এবার মজুরি বাড়বে। বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এখন ওরা তো সরকারে আসছে।'

বিজেপি প্রভাবিত চা শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তথা আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, 'আমাদের সংকল্পপত্রে যা যা বলা হয়েছিল, সেটা মাথায় রেখেই চা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বন্ধ ও রুগ্ন চা বাগানের সমস্যা মেটানো, শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড আদায় ইত্যাদি সমস্ত কিছুর ওপর জোর দেওয়া হবে।'

দেড় দশকে তৃণমূল সরকার চা শিল্পে মজুরি সমস্যার দিকে নজর না দেওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ছিলই। সেই ক্ষোভের আগুনে জল ঢালতে ভোটের আগে তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হঠাৎ চা শ্রমিকের মন বুঝতে বৈঠক শুরু করেন। আলিপুরদুয়ারের কাছে মাঝেরডাবরি বাগানে গিয়ে সব সমস্যা শুনে প্রতিকারের আশ্বাস দিয়েছিলেন। ভোটের প্রচারে এসে তাঁর আশ্বাস ছিল, তৃণমূল ফের সরকারে এলে চা শ্রমিকের মজুরি ৩০০ টাকা করে দেওয়া হবে। শ্রমিকদের মধ্যে সেই আশ্বাস নিয়ে তখন সংশয় ছিল।

কিন্তু নরেন্দ্র মোদির ৫০০ টাকারও বেশি মজুরির আশ্বাস শ্রমিকদের মনে আশা জাগিয়েছিল। চা বলয়ের ভোটে ইভিএম-এ গেরুয়া ঝড় নিঃসন্দেহে সেই আশার প্রতিফলন। শেষপর্যন্ত তৃণমূলকে রাজ্যে তো বটেই, চা বলয়ে পুরোপুরি ধরাশায়ী করে রাজ্যের ক্ষমতায় আসার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বিজেপির। চা শ্রমিকের এখন বুকে আশা, দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সফল হবে এখন।

চা বাগানের শ্রমশক্তির সিংহভাগই মহিলা। এমন বাগানও আছে, যেখানে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা মোট শ্রমিকের ৭০ শতাংশ। চা পাতা তোলা বা ফ্যাক্টরিতে কাজ তো বটেই, সংসার সামলানো থেকে সন্তান লালনপালনের গুরুদায়িত্ব তাঁদের কাঁধে। গেরুয়া শিবির ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনায় বাড়তি মজুরির স্বপ্নে এখন তাঁরা বিভোর। ভগতপুর চা বাগানের সীতা মাহালি মঙ্গলবার কাজের ফাঁকে বললেন, 'শুধু কি খাই-খরচ। ছেলেপুলেদের লেখাপড়ার খরচ কি কম! আশা করছি, বিজেপি কথা রাখবে।' ভুটান সীমান্তের ক্যারন চা বাগানের শ্রমিক সুনীতা ওরাওঁয়ের ভাষায়, ''২০১৪ সালের পর 'ডাবলি'ও (নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত চা পাতা তোলা) এক পয়সা বাড়েনি। সেটা হলেও না হয় কম মজুরির আক্ষেপ কিছুটা পুষিয়ে যেত।'' রুগ্ন ধরণীপুর চা বাগানের শ্রমিকরাও বিজেপির প্রতিশ্রুতিতে আস্থা রাখছেন। মামণি সাঁওতাল বলেন, 'আগের সরকার চা বাগানের সমস্যার গভীরে পৌঁছাতেই চায়নি। বিজেপি যেভাবে সবকিছু বিবেচনা করবে বলে জানিয়েছিল, তাতে স্বপ্ন দেখাই যায়।' গ্যারগান্ডা বাগানের কৈলাস ওরাওঁ আরও একধাপ এগিয়ে বলেন, 'মালিকরা যাতে ইচ্ছেমতো বাগান বন্ধ করে চলে যেতে না পারেন, সেটাও নিশ্চিত করা দরকার সরকারের। মজুরি তো বাড়াতেই হবে। তবে নিয়মিত মজুরি নিশ্চিত করাও সরকারের দায়িত্ব।'

পঞ্চায়েতে তাণ্ডব

প্রথম পাতার পর

অসম্মানজনকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে।'

এদিন তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙার খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছে যায় বিজেপি নেতৃত্ব। পুলিশের সঙ্গে কথা বলে বিজেপির স্থানীয় নেতারা তৃণমূল পার্টি অফিসে গিয়ে বিজেপির সমস্ত পতাকা খুলে ফেলেন। বিজেপি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য কাজল বিশ্বশর্মা দাবি করেন, 'বিজেপি নেতা-কর্মীরা হিংসায় বিশ্বাসী নয়। কিছু অন্য দলের লোক গেরুয়া আবির মেখে বিজেপির পতাকা নিয়ে ভাঙচুর করেছে।' এদিন দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের কার্যালয়ের গেটেও বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে।

এদিকে, বেলা ১২টা নাগাদ ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে ভাঙচুর চালানো হয়। হঠাৎ করে বিজেপির পতাকা নিয়ে কিছু তরুণ অফিসের ভেতরে ঢুকে কম্পিউটার, প্রিন্টার, চেয়ার, টেবিল ভেঙে দেয়। ঘটনায় পঞ্চায়েত অফিসের কর্মীরা ভয়ে পেয়ে যান। ফুলবাড়ি ১-এর পঞ্চায়েতের প্রধান সুনীতা রায় বলেন, 'পঞ্চায়েত অফিসে বিজেপি ভাঙচুর চালাবে ভাবিনি। আমার স্বামী বাড়ির সামনে চার চাকার গাড়ি রেখেছিল, সেটাও ভেঙে দিয়েছে।'

এদিকে, সোমবার রাতে শিলিগুড়ির ৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতা শংকর গুপ্তর বাড়ির সামনে এসে হুমকির অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের তীর অবশ্য বিজেপির দিকে। যদিও তারা কেউই বিজেপির সদস্য নয় বলে দাবি করেছেন ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার অনীতা মাহাতো। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খালপাড়া ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই তৃণমূল নেতা। মঙ্গলবার এই ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব নেতা দীপক শর্মাকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে।

সোমবার রাতে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরের ১ এবং ২ নম্বর তৃণমূল অঞ্চল কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়। নেতা-নেত্রীদের ছবি ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। পোস্টার, ব্যানারও ছেড়া হয় বলে অভিযোগ। তৃণমূলের ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ২ ব্লক সভাপতি কাজল ঘোষ বলেন, 'তালা ভেঙে বিজেপির কর্মীরা আমাদের দুটি দলীয় কার্যালয়ে তাণ্ডব চালিয়েছে। মঙ্গলবার মুরালীগঞ্জের একটি নির্মীয়মাণ কার্যালয়ে পতাকা লাগিয়ে দিয়েছে বিজেপি কর্মীরা।' জালাসনিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে বিজেপির পতাকা লাগানো হয়। রাঙ্গাপানিতে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয় বিজেপি দখল নিয়েছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেন, 'ফল ঘোষণার পর কিছু তৃণমূল নেতা-কর্মী রাতারাতি গেরুয়া আবির মেখে, পতাকা নিয়ে বিজেপি সেজেছে। তারাই নিজস্ব কোন্দলের জন্য তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙছে। এই ধরনের হিংসা আমরা বরদাস্ত করব না। পুলিশকে বলছি যারা ভাঙচুর চালাচ্ছে তাদের চিহ্নিত করে কড়া পদক্ষেপ করতে।'

ভোট পরবর্তী হিংসায় আক্রান্ত হচ্ছে বিজেপিও। এদিন রাতে নিউ জলপাইগুড়ি থানার বাঁশবাড়িতে বিজেপির দুই কর্মীর ওপর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ললিত রায় ও তাঁর ছেলে অমিত রায় গুরুতরভাবে জখম হন। ঘটনার পর তাঁদের প্রথমে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে অবস্থার অবণতি হলে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বিরাট পুলিশবাহিনী বাঁশবাড়ি এলাকায় মোতায়েন করা হয়।

কৈলাস যাত্রা

শিলিগুড়ি, ৫ মে : হিন্দুদের পবিত্র স্থান কৈলাস মান সরোবর যাত্রার রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিদেশমন্ত্রক ও সিকিম পর্যটন উন্নয়ন নিগমের যৌথ উদ্যোগে কৈলাস মান সরোবর যাত্রার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সিকিমের নাথু লা রুট দিয়ে এই যাত্রা আয়োজনের কথা জানিয়েছে সিকিম সরকার। প্রথম ব্যাচের সূচনা হতে চলছে ১১ জুন। প্রতি ব্যাচে ৫০ জন তীর্থযাত্রী এবং ৫ জন সহায়ক কর্মী থাকবেন। মোট ১০টি ব্যাচ নিয়ে যাওয়া হবে। ইতিমধ্যেই এর জন্য রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে সিকিম সরকারের তরফে নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে। ১৯ মে পর্যন্ত এই আবেদন করা যাবে। প্রাথমিকভাবে কোনও আবেদন ফি না লাগলেও নির্বাচনের পর নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় ফি দিতে হবে। তীর্থযাত্রীরা এই যাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত সরকারি ওয়েবসাইট www.kmy.gov.in -এ জানতে পারবেন।

উত্তরবঙ্গ থেকে হোক উপমুখ্যমন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

তখন উত্তরের পাহাড়ে বা তরাই অঞ্চলে হয়তো মনোরম, স্নিগ্ধ আবহাওয়া। কিন্তু ওই যে, কলকাতার বাবুদের তৈরি বিধান মেনেই চলতে হবে গোটা রাজ্যকে! তাই অকারণে উত্তরের স্কুলগুলোর দরজাতেও তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হত। আবার এর ঠিক উলটো চিত্রটাও ছিল সমান বেদনাদায়ক। গতবার যখন পাহাড়ে প্রকৃতির ভয়াল রুদ্ররোষ, প্রবল বৃষ্টি আর ধসের কারণে মানুষের জীবন বিপন্ন, ঠিক সেই সময়েই খোদ কলকাতায় জাঁকজমকপূর্ণ দুর্গাপুজোর বিসর্জন কার্নিভাল হয়েছে। রোশনাই আর উৎসবের সেই কোলাহল সেদিন উত্তরের মানুষের বুকের ক্ষতটাকে আরও দগদগে করে তুলেছিল।

উত্তরের মানুষ চাইছেন, দীর্ঘদিনের এই ক্ষত, যন্ত্রণা মুছে যাক। ঘুচে যাক সমস্ত ভেদাভেদ। উত্তরের মাটিতে তৈরি হোক এক অন্য রাজনৈতিক আখ্যান।

কীভাবে হতে পারে তা?

এই মুহূর্তে ১৭টি রাজ্যে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী রয়েছে। এর মধ্যে উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে উপমুখ্যমন্ত্রী পদও রেখেছে বিজেপি। উদ্দেশ্য মূলত দুটো। এক, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা। দুই, জাতিগত ও রাজনৈতিক অঙ্ক মেলানো। এই দুটি লক্ষ্যেই পশ্চিমবঙ্গে উপমুখ্যমন্ত্রী পদটি অত্যন্ত জরুরি।

উত্তরবঙ্গের মাটিতে রাজবংশী, আদিবাসী, গোর্খা সহ বহু জনজাতি ও ভাষাভাষীর মানুষের বাস। রাজবংশী, কামতাপুরি ভোট এখানে একটা বড় ফ্যাক্টর। এবার সেই ভোটের অধিকাংশই গিয়েছে বিজেপির ঝুলিতে। তাই রাজবংশী অঙ্কে উপমুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবি জোরালো হচ্ছে। তাতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা সম্ভব বিজেপির। রাজবংশী মুখ হিসেবে সবার প্রথমেই উঠে আসছে মাথাভাঙ্গা থেকে জয়ী কোচবিহারের প্রাক্তন সাংসদ নিশীথ প্রামাণিকের নাম। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এবং খোদ অমিত শা'র ডেপুটি থাকায় দিল্লিতে অন্তহীন যোগাযোগ নিশীথের। শা'র গুডবুকেও রয়েছেন তিনি। তাই উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিজেপি তাঁকে বেছে নিলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। আবার শিলিগুড়ি থেকে পরপর দু'বার জয়ী শংকর ঘোষও আছেন দৌড়ে। এতদিন বিধানসভার মুখ্যসচেতক পদে থাকা শংকর যথেষ্ট গুরুত্ব পান রাজ্য নেতাদের কাছে। বিজেপির এক শীর্ষ নেতা অবশ্য এখনই উপমুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে কিছু বলতে চাইছেন না। কিন্তু উত্তরবঙ্গ থেকে একাধিক মন্ত্রী হতে পারে সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু শুধু মন্ত্রিত্বে এবার আর চিঁড়ে ভেজার নয়।

কারণ বাম ও তৃণমূল- দুই আমলেই উত্তরবঙ্গ থেকে একাধিকজন মন্ত্রী হয়েছেন। তৃণমূলের শেষ টার্মেও উদয়ন গুহ, বুলু চিকবড়াইক, সত্যজিৎ বর্মন, গোলাম রব্বানি, সাবিনা ইয়াসমিন সহ অনেকেই মন্ত্রিত্বের স্বাদ পেয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশই দলনেত্রী এবং কলকাতার নেতাদের রোষানলে পড়ার ভয়ে কোনও বিষয় নিয়ে নিজেদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে পারেননি। হয়ে থেকেছেন কাঠের পুতুল। ফলে উত্তরের রাজবংশী, গোর্খা বা আদিবাসীদের মনে বঞ্চনার অভিমান জমেছে একটু একটু করে। আর বিরোধী আসনে থাকা ভারতীয় জনতা পার্টি খুব সুকৌশলে এবং ধারাবাহিকভাবে মানুষের সেই মনের ভাষা পড়তে পেরেছে। তারাও বারবার বঞ্চনার তত্ত্বে শান দিয়েছে, উত্তরের মানুষকে বুঝিয়েছে যে, তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে কীভাবে তাদের দশকের পর দশক বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে। ফলে বিজেপিও এবার সেই একই ভুল করলে পস্তাতে হতে পারে আগামীতে।

পনেরো বছরের তৃণমূল শাসন হটিয়ে ২০৭ আসনে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করেছে বিজেপি। কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন, তা এখন টপ সিক্রেট। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরপর দুটো টার্মে দুই আসনে হারিয়ে শুভেন্দু অধিকারীই মুখ্যমন্ত্রী পদের মূল দাবিদার। কিন্তু বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব এখনও জল্পনা জিইয়ে রেখেছে। তবে, দলের অন্দরে মন্ত্রিত্ব নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গেও তা নিয়ে জোর জল্পনা।

এবারের ভোটে সবথেকে বেশি মার্জিনে জয় পেয়েছেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন। ১ লক্ষ ৪ হাজার ২৬৫ ভোটে তিনি পরাস্ত করেছেন তৃণমূল প্রার্থী শংকর মালাকারকে। এই বিপুল জয়ের জন্য তাঁকে মন্ত্রিত্ব দিয়ে পুরস্কৃত করতে পারে বিজেপি। আবার দ্বিতীয় রেকর্ড মার্জিনে (৯৭,৭১৫) জয় পেয়েছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির শিখা চট্টোপাধ্যায়। এঁরা দুজনেই দু'বারের বিধায়ক। ফলে শিকে ছিঁড়তে পারে যে কারও। মহিলা মুখ হিসেবে নাম উঠে আসছে কোচবিহারের লড়াকু নেত্রী মালতী রাভা রায়েরও।

আদিবাসী অঙ্কে মন্ত্রিত্বের দৌড়ে রয়েছেন ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু ও মালের শুক্রা মুন্ডাও। কালিম্পং আসনে জয়ী ভরত ছেত্রীও অন্যতম মুখ। ভারতীয় হকি দলের এই প্রাক্তন সদস্যকে ক্রীড়ামন্ত্রী করার দাবি উঠেছে দলেরই অন্দরে। শংকরকে অনেকেই চাইছেন শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে। এসবই অবশ্য দাবি। শেষমেশ কার কার ভাগ্যে মন্ত্রিত্বের শিকে ছিঁড়বে, তা তো সময়ই বলবে। কিন্তু উত্তরের কাউকে উপমুখ্যমন্ত্রী করে বিজেপি চমক দিলে, সেটাই হবে 'উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত' তকমা ঘোচানোর প্রথম ধাপ। শমীক ভট্টাচার্য, সুনীল বনসল, ভূপেন্দ্র যাদব এবং সর্বোপরি অমিত শা, নরেন্দ্র মোদিরা এটা যত তাড়াতাড়ি বুঝবেন ততই মঙ্গল।

হারিনি তো... কেন ইস্তফা

প্রথম পাতার পর

কিন্তু তা তো হয়নি। আমরা হারিনি। ওরা ভোট লুট করেছে।' বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ১০০-এর বেশি আসনে ভোট লুট করা হয়েছে। ওই কাজে সাহায্য করেছে নির্বাচন কমিশন। তাঁর কথায়, 'আমাদের এই লড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে ছিল না। নির্বাচন কমিশন একটা কালো ইতিহাস তৈরি করল। কমিশনই ভিলেন। কমিশন মানুষের ভোট লুট করেছে।'

তাঁর এই জেদকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, 'দেশ কারও খেয়ালখুশিতে চলে না। রাজ্যপাল একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে তাঁকে সোজা বরখাস্ত করবেন। এটাই নিয়ম।' সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের মতে, ৭ তারিখের পর এমনিতেই ওঁর কোনও এক্তিয়ার থাকবে না। ৬ তারিখ কমিশন রাজ্যপালকে চূড়ান্ত ফলাফলের তালিকা দিলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিজেপি সরকার গড়ার ডাক পাবে। পরাজয়ের পর ইস্তফা দেওয়াটা সাংবিধানিক শিষ্টাচার মাত্র।

মমতা বলেন, 'গণনায় কারচুপি হয়েছে। জোর করে এজেন্টদের বের করে দেওয়া, ফর্ম ১৭সি কেড়ে নেওয়া হয়েছে।' তবে মুখ্যমন্ত্রীর ভোট লুটের অভিযোগকে পুরোপুরি ভিত্তিহীন ও কষ্টকল্পিত বলে মন্তব্য করে ডিইও সাউথ রণধীর কুমারের পালটা দাবি, নেত্রীর জেদেই কিছুক্ষণের জন্য গণনা বন্ধ ছিল। পুরো প্রক্রিয়াই অবাধ ও স্বচ্ছ। মমতা মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা না দিলে অবশ্য সাংবিধানিক সংকট হওয়ার কারণ নেই। নতুন সরকারের শপথগ্রহণেও বাধা হবে না। নিয়ম অনুযায়ী, ৭ মে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে সেই বিধানসভায় নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর মেয়াদও শেষ হয়ে যাবে। বিজেপি সরকার সম্ভবত ৮ মে শপথ নেবে। বিধানসভার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও এই অল্প সময়ের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসনের মতো পদক্ষেপ করার দরকার হবে না বলে সংবিধান বিশেষজ্ঞরা মতপ্রকাশ করেছেন।

ওই সামান্য সময় রাজ্যপালই সরকারি কাজকর্মের তদারকি করতে পারেন। কিন্তু হেরে যাওয়ার পর রীতি মেনে ইস্তফা না দিলে মমতাই সমালোচনার মুখে পড়বেন। তাছাড়া রাজ্যপাল সংবিধানের ১৬৪ অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করে মুখ্যমন্ত্রীকে বরখাস্ত করতে পারেন। সেই অধিকার তাঁর আছে। সেরকম হলে মমতার ভাবমূর্তি প্রশ্নের মুখে পড়বে।

যদিও সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তাচ্ছিল্যের সুরে তিনি বলেন, 'সংবিধানে যা আছে, তাই হবে। আমরাই সরকার গড়ব।' ক্ষুব্ধ তৃণমূল নেত্রীর বিস্ফোরক দাবি, গণনাকেন্দ্রের ভেতরে তাঁকে এবং তাঁর এজেন্টদের মারধর করা হয়েছে, পেটে-পিঠে আঘাত করা হয়েছে। ইভিএম কারচুপির দিকে আঙুল তুলে মেশিনের ব্যাটারি চার্জ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

চিরকুটে যন্ত্রণামুক্তির কথা রঘুর

অক্ষত রঘুবংশীকে আউট করে আইপিএলে প্রথম উইকেট পান রঘু শর্মা। তারপরই মেলে ধরেন এই চিরকুট।

মুম্বই, ৫ মে : মাত্র পঁচিশেই বাতিল! বুড়ো হয়ে গিয়েছে! এমন অদ্ভুত অজুহাতে পাঞ্জাব রনজি দলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আট বছর পর সেই যন্ত্রণার ক্ষতে প্রলেপ। নেটবোলার থেকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে অভিষেক এবং দ্বিতীয় ম্যাচে জয়ের অন্যতম কারিগরও। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের দ্বৈরথে লখনউ সুপার জায়েন্টস ইনিংসের ত্রয়োদশ ওভারে স্বপ্নপূরণ।

অক্ষত রঘুবংশীকে ফ্লাইটে পরাস্ত করে মেগা লিগে প্রথম উইকেটের স্বাদ। তারপর পকেট থেকে চিরকুট বের করে স্পেশাল সেলিব্রেশন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের লেগস্পিনার রঘু শর্মার। যেই চিরকুটে লেখা-'অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ১৫টি বছর। গুরুদেবের অসীম কৃপায় আজ তার অবসান ঘটল। আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (নীল ও সোনালি)-তোমাদের ধন্যবাদ। আমি চিরকৃতজ্ঞ।'

২০২৫ সালে আইপিএলের মাঝে নেটবোলার থেকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মূল দলে ডাক। চোটের কারণে ছিটকে যাওয়া ভিগনেশ পুথুরের পরিবর্ত হিসেবে যোগ দেন। গতবার কোনও ম্যাচ খেলার সুযোগ না পেলেও রঘুকে ধরে রাখে মুম্বই। এবার মুম্বইয়ের জার্সিতে মাঠে নামার সুযোগ বছর তেত্রিশের লেগব্রেক বোলারের। রঘুর ক্রিকেট সাফারিও অনেকটা গল্পের মতো।

শুরুতে ফাস্ট বোলার হতে চেয়েছিলেন। গতি-সুইংকে হাতিয়ার করেছিলেন। সেখান থেকে লেগস্পিনে চলে যান শেন ওয়ার্ন, ইমরান তাহিরের ভক্ত রঘু। আইপিএলে খেলার জন্য প্রায় প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজির দরজায় টোকা মেরেছেন। শ্রীলঙ্কা, ইংল্যান্ডেও খেলেছেন ভাগ্য ফেরাতে। নেট বোলার হিসেবে ঘাম ঝরানো। অবশেষে লক্ষ্যভেদ।

ছাত্রের প্রশংসায় মাহেলা

রঘুর যে ক্রিকেট-সাফারির সাক্ষী মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হেডকোচ মাহেলা জয়বর্ধনও। বলেছেন, 'আপনাদের হয়তো মনে আছে, গতবার ও নেট বোলার ছিল। দলে ঢুকতে প্রচুর পরিশ্রম করেছে। কখনও থামেনি। শ্রীলঙ্কাতেও গিয়েছিল। খুব একটা ভালো বোলিং করতে পারেনি। কিন্তু কলম্বোর প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও অক্লান্তভাবে খেটেছিল। অবশেষে পরিশ্রমের পুরস্কার পেল রঘু।'

কী লেখা ছিল চিরকুটে?

অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ১৫টি বছর। গুরুদেবের অসীম কৃপায় আজ তার অবসান ঘটল। আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (নীল ও সোনালি)-তোমাদের ধন্যবাদ। আমি চিরকৃতজ্ঞ।

গত আইপিএলে খেলার সুযোগ পাননি। তবে ভেঙে পড়ার বদলে কোচকে কথা দিয়েছিলেন আরও শক্তিশালী হয়ে এবার ফিরবেন। লখনউয়ের বিরুদ্ধে গতকাল সেই প্রতিশ্রুতির ঝলক। জয়বর্ধনে বলেছেন, 'গতবার আমাকে বলেছিল, এবার পুরোদস্তুর প্রস্তুতি নিয়ে ফিরবে। এরজন্য প্রচুর খেটেওছে। মানসিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী। সিংহহৃদয়। এটা ওর প্রাপ্য ছিল। সাবাশ রঘু।'

রোহিত বন্দনায় রিকেলটন

পেশির চোট সারিয়ে ফিরেই ঝলমলে দেখাল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের রোহিত শর্মাকে।

মুম্বই, ৫ মে : হারের হ্যাটট্রিকের ধাক্কা কাটিয়ে জয়।

ঋষভ পন্থের নেতৃত্বাধীন লখনউ সুপার জায়েন্টসের ২২৮ রানের চ্যালেঞ্জের সামনে দাপুটে জয়ে প্লে-অফের ক্ষীণ আশাটুকু বাঁচিয়ে রাখা। পাঁচ ম্যাচ পর প্রত্যাবর্তনেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের প্রতীক্ষিত যে জয়ের অন্যতম নায়ক রোহিত শর্মা। রায়ান রিকেলটনের (৩২ বলে ৮৩) সঙ্গে ৬৫ বলে ১৪৩ রানের ওপেনিং জুটিতেই জয়ের রাস্তা তৈরি করে দেন রোহিত (৪৪ বলে ৮৪)।

গতকাল রোহিত-রিকেলটনের যে বিস্ফোরক যুগলবন্দির পর বাকি দলগুলিকে সতর্ক করছেন সুনীল গাভাসকার। কিংবদন্তির মতে, অনেক দলের প্লে-অফের স্বপ্নে জল ঢালবে রোহিত এবং মুম্বই। খুশির ঝলক হার্দিক পান্ডিয়ার অনুপস্থিতি দলকে নেতৃত্ব দেওয়া সূর্যকুমার যাদবের কথাতেও।

ম্যাচ শেষে সূর্যের মুখে টিমগেমের কথা। বলেছেন, 'বোলাররা প্রশংসনীয় বল করেছে। চাপের মুখে দৃঢ়তা দেখিয়েছে। গত ম্যাচে ২৪৪ করেও হায়দরাবাদের কাছে আমরা হেরেছিলাম। ২২০-২২৫ রানতাড়ায় দরকার ছিল ভালো শুরু। রোহিত-রিকেলটন প্রথম থেকেই রাশ নিজেদের হাতে রাখে। ম্যাচ ফিনিশ করল নমন ধীর। সবমিলিয়ে সম্মিলিত ব্যাটিং পারফরমেন্স।'

ম্যাচের নায়ক রিকেলটন আবার রোহিতকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। বলেছেন, 'মুম্বই তথা ভারতের অন্যতম গ্রেট ক্রিকেটার রোহিত। আর এই মাঠ আমার ব্যাটিংয়ের জন্য মানানসই। পেস-বাউন্স অনেকটা জোহানেসবার্গের মতো। আমার দায়িত্বও পরিষ্কার, পাওয়ার প্লে-তেই মঞ্চ তৈরি। সেই কাজটা করতে পেরে ভালো লাগছে।'

মুম্বই যেখানে টানা তিন হারের পর জয়ে ফিরল, সেখানে হারের ডাবল হ্যাটট্রিকে লিগ টেবিলের লাস্টবয়েই আটকে লখনউ। যে ফলাফলের জন্য ব্যাটিংকেই দুষলেন অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। যুক্তি, ১০-১৫ রান কম হয়েছে। মুম্বইয়ের বোলাররা ভালো বল করেছে। কিন্তু তারপরও স্কোরটা ২৪০-২৫০ হওয়া দরকার ছিল। বোলাররা চেষ্টা করেছে। কিন্তু ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের পিচে ২২৮ ডিফেন্ড করা সহজ নয়। ঋষভের আক্ষেপ, ভাগ্যের সাহায্যও পাচ্ছেন না তাঁরা। তবে চেষ্টা থামালে চলবে না। আশাবাদী, সমর্থকদের মুখে বাকি ম্যাচগুলিতে হাসি ফোটাতে পারবেন।

হার্দিকেই আস্থা ফ্র্যাঞ্চাইজির

জয়ে ফিরলেও লখনউর মতো দেওয়ালে পিঠ মুম্বইয়েরও (১০ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট)। যে পরিস্থিতির জন্য কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে অধিনায়ক হার্দিককেও। ব্যক্তিগত পারফরমেন্স তলানিতে। সমর্থকরা হার্দিক ছাঁটাইয়ের দাবি তুলছেন। যদিও টিম সূত্রের খবর, মুম্বই ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তারা হার্দিকেই ভরসা রাখছেন। পরপর দুই মরশুমে দলের ভরাডুবি হলেও শীর্ষ আধিকারিকদের মতে, সমস্যার জট অন্যত্র, হার্দিক নন। চলতি লিগ শেষে সেই জট ছাড়ানোর প্রচেষ্টা চালানো হবে এবং তা করা হবে হার্দিককে অধিনায়ক রেখেই।

বুমরাহকে বিশ্রামের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের

মুম্বই, ৫ মে : চলতি আইপিএলে জসপ্রীত বুমরাহর অফফর্ম এবং উইকেট খরা মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরের অন্যতম চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১০ ম্যাচে মাত্র ৩ উইকেট পাওয়া বুমরাহর জন্য এটি সম্ভবত আইপিএলের সবচেয়ে কঠিন মরশুম। ওভারপ্রতি কম রান দিলেও তাঁর ঝুলিতে উইকেট আসছে না। টানা পাঁচ ম্যাচ উইকেটশূন্য থাকার পর গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে খরা কাটলেও, সোমবার লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ফের ৪ ওভারে ৪৫ রান দিয়ে উইকেটহীন ছিলেন তিনি। এটি চলতি মরশুমে তাঁর সপ্তম উইকেটশূন্য ম্যাচ। এই পরিস্থিতিতে প্রাক্তন ভারতীয় কোচ রবি শাস্ত্রী, সঞ্জয় বাঙ্গার এবং বেদা কৃষ্ণমূর্তির মতো বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বুমরাহর এখন সাময়িক বিরতির প্রয়োজন।

বুমরাহর ফর্ম নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন রবি শাস্ত্রী। তাঁর মতে, গত ১২ মাস ধরে জাতীয় দলের হয়ে টানা খেলার কারণে বুমরাহর এই অবস্থা শুধুমাত্র শারীরিক নয়, মানসিক ক্লান্তিরও ফল। আগামী দুই বছরে দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশ্বকাপ এবং নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ রয়েছে ভারতের। তাই ভারতীয় ক্রিকেটের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থের কথা ভেবে মুম্বই ম্যানেজমেন্টের উচিত বুমরাহর ওয়ার্কলোড এবং ফিটনেসের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া।

একই সুরে বেদা জানিয়েছেন, রোহিত শর্মা বা সূর্যকুমার যাদবের মতো সিনিয়ারদের উচিত বুমরাহর সঙ্গে কথা বলা। তিনি ১০০ শতাংশ ফিট অনুভব করছেন কি না এবং তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন আছে কি না, তা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা দরকার। বুমরাহ বিশ্রাম নিয়ে তরতাজা হয়ে ফিরলে দলেরই লাভ হবে। অন্যদিকে বাঙ্গার মনে করেন, ১০ ম্যাচে মাত্র ৩টি জয় নিয়ে মুম্বই এখন পয়েন্ট তালিকার নবম স্থানে, তাই প্লে-অফের আশা প্রায় নেই বললেই চলে। এই পরিস্থিতিতে মুম্বই যদি বুমরাহকে ছাড়াই বাকি ম্যাচগুলি খেলতে রাজি থাকে, তবে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া যেতে পারে।

লখনউয়ের বিরুদ্ধে বুমরাহ তাঁর প্রথম দুই ওভারেই ৩১ রান দেন, যার মধ্যে নো বল, ওয়াইড এবং ছক্কাও ছিল। তবে ডেথ ওভারে তিনি দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করে শেষ দুই ওভারে মাত্র ১৪ রান দেন এবং চেনা ছন্দে স্লোয়ার ও ইয়র্কার ডেলিভারি করেন। বাঙ্গার মনে করেন, বুমরাহ নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করলেও, বোলার হিসেবে তাঁকে ঠিকমতো ব্যবহার করা হচ্ছে না। বুমরাহকে দিয়ে ইনিংসের শুরুতেই প্রথম এবং তৃতীয় ওভার করানো উচিত, যাতে তিনি ম্যাচের শুরুতেই প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলতে পারেন। তিনি সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করছেন, তাঁর বডি ল্যাঙ্গুয়েজেই সেই হতাশা স্পষ্ট। তাই ম্যানেজমেন্টের উচিত তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া।

টি২০ বিশ্বকাপের ২০ দিনের মধ্যে আইপিএল খেলতে নামার ধকল এখনও সামলে উঠতে পারেননি জসপ্রীত বুমরাহ।

নতুন দায়িত্বে শিবশংকর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ মে : বিধানসভা নির্বাচনে হারের পরের দিনই নতুন দায়িত্বে শিবশংকর পাল। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্স' পরিচালিত অনূর্ধ্ব-১৬ খেলোয়াড়দের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরে কোচের গুরুভার। ১১ মে থেকে ৬ জুন, জয়পুরে বসছে এই স্পেশাল শিবির। যেখানে প্রশিক্ষক হিসেবে যোগ দিচ্ছেন শিবশংকর।

এদিন সকালে স্বয়ং ভিভিএস লক্ষ্মণ ফোন করেন বাংলার প্রাক্তন বোলারকে। সঙ্গে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের তরফে নিয়োগপত্র। ম্যাকো (শিবশংকরের ডাকনাম) উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে জানিয়েছেন, অনূর্ধ্ব-১৬ মানে ভারতীয় দলের আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। উঠতি যে খুদে তারকাদের সঙ্গে কাজ করতে পারাটা প্রাপ্তি হতে চলেছে। অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে চান।

এই ধরনের শিবির মূলত বেঙ্গালুরুস্থিত বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে হয়ে থাকে। কিন্তু সম্ভাব্য বর্ষার কারণে বেঙ্গালুরুর বদলে শিবির জয়পুরে করা হচ্ছে। শিবিরে যোগ দিতে ১০ মে জয়পুরে পা রাখবেন বলে জানিয়েছেন শিবশংকর।

আইপিএলে আজ

INDIAN PREMIER LEAGUE

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
বনাম **পাঞ্জাব কিংস**

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : হায়দরাবাদ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

অনুশীলনে ফিরল মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ মে : আপাতত স্বস্তি। আংশিক বেতন মিটতেই অনুশীলনে ফিরলেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবলাররা।

মঙ্গলবার ঘড়ির কাঁটায় তখন বিকেল চারটে। সাজঘরে শুরু হল সাদা-কালো ফুটবলারদের বৈঠক। তার আগেই অবশ্য যাঁদের আর্থিক চুক্তির অঙ্ক কম তাঁদের সম্পূর্ণ এবং যাঁদের সঙ্গে বড় অঙ্কের চুক্তি রয়েছে তাঁদের মার্চ মাস পর্যন্ত বেতন মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, গত মরশুমের বকেয়া বেতনও আলোচনার মাধ্যমে মধ্যস্থতায় এসে মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মহমেডান কর্তারা। এদিন বিকেলে প্রায় ঘণ্টাখানেক নিজেদের মধ্যে আলোচনার পর মাঠে নামতে সম্মত হন ফুটবলাররা।

অনুশীলন বয়কট করায় এদিন কিট না নিয়েই মাঠে চলে এসেছিলেন গৌরব বোরা, অমরজিৎ সিং কিয়াম সহ অধিকাংশ ফুটবলার। পাঁচটা নাগাদ হেটেলের উদ্দেশে রওনা হন তাঁরা। যখন মাঠে ফিরলেন ঘড়ির কাঁটায় তখন সন্ধে ছয়টা পেরিয়ে গিয়েছে। মহমেডান মাঠে চারটি বাতিস্তম্ভ মিলিয়ে হাতেগোনা আটটি আলো জ্বালিয়ে আলো-আঁধারির মধ্যেই অনুশীলন চলল প্রায় আধ ঘণ্টা। এর নেপথ্যে অবশ্য অন্য কারণ রয়েছে। সূত্রের খবর, বেতন মিটিয়ে দেওয়ার পর অনুশীলনে না নামলে ফুটবলারদের শোকজ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছিল ক্লাব। ফলে শুধুমাত্র নিয়মরক্ষার্থেই মাঠে নামতে হয় ফারদিন আলি মোল্লা, ইসরাফিল দেওয়ানদের।

শ্রেয়সদের সরিয়ে শীর্ষস্থান লক্ষ্য সানরাইজার্সের

হায়দরাবাদ, ৫ মে : এক বনাম তিনের দ্বৈরথ।

পয়েন্টের ব্যবধান মাত্র এক। বুধবার যে জিতবে, তার কবজায় শীর্ষস্থান। এমনই হাইভোল্টেজ টক্করে রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি পাঞ্জাব কিংস-সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ৯ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে বর্তমানে শীর্ষস্থানে শ্রেয়স আইয়ারের টিম পাঞ্জাব। তৃতীয় স্থানে থাকা প্যাট কামিন্সের সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সংগ্রহ সেখানে ১০ ম্যাচে ১২। ঘরের মাঠে বুধবার জয় মানে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান দখল।

হারের হ্যাটট্রিকের সঙ্গে সানরাইজার্সের যে লক্ষ্যপূরণ আটকাতে বদ্ধপরিকর পাঞ্জাব। প্রথম সাত ম্যাচে অপরাজিত থাকার পর রাজস্থান রয়্যালস এবং গুজরাট টাইটান্সের কাছে হার শ্রেয়সদের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরিয়েছে। অর্শদীপ সিং, যুযবেন্দ্র চাহাল, মার্কো জানসেনদের নিয়ে গড়া বোলিংও প্রশ্নের মুখে। জয়ে ফিরতে আগামীকাল হায়দরাবাদের বিস্ফোরক ব্যাটিং লাইনআপকে থামানোর চ্যালেঞ্জ।

রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামের পিচ সাধারণ ব্যাটিং সহায়ক হিসেবে পরিচিত। বাউন্ডারি তুলনামূলক ছোট। অভিষেক শর্মা, ট্রাভিস হেড, ঈশান কিষান, হেনরিচ ক্লাসেনদের আগ্রাসন থামানো সহজ নয়। সুস্থ হয়ে ফিরছেন নীতীশ কুমার রেড্ডিও। আগামীকাল যে চ্যালেঞ্জ সামলাতে পাঞ্জাবের বোলাররা কতটা মুনশিয়ানা দেখাতে পারে, চোখ থাকবে ক্রিকেট অনুরাগীদের। একই হাল সানরাইজার্স বোলিংয়েরও।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে গত ম্যাচে সাদামাঠা দেখিয়েছে কামিন্সের নেতৃত্বাধীন বোলিংকে।

আগামীকাল সেখানে শ্রেয়স, প্রিয়াংশ আর্য, প্রভসিমরান সিং, মার্কাস স্টোয়িনিস, কুপার কনোলিদের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে ব্রেক লাগানোর পরীক্ষা এশান মালিঙ্গা, কামিন্স, সাকিব হুসেইনদের। দুই দলের বোলিং ব্রিগেডের মধ্যে কঠিন পরীক্ষায় শেষপর্যন্ত কারা উতরে যায়, তার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করবে কালকের পাঞ্জাব-সানরাইজার্স ম্যাচের ভাগ্য।

দুই দলই গত ম্যাচে হেরেছে। বলার কথা, কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে সানরাইজার্স ও গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের ব্যাটিং তাদের প্রত্যাশার ধারেকাছে পৌঁছোতে পারেনি। অতি-আক্রমণাত্মক ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজি কাজ করেনি। আগামীকাল শীর্ষস্থান দখল, প্লে-অফের পথে আরও এক পা এগিয়ে রাখার ম্যাচে ভুলভ্রান্তি কাটিয়ে ওঠার মঞ্চ।

১২ এপ্রিল প্রথম সাক্ষাৎকারে নিজেদের মাঠে জিতেছিল পাঞ্জাব। অভিষেকের ২৮ বলে ৭৪ রানের বিস্ফোরক ইনিংসের পরও হারে হায়দরাবাদ। প্রিয়াংশ, প্রভসিমরানের পর শ্রেয়সের অর্ধশতরানের সামনে কম পড়ে যায় অভিষেকদের ২১৯/৬ স্কোর। মাঝের কয়েকদিনে পরিস্থিতি বদলেছে। পাঞ্জাবের অপ্রতিরোধ্য গতিতে ব্রেক লেগেছে। শুরুর ঠকঠকানি কাটিয়ে অপরদিকে দৌড়োচ্ছে সানরাইজার্স। অভিষেকদের সেই দৌড় আগামীকাল অব্যাহত থাকে কি না সেটাই দেখার।

অভিষেক শর্মাদের চ্যালেঞ্জ নিতে হায়দরাবাদ পৌঁছালেন পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। মঙ্গলবার।

হয়রানির শিকার উদীয়মান পোল ভল্টার কাভিনরাজা

নয়াদিল্লি, ৫ মে : গলায় ঝুলছে সোনার পদক। কিন্তু চোখেমুখে একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে স্টেশনে অপেক্ষায় এক ক্রীড়াবিদ। বাড়ি ফিরতে কতক্ষণ সময় লাগবে?

সোনা জিতেও ভোগান্তির শিকার দেশের প্রতিভাবান পোল ভল্টার কাভিনরাজা এস। ভুবনেশ্বরে অনূর্ধ্ব-২০ ফেডারেশন কাপে সোনা জিতেছিলেন তিনি। কিন্তু বাড়ি ফেরার পথে এক তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি কাভিনরাজা।

সাধারণত পোল ভল্টের পোলগুলি প্রায় ১৫-১৬ ফুট লম্বা হয়। এগুলিকে ট্রেনের কামরায় রাখা অসম্ভব। তাই কাভিনরাজা ও অন্যান্য পোল ভল্টাররা ট্রেনের জানলার বাইরে পোলগুলি বেঁধেছিলেন। তাতে রেল কর্তৃপক্ষও আপত্তি করেনি। কিন্তু বিপত্তি শুরু হয় যাত্রার মাঝপথে। কেউ বা কারা পোলগুলির বাঁধন কেটে দেন। সেটা দেখতে পেয়ে কাভিনরাজা ও তাঁর সতীর্থেরা চেন টেনে ট্রেন থামান। এরপর রাজামুন্দ্রি স্টেশনে পোলগুলি নিয়ে নেমে যেতে হয় তাঁদের। পরবর্তী ট্রেন ধরার জন্য প্রায় ১২ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় কাভিনরাজা ও তাঁর সতীর্থদের।

কাভিনরাজার ঘটনা দেশের ক্রীড়া মানচিত্রে দুর্দশার ছবিটা আরও একবার তুলে আনল।

সোনা জয়ের পর পোল নিয়ে রাজামুন্দ্রি স্টেশনে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় কাভিনরাজা এস-কে।

এখনও পর্যন্ত মেক্সিকোর গুইলেরমো ওচোয়া পাঁচটি বিশ্বকাপ খেলেছেন।

এবারই শেষ বিশ্বকাপ হতে চলেছে ওচোয়ার

মেক্সিকো সিটি, ৫ মে : মেক্সিকোর কিংবদন্তি গোলকিপার গুইলেরমো ওচোয়া বিশ্বকাপের পরই অবসর নিতে চলেছেন।

৪১ বছর বয়সেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলছেন ওচোয়া। যা তরুণদের কাছে নিশ্চিতভাবেই শিক্ষণীয়। শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের জন্যই তিনি নিজেদের ঘরের মাটিতে ষষ্ঠবারের জন্য বিশ্বকাপে নামতে চলেছেন। যদিও দলে তিনি থাকবেন কি না তা এখনও নিশ্চিত নয়। আপাতত সাইপ্রাসের এইএল লিমাসোলে খেলছেন। সেখানেই এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, জাতীয় দল থেকে এবার পুরোপুরি অবসর নিতে চান। মেক্সিকো কোচ জেভিয়ার আগুইরে তাঁর দলে ইতিমধ্যেই দুজন গোলরক্ষক নিয়ে নিয়েছেন। এই মুহূর্তে গোলকিপার পজিশনের জন্য আর একটা জায়গাই আছে। যদিও তিনি নাম করেননি, তবে হয়তো সাম্প্রতিক ম্যাচগুলো দেখে ওচোয়াকেই তিনি ডাকতে চলেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। মেক্সিকোর কিংবদন্তি গোলকিপার নিজে বলেছেন, 'অবসর নেওয়া সত্যিই কঠিন। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ততটাও কঠিন নয় কারণ আমি লম্বা সময় ধরে বছরের পর বছর খেলেছি। কিন্তু একটা সময় আসে যখন আপনার শরীর এবং মন দুটোই বলবে যে এবার যাও, তুমি সব দিয়ে দিয়েছ। বলতে পারেন, আমার সেটাই হচ্ছে।'

আন্তোনিও কার্বাহাল, রাফায়েল মার্কুয়েজ এবং আন্দ্রে গুয়ার্দাদোর সঙ্গে ওচোয়া হলেন চার নম্বর ফুটবলার যিনি পাঁচটা বিশ্বকাপে খেলেছেন। ওচোয়া এবার হয়তো ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও লিওনেল মেসির সঙ্গে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলা ফুটবল ক্লাবে যোগ দিতে চলেছেন। শেষ তিন বিশ্বকাপে তিনি মেক্সিকোর প্রথম একাদশে শুরু করেছেন। তবে এবার হয়তো তিনি রাউল রাঙ্গেলের পরিবর্ত হিসাবেই দলে থাকতে চলেছেন।

শীর্ষেই ভারত

দুবাই, ৫ মে : ঘরের মাঠে কুড়ির বিশ্বকাপ জয়ের পুরস্কার। আইসিসি টি২০ র‌্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখল সূর্যকুমার যাদবের টিম ইন্ডিয়া। আজ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে যে টি২০ র‌্যাংকিং প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে প্রত্যাশিতভাবেই শীর্ষে রয়েছে টিম ইন্ডিয়া। মোট র‌্যাংকিং পয়েন্ট ২৭৫। ৮ মার্চ আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি ক্রিকেট মাঠে টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর এখনও কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেনি ভারত। আইপিএলে মজে রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ। তার মাঝেই আজ আইসিসি-র তরফে টি২০ ক্রিকেটের র‌্যাংকিং সামনে এসেছে। টিম ইন্ডিয়ার পর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইংল্যান্ড। তিন নম্বরে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। আর ভারতের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান রয়েছে র‌্যাংকিংয়ের ছয় নম্বরে।

তোমার সঙ্গে ১৮ বছর কাটিয়েছি : বিরাট

বেঙ্গালুরু, ৫ মে : আইপিএল জার্সিতে সবচেয়ে বেশি সময় কাটিয়েছেন তাঁর সঙ্গে। সেই প্রিয় মানুষ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ফিজিও ইভান স্পিচলির ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠানে আবেগে ভাসলেন বিরাট কোহলি। ২০০৮ থেকে ২০২৫, ১৮ বছর আরসিবি-র ফিজিও হিসেবে কাজ করেছেন ইভান। সামলেছেন বিরাটের শারীরিক সুরক্ষার দিকও।

আরসিবি-র তরফে সেই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ স্পিচলিকে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন দলের সমস্ত ক্রিকেটার, স্টাফ। দলের প্রতি বিদায়ি ইভানের অবদানের কথাও তুলে ধরা হয়। সবকিছু ছাপিয়ে বিরাটের আবেগঘন বার্তা। বলেছেন, 'আরসিবি-তে আমি বোধহয় সবচেয়ে বেশি সময় তোমার সঙ্গে কাটিয়েছি। পরিশ্রম, চূড়ান্ত পেশাদারিত্বের পাশাপাশি তুমি সবসময় দলের প্রতিটি ক্রিকেটারের পাশে দাঁড়িয়েছ। তাদের প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়েছ, যত্ন নিয়েছ। আমার কাছে যা চিরকাল থেকে যাবে। চিরকাল তুমি এই পরিবারের সদস্য হিসেবে থেকে যাবে। তুমি ছিলে, থাকবে। সারাজীবন তোমার স্মৃতি আমাদের মনে থেকে যাবে।'

আরসিবি-র ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট মো বোবাট বলেছেন, 'লম্বা সময় ধরে দলের প্রধান ফিজিওর দায়িত্ব সামলেছে ইভান। ওর সেই অবদান অনস্বীকার্য। সবাই মিলে তাই কিছুটা সময় বের করে ইভানের কর্মকাণ্ড, ওর অবদানকে স্মরণ করতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন।'

প্রত্যুত্তরে সমান আবেগপ্রবণ স্মৃতিরোমন্থনে ভাসলেন। বিদায়ি ইভান বলেছেন, 'গতকাল যখন টিম হোটেলে পা রাখি নিজের বাড়িতে ফেরার অনুভূতি হচ্ছিল। ওদের অনেকের সঙ্গে দীর্ঘসময় কাটিয়েছি। আরসিবি-র আমার কাছেও বরাবর পরিবার। ক্রিকেট বিশ্বের প্রত্যেকে চাইবে অন্তত একটা মরশুম আরসিবি-তে কাটাবে। আমার সৌভাগ্য সেখানে ১৮ বছর কাটিয়েছি আরসিবি-তে।'

ফিজিওকে আবেগঘন শ্রদ্ধা

ফিজিও ইভান স্পিচলির সঙ্গে বিরাট কোহলি। মঙ্গলবার।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ Dear Mohi (Ujjabarna) : Happy Birthday to our beautiful daughter, our Princess. May you forever Sparkle and Shine like the Star that you are. - Dad & Mom, Ward No. 4, Dinhata.

স্নেহের উজ্জ্বর্ণা (মোহি, জয়শ্রী) : আজ তোমার জন্মদিনে অনেক ভালোবাসা, আদর ও স্নেহাশীর্বাদ জানাই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। - **বুয়া, জেঠু, কাকাই, ছোটকা, বম্মা, মিমি, কামণি, দিভাই।** আচার্য বাড়ি, শহীদ কর্ণার, দিনহাটা। - **মামাই ও মাম ছোটগুমা, আসাম।**

Mohi Didi : Many many happy returns of the day. Happy Birthday Didi. - Ayan, Rajanya & Gullu.

পিছিয়ে গিয়েও শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল

ফুল ফোটালেন পরিবর্ত মিগুয়েল

ইস্টবেঙ্গলকে জয়সূচক গোল এনে দেওয়ার পর নন্দকুমার শেকর।

ইস্টবেঙ্গল এফসি-২
(ইউসেফ, নন্দকুমার)
মুম্বই সিটি এফসি-১ (ব্র্যান্ডন)

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৫ মে : মিগুয়েল-ম্যাজিকে মুম্বই সিটি এফসি গাঁট পার করল ইস্টবেঙ্গল।

ডু অর ডাই ম্যাচ। চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে থাকতে গেলে জিততেই হবে। এমন একটা ম্যাচেও প্রথম একাদশ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন অস্কার ব্রুজোঁ। মোটা অঙ্কের জরিমানা দিয়ে মিগুয়েল ফিগুয়েরোর নির্বাসন তোলা হয়েছিল। অথচ সেই ব্রাজিলিয়ান তারকাকে ছাড়াই দল সাজান অস্কার। ফলে প্রথমার্ধে একদমই সাদামাঠা লাল-হলুদের মাঝমাঠ। সেই সুযোগটা কাজে লাগাল মুম্বই সিটি এফসি। ঢেউয়ের মতো আক্রমণ আছড়ে পড়ল লাল-হলুদ রক্ষণে।

৮ মিনিটেই প্রথম গোল মুম্বইয়ের। ম্যাচের আগে মুম্বই তারকা ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজকে নিয়ে সমীহের সুর শোনা গিয়েছিল অস্কারের গলায়। ইস্টবেঙ্গল কোচের আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না, তার প্রমাণ দেন গোয়ানিজ মিডিও। আকাশ মিশ্রর থ্রো এডমুন্ড লালরিনডিকার গায়ে লেগে ব্র্যান্ডনের কাছে এলে ভলিতে ফিনিশ করেন তিনি। ১৪ মিনিটে প্রায় গোল করে ফেলেছিলেন লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে। তাঁর শট ফিরিয়ে দেন কেভিন সিবিল্লে।

গত ম্যাচে জোড়া গোল করা ইউসেফ এজেজ্জারিকে রিজার্ভ বেঞ্চে রেখেছিলেন অস্কার। তাঁর পরিবর্তে অ্যান্টনের ওপর ভরসা রাখেন তিনি। কিন্তু ড্যানিশ ফুটবলারটিকে খুঁজেই পাওয়া গেল না। যেমন চোখে পড়ল না, নন্দকুমার শেকরের পরিবর্তে প্রথম একাদশে সুযোগ পাওয়া জেরি মাওয়িমিংথাঙ্গাকে। প্রথমার্ধে অস্কারের খামখেয়ালিপনায় একেবারেই ছন্দহীন লাল-হলুদ।

ম্যাচে ফিরতে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই একসঙ্গে তিনটি পরিবর্তন অস্কারের। মিগুয়েলের সঙ্গে ইউসেফ ও সৌভিক চক্রবর্তীকে মাঠে নামান তিনি। ব্রাজিলিয়ান তারকা নামতেই ঝলমলে ইস্টবেঙ্গল। কেন তাঁকে দলের প্রাণভোমরা বলা হয়, তার প্রমাণ দিলেন। ৫৬ মিনিটে পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল। সৌজন্যে সেই মিগুয়েল। বক্সের মধ্যে তাঁকে ফাউল করেন জনি কাউকো। রেফারি সঙ্গত কারণে পেনাল্টির নির্দেশ দেন। স্পটকিক থেকে নিখুঁত শটে লক্ষ্যভেদ করেন ইউসেফ। শুধু পেনাল্টি আদায় নয়, গোটা দ্বিতীয়ার্ধ জুড়েই ফুল ফোটালেন মিগুয়েল। সাম্বার ঝলকে টলিয়ে দিলেন মুম্বই রক্ষণকে।

৬২ মিনিটে গোলের সুযোগ পেয়েছিল মুম্বই। ছাংতের দুরন্ত শট বাঁচিয়ে দেন প্রভসুখান সিং গিল। এদিন গোটা ম্যাচে ছাংতেকে আটকাতে হিমসিম খেলেন আনোয়ার আলিরা। ৭১ মিনিটে দ্বিতীয় গোল পায় ইস্টবেঙ্গল। প্রতি আক্রমণ থেকে নন্দকুমারের শট বিজয় ছেত্রীর পায়ে লেগে গোলে ঢোকে। লিড নেওয়ার পরেই রক্ষণ জমাট করতে সাউল ক্রেসপোকে তুলে লালচুংনুঙ্গাকে নামান অস্কার। এমন মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দলে মহম্মদ রাকিপ নেই। কারণটা বোধগম্য নয়। তবে নুঙ্গাকে নামিয়ে আচমকা রক্ষণাত্মক হয়ে যাওয়াটা প্রায় বিপদ ডেকে এনেছিল লাল-হলুদ শিবিরে। ক্রমাগত আক্রমণ তুলে ইস্টবেঙ্গলের নাভিশ্বাস তুলে দেয় মুম্বই।

পেনাল্টি থেকে ইস্টবেঙ্গলকে সমতায় ফেরানোর পথে ইউসেফ এজেজ্জারি। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে।

৭৭ মিনিটে ছাংতের গোল অফসাইডের জন্য বাতিল হয়। সংযোজিত সময়ে ছাংতের ক্রস থেকে গায়েমার নিকুমের হেড পোস্টে লেগে ফিরে আসে। পরের মিনিটেই কাউকোর হেড সরাসরি গিলের হাতে যায়। মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের ৩ পয়েন্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে খানিকটা ভাগ্যের সহায়তাও রয়েছে।

আপাতত মুম্বই ম্যাচ জিতে ১০ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট লিগ শীর্ষে পৌঁছে গেল ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদের চ্যাম্পিয়নশিপের পথে এবার শক্ত গাঁট বলতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। পরিস্থিতি যা, তাতে বাঙালির আবেগের মহারণই এবারের খেতাব নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ইস্টবেঙ্গল : প্রভসুখান, কেভিন, আনোয়ার, জিকসন, বিপিন, সাউল (লালচুংনুঙ্গা), রশিদ (মিগুয়েল), বিষ্ণু, জেরি (সৌভিক), অ্যান্টন (ইউসেফ) ও এডমুন্ড (নন্দকুমার)।

দুই দশকের ব্যবধানে ফাইনালে আর্সেনাল

আর্সেনাল-১
অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ-০

(দুই লেগ মিলিয়ে আর্সেনাল জিতল ২-১ ব্যবধানে)

লন্ডন, ৫ মে : রক্ষণের দরজা যতটা সম্ভব বন্ধ রাখো, অপেক্ষায় থাকো আর্সেনালের ভুলের। এরপর একটা সুযোগ এলেই গোল তুলে নাও।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালের দরজা খুলতে সোজাসাপটা ছক নিয়ে আর্সেনালের ঘরে হাজির হয়েছিলেন অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ কোচ দিয়েগো সিমিওনে। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে বল পজেশনে পিছিয়ে পড়ে তাঁর দল। বল পায়ে থাকলেও প্রথমার্ধে গোল করার মতো সুযোগ অবশ্য

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ

খুব বেশি তৈরি করতে পারেনি আর্সেনাল। তারপরও ৪৫ মিনিটে গোল পেয়ে যান বুকায়ো সাকা। যিনি শেষ কয়েকটা ম্যাচে চোটের জন্য প্রথম থেকে নামতে পারছিলেন না। ভিক্টর গোয়েকেরেসের পাস থেকে বল পেয়ে গোল লক্ষ্য করে শট নেন লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড। সেই শট প্রাথমিকভাবে রুখে দিয়েছিলেন অ্যাটলেটিকো গোলরক্ষক জান ওব্লাক। কিন্তু বল তাঁর হাতে লেগে পৌঁছায় সাকার কাছে। সেখান থেকে বাঁ পায়ে তাঁর বল গোলে পাঠাতে সমস্যা হয়নি। শেষপর্যন্ত সাকার গোলেই ২০ বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফাইনালে পৌঁছে গেল আর্সেনাল। দুই লেগ মিলিয়ে তাদের জয় এসেছে ২-১ ব্যবধানে।

৫২ মিনিটে গোল শোধের সুযোগ পেয়েছিল অ্যাটলেটিকো। গিউলিয়ানো সিমিওনে আর্সেনাল গোলরক্ষক ডেভিড রায়াকে সামনে একা পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হয়েছেন। গিউলিয়ানোর কাজটা অবশ্য কঠিন করে দিয়েছিলেন গানার্স ডিফেন্ডার গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস।

৪৫ মিনিটে গোল করে আর্সেনালের বুকায়ো সাকা।

এর ৩ মিনিট পর রায়া রুখে দেন আতোয়াঁ গ্রিজম্যানের শটও। ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলেন গোয়েকেরেস। বাঁদিক থেকে আসা পিয়েরো হিনক্যাপির ক্রস তিনি পোস্টের ওপর দিয়ে উড়িয়ে দেন।

রিকার্ডো ক্যালাফিওরি চোট সারিয়ে ফিরে আসায় আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা এদিন তাঁর প্রথম পছন্দের ডিফেন্সিভ লাইন নামাতে পেরেছিলেন। বরং মিডফিল্ডে নিয়মিত খেলা মার্টিন ওডেগার্ডকে শুরু থেকে নামাননি তিনি। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রথমবার মাঝমাঠে নেমে ১৯ বছরের মাইলস লুইস-স্কেলি উজ্জ্বল থাকায় সমস্যা হয়নি গানার্সদের। এদিন গোল হজম না করে রায়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এক মরশুমে যুগ্ম সর্বাধিক ক্লিন শিটের (৯টি) রেকর্ড গড়লেন।

মিউনিখে বায়ার্নের কঠিন চ্যালেঞ্জ পিএসজি-র

মিউনিখ, ৫ মে : মিউনিখে মহাযুদ্ধ। বুধবার রাতে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দ্বিতীয় দফার সেমিফাইনালে মুখোমুখি ছয়বারের ইউরোপ সেরা বায়ার্ন মিউনিখ ও ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সাঁ জাঁ। প্যারিসে প্রথম লেগে ৯ গোলের সেই অবিশ্বাস্য থ্রিলার ফুটবল বিশ্বকে এখনও আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এক গোলে এগিয়ে থেকে মিউনিখে দ্বিতীয় দফায় মাঠে নামবে পিএসজি। তা সত্ত্বেও চ্যালেঞ্জ নিঃসন্দেহে কঠিন ওসমানে ডেম্বেলেদের কাছে। বায়ার্নও ঘরের মাঠে প্রত্যাবর্তনের বিষয় প্রত্যয়ী।

ম্যাচের আগে বায়ার্ন কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। প্রথম লেগে পিছিয়ে থাকলেও আক্রমণাত্মক দর্শন থেকে একচুলও নড়তে রাজি নন তিনি। কোম্পানির মতে, 'আমরা আমাদের চেনা মাঠ আর সমর্থকদের সামনে খেলব। আক্রমণাত্মক ফুটবলেই বাজিমাত করতে চাই।' অন্যদিকে, মিউনিখের এই মাঠেই প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের স্বাদ পেয়েছিল পিএসজি। সেই স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়েই প্যারিসের ক্লাবটির কোচ লুইস এনরিকের হুংকার, 'বায়ার্নের মতো দলের বিরুদ্ধে খেলা সবসময়ই কঠিন। আমাদের অন্তত তিনটি গোল করতে হবে। আমরা জেতার মানসিকতা নিয়েই মাঠে নামব।'

বায়ার্ন শিবিরের সবচেয়ে বড় ভরসা হ্যারি কেন। কোচ কোম্পানিও মনে করেন, কেন কেবল একজন গোলস্কোরার নন, তাঁর বুদ্ধিমত্তা দলের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন কেনকে যতটা অবমূল্যায়ন করা হয়েছিল, বায়ার্নের জার্সিতে তিনি তার চেয়েও বড় তারকা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। বিশেষ করে প্রথম লেগের সেই নিখুঁত পাসিং এবং দলের আক্রমণে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা বায়ার্ন সমর্থকদের আশাবাদী করে তুলছে। কেন নিজেও জানিয়েছেন, ঘরের মাঠে সমর্থকদের গর্জনের সুবিধা নিয়ে তারা পিএসজি টক্কর দিতে তৈরি। তবে প্রথম লেগের কথা মাথায় রেখে দুই দলই নিজেদের রক্ষণ নিয়ে সতর্ক থাকবে। বলাই যায়, তার ওপরই অনেকটা নির্ভর করছে, বায়ার্ন-পিএসজি-র মধ্যে কে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে খেলবে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

বায়ার্ন মিউনিখ বনাম প্যারিস সাঁ জাঁ

সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

আইপিএল পয়েন্ট টেবিল

দল	ম্যাচ	জয়	হার	খেলা হয়নি	পয়েন্ট	নেট রান রেট
পাঞ্জাব কিংস	৯	৬	২	১	১৩	০.৮৫৫
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	৯	৬	৩	০	১২	১.৪২০
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	১০	৬	৪	০	১২	০.৬৪৪
রাজস্থান রয়্যালস	১০	৬	৪	০	১২	০.৫১০
গুজরাট টাইটান্স	১০	৬	৪	০	১২	-০.১৪৭
চেন্নাই সুপার কিংস	১০	৫	৫	০	১০	০.১৫১
দিল্লি ক্যাপিটালস	১০	৪	৬	০	৮	-০.৯৪৯
কলকাতা নাইট রাইডার্স	৯	৩	৫	১	৭	-০.৫৩৯
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	১০	৩	৭	০	৬	-০.৬৪৯
লখনউ সুপার জায়েন্টস	৯	২	৭	০	৪	-১.০৭৬

**দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচের পর।*

বিশ্রামের মাঝে প্লে-অফ স্বপ্নে বুঁদ কেকেআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ মে : জয়ের হ্যাটট্রিক হয়ে গিয়েছে। টানা ব্যর্থতার পর সাফল্যের সরণিতে দল। স্বাভাবিকভাবেই নাইট সংসারের মেজাজ ফুরফুরে। প্লে-অফ স্বপ্নে বুঁদ।

এমন ফুরফুরে মেজাজ নিয়েই গতকাল হায়দরাবাদ থেকে দিল্লি পৌঁছে গিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। মঙ্গলবার রাজধানী শহরে পুরো দিনটা বিশ্রাম নিয়েই কাটিয়ে দিলেন আজিঙ্কা রাহানেরা। সন্ধ্যায় অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম চেন্নাই সুপার কিংসের ম্যাচ ছিল। সেই ম্যাচের দিকেও নজর ছিল কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টের। দিল্লিতে নাইটদের সংসারে ফোন করে জানা গিয়েছে, বিশ্রামের মাঝেই অক্ষর প্যাটেলের দিল্লির বিরুদ্ধে পরিকল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে ফর্মে থাকা লোকেশ রাহুলকে নিয়ে রীতিমতো দুশ্চিন্তা রয়েছে নাইটদের অন্দরে। আজ অবশ্য রাহুল, পাথুম নিশাঙ্কা, প্রাক্তন নাইট নীতীশ রানাদের কেউই বড় রান পাননি।

ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি দিল্লির বোলিংও বেশ শক্তিশালী। কুলদীপ যাদব, লুঙ্গি এনগিডিদের সঙ্গে রয়েছেন চোট সারিয়ে ফেরা মিচেল স্টার্কও। সেই স্টার্ক, যিনি ২০২৪ সালে কেকেআরের শেষবার আইপিএল ট্রফি জয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। সবমিলিয়ে শুক্রবার দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে আপাতত প্লে-অফ স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন নাইটরা। যদিও সাফল্যের সরণিতে এগিয়ে যাওয়ার পাশে নাইটদের জন্য এখন বাকি থাকা সব ম্যাচই ফাইনালের মতো। জিততেই হবে পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ নিয়ে রাহানেরা কী করতে পারেন, সেটাই এখন দেখার।

অরূপের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক শতদ্রু

'তোমার খেলা শেষ, এবার আমার শুরু'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ মে : রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে। বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ একাধিক তাবড় মন্ত্রী পরাজিত হয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও।

অরূপ হারতেই মুখ খুললেন মেসিকে কলকাতায় আনার উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত। প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীকে কটাক্ষ করে একের পর এক সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন তিনি। কখনও লিখেছেন, 'খেলা শেষ তোমার। এবার আমার শুরু।' আবার কখনও মেসির সঙ্গে অরূপ বিশ্বাসের ভিডিও দিয়ে লিখেছেন, 'সাদা কুর্তি পরিহিত ব্যক্তিটি তৃণমূলের বিধায়ক অরূপ বিশ্বাস, যিনি তাঁর লোকজনের সঙ্গে মেসিকে ছবি তোলার জন্য চাপ দিচ্ছেন। আর কালো হুডি পরা লোকটি আয়োজক, যাকে দৃশ্যত অসন্তুষ্ট মনে হচ্ছে।' এমনকি সাংবাদিক সম্মেলন করে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাবেন, এমনটাই পোস্ট করেন শতদ্রু।

১৩ ডিসেম্বর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিওনেল মেসির সঙ্গে অরূপ বিশ্বাস।

গত ডিসেম্বরে কলকাতায় মেসিকে কেন্দ্র করে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে প্রবল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। দর্শক হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় যুবভারতী। যার জেরে গ্রেপ্তার করা হয় শতদ্রুকে। ৩৮ দিন জেলে থাকার পর জামিন পেয়ে এতদিন চুপ ছিলেন তিনি।

এদিকে শুধু শতদ্রু নয়, প্রাক্তন ফুটবলার দীপঙ্কর রায়ের নিশানাতেও রয়েছেন অরূপ। প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীকে 'ভগবান মেসি বিশ্বাস' বলে কটাক্ষ করেন প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল তারকা।

খেতাবি দৌড়ে ধাক্কা ম্যান সিটির

ম্যাঞ্চেস্টার, ৫ মে : এভার্টনের বিরুদ্ধে ৩-৩ গোলে ড্র করে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের খেতাবের লড়াইয়ে বড় ধাক্কা খেল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ৩৪ ম্যাচে সিটির পয়েন্ট ৭১। শীর্ষে থাকা আর্সেনাল ৩৫ ম্যাচে ৭৬ পয়েন্ট নিয়ে অনেকটাই এগিয়ে। জেরেমি ডোকুর জোড়া গোল এবং আর্লিং ব্রাউট হ্যালান্ডের একটি গোলের সুবাদে সিটি কোনওক্রমে হার বাঁচায়। এভার্টনের হয়ে জোড়া গোল করেন থিমো ব্যারি। সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা জানিয়েছেন, খেতাব জয় এখন আর তাঁদের হাতে নেই। এই ড্রয়ের ফলে সিটির ১২ ম্যাচে অপরাজিত থাকার রেকর্ড বজায় রইল।

এই ছবি পোস্ট করে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি।

অভিমানী সাত্ত্বিক-চিরাগরা

নয়াদিল্লি, ৫ মে : সাফল্যের মুকুটে নতুন পালক জুড়লেও তার যথাযথ কদর কি পাচ্ছেন? থমাস কাপে ব্রোঞ্জ জয়ের পর এমন প্রশ্নই তুললেন ভারতের তারকা শাটলার সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি, চিরাগ শেট্টিরা।

ডেনমার্কের হরসেন্সে থমাস কাপে ব্রোঞ্জ জিতেছে ভারত। কিন্তু দেশে ফেরার পর তাঁদের নিয়ে তেমন উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়নি। এতেই বেজায় চটেছেন সাত্ত্বিক, চিরাগ। সেই অভিমান থেকেই ইনস্টাগ্রামে একটি স্টোরি শেয়ার করেন তাঁরা। সেখানে দুইটি ছবি কোলাজ করে দেওয়া হয়। একটি খেলতে যাওয়ার, অন্যটি ফেরার। দুইটি ছবিতেই দেখা যাচ্ছে, বিমানবন্দরের চারপাশ একেবারে জনশূন্য। ছবির নীচে সাত্ত্বিক লিখেছেন, 'মনে হচ্ছে গত দুই সপ্তাহে কী ঘটেছে তা কারও জানা নেই। আর সত্যি বলতে কেউ এটা নিয়ে চিন্তিতও নয়।' বলার অপেক্ষা রাখে না তাঁর এই বার্তা বেশ অস্বস্তিতে ফেলবে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রককে। আসলে থমাস কাপকে ব্যাডমিন্টনের বিশ্বকাপ হিসাবেই গণ্য করা হয়। সেখানে ব্রোঞ্জ জয়ই বা কম কী!

নাপোলিতে লুকাকু

নেপলস, ৫ মে : বিশ্বকাপের আগে রোমেলু লুকাকুর ফেরা বেলজিয়াম শিবিরের জন্য বড় স্বস্তির খবর। হ্যামস্ট্রিং ও নিতম্বের চোট সারাতে পাঁচ সপ্তাহ বেলজিয়ামে কাটানোর পর সোমবার তাঁর নাপোলিতে ফেরার কথা। মার্চে ক্লাবে না ফেরায় তাঁকে জরিমানার মুখে পড়তে হয়েছিল। কোচ আন্তোনিও কন্তেও তাঁর আচরণে ক্ষুব্ধ ছিলেন।

স্বর্গীয় বিমলেন্দু দাম

জন্ম : ১৩/৬/১৯৩৪ * মৃত্যু : ২৪/৪/২০২৬

আমাদের পরম পূজনীয় **বিমলেন্দু দাম** ২৪/৪/২০২৬ সকলের মায়া ত্যাগ করে ইহলোকে গমন করেছেন। অতএব ৬/৫/২০২৬ তাঁর নিজ বাসভবনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতি কামনা করি।

শ্রদ্ধান্তে - পরিবারবর্গ।

চেন্নাই এক্সপ্রেসে গতি এনেছেন সঞ্জু

দিল্লি ক্যাপিটালস-১৫৫/৭
চেন্নাই সুপার কিংস-১৫৯/২
(১৭.৩ ওভারে)

নয়াদিল্লি, ৫ মে : ১০ ম্যাচে ৪৪৫ রান করে চলতি আইপিএলে কমলা টুপির দৌড়ে সবার আগে রয়েছেন লোকেশ রাহুল। যদিও তাঁর আক্ষেপ, তাঁকে টি২০-র ব্যাটার হিসেবে ধরাই হয় না। মঙ্গলবার তাঁর সেই আক্ষেপ আরও বাড়ল। জোড়া চারে শুরু করার পরও ১২-তেই আটকে যান তিনি। আর চেন্নাই সুপার কিংসকে ৮ উইকেটে জয় এনে দিয়ে নায়কের মর্যাদা নিয়ে মাঠ ছাড়লেন সঞ্জু স্যামসন (৫২ বলে অপরাজিত ৮৭)। হারের হ্যাটট্রিকে একটা সময় খোঁড়াতে থাকা চেন্নাই এক্সপ্রেস গতি পেয়েছে তাঁর ব্যাটিং যশে।

মাঠে নামার আগেই অবশ্য সুখবর পেয়েছিল দিল্লি। মাথার চোট সারিয়ে এদিন প্রথম একাদশে ফেরেন তারকা পেসার লুঙ্গি এনগিডি। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে দিল্লির শুরুটা ভালো হয়নি। নিজের দ্বিতীয় ওভারে পাথুম নিসাঙ্কাকে (১৯) তুলে নিয়ে দিল্লিকে ধাক্কা দেন মুকেশ চৌধুরী (৩১/১)। রাহুলকে হারানোর পর নুর আহমদের (২২/২) স্পিনে বোকা বনে যান করুণ নায়ার (১৩) ও নীতীশ রানা (১৫)। অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলেরও (২) চলতি অফফর্ম কাটেনি।

৬৯/৫ করে দিয়ে রাজধানী এক্সপ্রেসের 'চেন' টেনে দিয়েছিলেন সিএসকে বোলাররা। এরপর খেলা ধরেন ট্রিস্টান স্টাবস (৩৮) ও এবারের আইপিএলে দিল্লির আবিষ্কার সমীর রিজভি (২৪ বলে অপরাজিত ৪০)। তাঁদের ৬৫ রানের পার্টনারশিপ দিল্লিকে ১৫৫/৭ স্কোরে পৌঁছাতে সাহায্য করে।

ম্যাচ জেতানো অর্ধশতরানের পথে সঞ্জু স্যামসন। মঙ্গলবার।

তবে সিএসকে অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় আরও একটু বুদ্ধি করে বোলারদের ব্যবহার করলে দিল্লি অনেক কম স্কোরে আটকে যেত। ১ ওভারে ৫ রান দেওয়া জেমি ওভার্টনকে ১৯ নম্বর ওভারে বোলিং না করিয়ে রুতু তাঁকে ১৮ ও ২০ নম্বর ওভার দিতেই পারতেন। কেননা নিজের শেষ দুই ওভার মিলিয়ে অংশুল কম্বোজ (৪৯/০) ৩৪ রান খরচ করেন।

চেন্নাই রানতাড়ায় নামার পর শুরুতেই ফিরে যান রুতুরাজ (৬)। আগ্রাসী মেজাজে শুরু করেও ইনিংস লম্বা করতে পারেননি উর্ভিল প্যাটেল (৯ বলে ১৭)। তবে সাত বাউন্ডারি ও ছয় ছক্কার ইনিংসে সঞ্জু সেই খামতি একাই ঢেকে দেন। যোগ্য সংগত করেন কার্তিক শর্মাও (৩১ বলে অপরাজিত ৪১)। তাঁদের অটুট ১১৪ রানের জুটিতে সিএসকে ১৭.৩ ওভারে ২ উইকেটে ১৫৯ রানে পৌঁছে যায়। এদিনের হার শুক্রবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে নামার আগে চাপ আরও বাড়াবে অক্ষরের দলের।

দীপা-বিদ্যাদের দখলে ব্রোঞ্জ

জলপাইগুড়ি, ৫ মে : দেরাদুনে জাতীয় শ্রবণ প্রতিবন্ধী মহিলা ক্রিকেটে তৃতীয় হল বাংলা দল। দীপা মণ্ডলের নেতৃত্বে এই সাফল্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন জলপাইগুড়ির চার ক্রিকেটার সায়ন্তনী রায়, বিদ্যা সরকার, সোনালি বিশ্বাস ও ভগবতী রায়। 'বি' গ্রুপে তামিলনাড়ু, গুজরাট ও বিহারের বিরুদ্ধে টানা ৩ ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে ওঠে বাংলা। সেমিফাইনালে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে কেরলের কাছে ২৬ রানে হারলেও, ব্রোঞ্জ পদক নির্ধারণী ম্যাচে ফের ঘুরে দাঁড়ায় বাংলা। তামিলনাড়ুকে ৪ রানে হারিয়ে তৃতীয় স্থান নিশ্চিত করে দল। জলপাইগুড়ির বিদ্যা বিহারের বিরুদ্ধে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হন। সায়ন্তনী রায় ৭০ রান করার সঙ্গে ৪ উইকেট পেয়েছেন। সোনালি ১ উইকেট ও একটি ক্যাচ ধরেন। আর ভগবতীর ফিল্ডিং ছিল দলের বড় সম্পদ।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা সুধা দাস - কে 08.02.2026

তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 91A 24761 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "এক কোটি টাকার মতো বিশাল পুরস্কার জেতা জীবনের এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। কোটিপতি হওয়ার আনন্দ জীবনের এক বিশেষ অনুভূতি এবং আমি নীরবে তা উপভোগ করছি। আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে এই প্রকল্পটি চালু রাখার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই যা প্রতিশ্রুতিবদ্ধভাবে কোটিপতি তৈরি করে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।